তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর

আবু আবদুল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর

আবু আবদুল্লাহ

তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর

আবু আবদুল্লাহ

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০১৬ ইং
রবিউস সানী ১৪৩৭ হিজরি

প্রকাশনায় ঃ আত তাহমীদ প্রকাশনী

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকের অনুমতি প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতিত বিনামূল্যে সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য ছাপাতে চাইলে প্রকাশক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র

Tomra Allahke Shoron Koro
Written By : Abu Abdullah
Published By : At Tahmid Prokashoni
First Print : January 2016
Price : Taka 200.00 Only

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের নফসের অনিষ্টতা থেকে এবং আমাদের আমালের অনিষ্টতা থেকে। আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল।

আল্লাহ তা'আলা মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আমি জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।[১]

ইবাদত বলতে বুঝায়। জীবনের প্রতিটি কাজ-কর্মে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর আদেশ নির্দেশ মত চলা এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে বিরত থাকা। আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই ইবাদত কিভাবে করতে হবে এবং কোন পদ্ধতি বিশুদ্ধ ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি রসূলের অনুসরণ করল প্রকৃত পক্ষে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।[২] আল্লাহ তা'আলা করুণার আঁধার। তিনি আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। আমাদের নিখুঁত এবং বিশুদ্ধ ইবাদাতের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার জন্য তার প্রিয় নাবী ﷺ কে পাঠিয়েছেন এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

[১] সূরা যারিয়াত ৫১ ঃ ৫৬।
[২] সূরা নিসা ৪ ঃ ৮০।

তোমাদের রসূল তোমাদের যা দেয় তোমরা তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।[৩]

রসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহর ভালবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থঃ (হে নাবী!) আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। (তাহলে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা অতিব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৪]

আর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'আই হচ্ছে ইবাদাত"[৫] আর এই দু'আ (যিকির) কিভাবে আমাদের নাবী ﷺ করেছেন, তার উল্লেখযোগ্য কিছু দু'আ কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে এ ছোট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদেরকে বইটি প্রকাশের তাওফীক দান করেছেন। যারা বইটি প্রকাশে পরামর্শ দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ মানুষ মাত্রই ভুলের উর্ধ্বে নয়। অতএব এই গ্রন্থে কোন ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

আবু আবদুল্লাহ

[৩] সূরা হাশর ৫৯ ঃ ৭।

[৪] সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৩১।

[৫] সুনানে তিরমিযি ২৯৬৯, ইফাবা হাঃ ২৯৬৯; সুনানে আবু দাউদ ১৪৭৯, ইফাবা হাঃ ১৪৭৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৮২৮।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়।

* দু'আ বলতে যা বুঝায়। ১৫
* দু'আর ফযিলাত। ১৬
* দু'আ কবুলের বিশেষ সময়। ১৮
* যার কাছে দু'আ করতে হবে।. ২২
* যাদের দু'আ কবুল হয় না। ২৫

প্রাত্যহিক জীবনে পঠিত দু'আ সমূহ।

* ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করার দু'আ। ২৯
* পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় দু'আ। ৩৫
* ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে যে দু'আ পড়তে হয়। ৩৬
* স্বপ্ন দেখলে করণীয়। ৩৬
* ঘুম থেকে জাগার পরবর্তী দু'আ সমূহ। ৩৭
* শোয়ার পূর্বাপর সুন্নাত। ৪০
* শোয়ার সময় নিষিদ্ধ কাজ। ৪০
* **সকাল সন্ধ্যায় পঠিত যিকির সমূহ।** ৪১

পবিত্রতা সংক্রান্ত দু'আ সমূহ।

* পায়খানা– প্রস্রাবখানায় প্রবেশের দু'আ। ৫১
* পায়খানা– প্রস্রাবখানায় থেকে বের হওয়ার পর দু'আ। ৫১
* পায়খানা– প্রস্রাবের পূর্বাপর সুন্নাত। ৫১
* পায়খানা– প্রস্রাবের সময় নিষিদ্ধ কাজ। ৫২
* অযুর শুরুতে যে দু'আ পড়তে হয়। ৫২
* অযুর শেষে যে দু'আ পড়তে হয়। ৫২

খানাপিনা সংক্রান্ত দু'আ সমূহ।

* খাওয়ার শুরুতে যে দু'আ পড়তে হয়। ৫৪
* খাওয়ার শুরুতে বিছমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে দু'আ। ৫৪
* খাওয়ার সময় পাঠ করার দু'আ। ৫৪
* দুধ পান করার সময় যে দু'আ পড়তে হয়। ৫৫
* খাওয়ার শেষে যে দু'আ পড়তে হয়। ৫৫
* মেজবানের জন্য মেহমানের দু'আ। ৫৬
* খাবারের সময় সুন্নাত। ৫৬
* খাবারের সময় নিষিদ্ধ কাজ। ৫৭

পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান সংক্রান্ত দু'আ সমূহ।

* পোশাক পরিধান করার দু'আ। ৫৮
* নতুন পোশাক পরিধান করার দু'আ। ৫৮
* পোষাক পরিধান কারীর জন্য দু'আ ৫৮
* আয়না দেখার দু'আ। ৫৯
* পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে সুন্নাত। ৫৯
* পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজ। ৬০

সফরের ক্ষেত্রে পঠিত দু'আ সমূহ।

* ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ। ৬০
* মাসজিদে যাওয়ার পথে পাঠ করার দু'আ। ৬১
* মাসজিদে প্রবেশ করার সময় দু'আ। ৬২
* মাসজিদে প্রবেশের সময় সুন্নাত। ৬২
* মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ। ৬৩
* মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সুন্নাত।. ৬৩
* সফরে বের হওয়ার সময় যে দু'আ পড়তে হয়। ৬৪
* সকালে সফরে বের হওয়ার সময় দু'আ। ৬৪
* স্থলপথে যানবাহনে আরোহণের দু'আ। ৬৫
* নৌকা বা কোন ভাসমান যানে আরোহণের দু'আ। ৬৫
* উপরে আরোহণ বা নীচে নামার সময় দু'আ। ৬৬
* গ্রামে বা শহরে প্রবেশের সময় পাঠ করার দু'আ। ৬৬
* বাজারে প্রবেশের সময় দু'আ। ৬৭
* কোন স্থানে অবস্থানকালে দু'আ। ৬৭
* সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় দু'আ। ৬৭
* মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার সময় দু'আ। ৬৮
* মুকিমের জন্য মুসাফিরের দু'আ। ৬৯
* সফরে থাকাকালীন ও প্রত্যাবর্তনের সুন্নাত। ৭০

চিকিৎসা সংক্রান্ত দু'আ সমূহ।

* রোগী দেখতে যাওয়ার ফযিলাত। ৭১
* রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ। ৭১
* কঠিন রোগে পতিত তথা মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাময় ব্যক্তির জন্য দু'আ। ৭২
* মৃত্যু কামনা করা নিষেধ। ৭৩
* শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করা। ৭৩
* শাহাদাত লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা। ৭৪

* মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়া ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া। ৭৪
* মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় দু'আ। ৭৪
* রোগী দেখার সময় সুন্নাত। ৭৫

ঝাঁড়ফূক সংক্রান্ত দু'আ সমূহ।

* সাপে দংশন । ৭৬
* অসুস্থতা। ৭৬
* ফোড়া বা যখম। ৭৬
* জ্বর হলে করণীয় ৭৬
* শরীর ব্যাথা। ৭৬
* যাদু টোনা থেকে মুক্তির দু'আ। ৭৭
* বদ নজর লাগলে করণীয়। ৭৭
* যে দু'আ পড়ে রসূলুল্লাহ ﷺ ঝাঁড়ফূক করতেন। ৭৮
* মাথা ব্যাথা বা অন্যান্য অসুস্থতা। ৭৮
* কালোজিরা। ৭৯
* শিঙ্গা লাগানো। ৭৯
* সুরমা লাগানো। ৭৯
* মেহেদী লাগানো। ৭৯
* মধু। ৮০
* আ'জওয়া খেজুর। ৮০
* যমযমের পানি। ৮১
* যাইতুনের তেল। ৮১

বৃষ্টি প্রার্থনা সম্পর্কিত দু'আ সমূহ।

* মেঘের গর্জনের সময় যে দু'আ পড়তে হয়। ৮২
* বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ সমূহ। ৮২
* বৃষ্টি বর্ষনের সময় পড়ার দু'আ। ৮৩
* বৃষ্টি বর্ষনের পরে পড়ার দু'আ। ৮৩
* বৃষ্টি বন্ধের দু'আ। ৮৪
* ঝড়-তুফানের সময় যে দু'আ পড়তে হয়। ৮৪
* সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় করণীয়। ৮৫

২য় অধ্যায়

পারিবারিক ক্ষেত্রে পঠিত দু'আ সমূহ।

* নব বিবাহিতের প্রতি অভিনন্দন জানানোর দু'আ। ৮৬
* বিবাহিত ব্যক্তি বাসর ঘরে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে যে দু'আ পড়বে। ৮৬
* সহবাসের সময় পঠিত দু'আ। ৮৭

* বাসর রাতে স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে সলাত আদায় করার পর দু'আ। ৮৭
* আল্লাহর কাছে নেক সন্তান চাওয়ার দু'আ। ৮৭
* আল্লাহর কাছে নেক স্বামী/স্ত্রী বা সন্তান চাওয়ার দু'আ। ৮৮
* সন্তান ও পরিবারের জন্য দু'আ। ৮৮
* বাচ্চাদের জন্য পরিত্রাণ চাওয়ার দু'আ। ৮৮
* পিতা মাতার জন্য দু'আ। ৮৯
* সহবাসের ক্ষেত্রে সুন্নাত। ৮৯

৩য় অধ্যায়

সামাজিক ক্ষেত্রে পঠিত দু'আ সমূহ।

* সালামের প্রসার। ৯০
* অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠালে তার উত্তর। ৯০
* কাফির ব্যক্তি সালাম দিলে তার উত্তর। ৯১
* সাক্ষাতকারের ক্ষেত্রে সুন্নাত। ৯১
* সালাম বিনিময় বা সম্মান প্রদর্শনের সময় নিষিদ্ধ কাজ। ৯২
* কেউ যদি বলে আমি আপনাকে ভালবাসি তার উত্তর। ৯২
* কারো জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ। ৯৩
* ভাল কাজের পরিবর্তে পঠিত দু'আ। ৯৩
* যে বলে, আল্লাহ আপনার গুণাহ মাফ করুক তার জন্য দু'আ। ৯৩
* হাঁচি আসলে যা বলতে হয়। ৯৪
* হাঁচির দু'আর উত্তরে যা বলতে হয়। ৯৪
* কাফির ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার উত্তর। ৯৪
* হাঁচি এবং হাই এর সময় সুন্নাত। ৯৪
* যে ব্যক্তি তার সম্পদের কিছু অংশ দেয়ার জন্য তোমার সামনে উপস্থিত করল তার জন্য দু'আ। ৯৫
* ঋণ থেকে মুক্তির দু'আ। ৯৫
* ঋণ পরিশোধের সময় ঋণ দাতার জন্য দু'আ। ৯৬
* কেউ দু'আ চাইলে যা বলতে হবে। ৯৭
* কেউ হাদিয়া বা সদাকা দিলে তার জন্য দু'আ। ৯৭
* কাউকে গালি দিয়ে ফেললে তার জন্য দু'আ। ৯৭
* কাউকে শাস্তি দিলে বা গালি-গালাজ করলে তার জন্য দু'আ। ৯৮
* অশুভ লক্ষণ অপছন্দ হওয়ার দু'আ। ৯৮
* বিপন্ন (প্রতিবন্ধী) লোককে দেখে যে দু'আ পড়তে হয়। ৯৮
* কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির দু'আ। ৯৯
* আনন্দদায়ক কিছু দেখলে যা বলবে। ৯৯
* ক্ষতিকর কিছু দেখলে তার জন্য দু'আ। ৯৯

* নাবী ﷺ এর উপর সলাত (দরূদ) এবং সালাম পাঠের ফযিলাত। ১০০
* মোরগ ও গাধার ডাক শুনলে পঠিত দু'আ। ১০০
* রাতে কুকুরের ডাক শুনলে যে দু'আ পড়তে হয়। ১০১
* এক মুসলিম অন্য মুসলিমের প্রশংসায় যা বলবে। ১০১
* কেউ কোন মুসলিমের প্রশংসা করলে, যার প্রশংসা করা হয় তার জন্য করণীয়। ১০২
* আশ্চার্যজনক অবস্থায় ও আনন্দের সময় যা বলবে। ১০২
* আনন্দদায়ক কোন সংবাদ আসলে যা বলবে। ১০২
* শয়তানের কুমন্ত্রণার মোকাবিলায় যা বলবে। ১০২
* নতুন ফল দেখার পর পঠিত দু'আ। ১০৩
* মজলিসে বসে যে দু'আ পড়তে হয়। ১০৩
* মজলিস হতে উঠে যাওয়ার সময় যে দু'আ পড়তে হয়। ১০৪
* মজলিসে বসার আদব। ১০৪

৪র্থ অধ্যায়

সলাত সংক্রান্ত দু'আ সমূহ।

* আযানের বাক্য সমূহ। ১০৫
* আযানের জবাব ও আযানের শেষে দু'আ। ১০৬
* ইমাম ও মুয়াযযিনের জন্য দু'আ। ১০৭
* ইক্বামাতের বাক্য সমূহ। ১০৮
* তাকবীরে তাহরিমার দু'আ। ১০৯
* রুকুর তাসবীহ। ১১৩
* রুকু হতে দাঁড়ানোর সময় দু'আ। ১১৪
* সাজদাহ্‌র তাসবীহ। ১১৫
* দুই সাজদাহ্‌র মাঝখানে পড়ার দু'আ। ১১৮
* তিলাওয়াতে সাজদাহ্‌য় পড়ার দু'আ। ১১৮
* তাশাহ্‌হুদ। ১১৯
* তাশাহ্‌হুদের পর রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি দরূদ পাঠ। ১২০
* দু'আ মাছুরা। ১২১
* সালাম ফিরানোর পূর্বে পঠিত দু'আ সমূহ। ১২২
* দু'আ কুনুত। ১২৬
* সলাতে ওয়াসওয়াসা হলে পাঠ করার দু'আ। ১২৭
* ইস্তিখারা সলাতের দু'আ। ১২৭
* সালাম ফিরানোর পর পঠিত দু'আ সমূহ। ১২৯

জানাযা সংক্রান্ত দু'আ সমূহ।

* জানাযার সলাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ। ১৩৫
* বাচ্চার জানাযার সলাতে পড়ার দু'আ। ১৩৬
* শোকার্ত অবস্থায় করণীয়। ১৩৭
* কবরে লাশ রাখার দু'আ। ১৩৭
* মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ। ১৩৭
* কবর যিয়ারতের সময় দু'আ। ১৩৮
* কবর যিয়ারতের সময় নিষিদ্ধ কাজ। ১৩৮

৫ম অধ্যায়

সওম সংক্রান্ত দু'আ সমূহ।

* নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়। ১৩৯
* ইফতারের দু'আ। ১৩৯
* গৃহে ইফতারের দু'আ। ১৩৯
* সওম পালনকারীকে (রোজাদার) গালি দিলে সে যা বলবে। ১৪০
* লাইলাতুল কদরে পড়ার দু'আ। ১৪০

৬ষ্ঠ অধ্যায়

হজ্জ এবং কুরবানী সংক্রান্ত দু'আ সমূহ।

* মুহরিমের জন্য হজ্জ ও উমরাতে পঠিত তালবিয়া। ১৪১
* হাজরে আসওয়াদের সামনে তাকবীর বলা। ১৪১
* হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানির মধ্যবর্তী স্থানে পাঠ করার দু'আ। ১৪১
* সাফা-মারওয়ায় দাঁড়িয়ে পাঠ করার দু'আ। ১৪২
* আরাফাত দিবসের দু'আ। ১৪২
* প্রতিটি জামরায় কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা। ১৪৩
* কুরবানীর সময় যা বলবে। ১৪৪
* কুরবানীর পশু জবেহ করার সুন্নাত। ১৪৪

৭ম অধ্যায়

তাওবাহ্ ও ক্ষমা চাওয়া সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

* তাওবাহ্ বা ক্ষমা চাওয়া সংক্রান্ত দু'আ সমূহ। ১৪৫
* তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার। ১৪৫
* গুণাহের কাজ দুই ভাগে বিভক্ত। ১৪৭
* তাওবাহ্ কবুল হওয়ার শর্ত। ১৪৭
* তাওবাহ্র ক্ষেত্রে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত। ১৪৮

* তাওবাহ্ সংক্রান্ত কয়েকটি দু'আ। ১৫০

বিপদ আপদে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া।

* বিপদে মুসিবতে দুঃখে কষ্টে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। ১৫১
* বিপদাপদের দু'আ। ১৫১
* যে কোন বিপদে পতিত ব্যক্তির দু'আ। ১৫২
* কাপুরুষতা ও অলসতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা। ১৫২
* শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাতকালে দু'আ। ১৫৩
* শক্তিধর ব্যক্তির অত্যচারের আশংকায় পঠিত দু'আ। ১৫৪
* শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে দু'আ। ১৫৫
* কঠিন বিপদের সময় যে দু'আ পড়তে হয়। ১৫৫
* ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তির দু'আ। ১৫৬
* আত্মশুদ্ধির দু'আ। ১৫৬
* বদ আমলের অনিষ্ট থেকে বাঁচার দু'আ। ১৫৭
* চারটি ক্ষতি থেকে বাঁচার দু'আ। ১৫৭
* ক্ষুদার কষ্ট থেকে বাঁচার দু'আ। ১৫৮
* কয়েকটি কঠিন রোগ থেকে মুক্তির দু'আ। ১৫৮
* শিরক থেকে বাঁচার দু'আ। ১৫৮
* দুঃচরিত্র থেকে মুক্তির দু'আ। ১৫৯
* বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি থেকে বাঁচার দু'আ। ১৫৯
* জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দু'আ। ১৬০
* রাগের সময় যে দু'আ পড়তে হয়। ১৬০
* আকস্মিক বিপদ থেকে মুক্তির দু'আ। ১৬০
* উভয় জগতের কল্যাণের দু'আ। ১৬১
* অন্তরকে সবসময় আল্লাহর আনুগত্যের উপর রাখার দু'আ। ১৬২
* হিদায়াতের উপর অটল থাকার দু'আ। ১৬৩
* দাজ্জালের ফিতনা হতে বাঁচার উপায়। ১৬৩
* কুনুতে নাযেলা। ১৬৫
* তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীলের ফযিলাত। ১৬৭
* ডান হাতে তাসবীহ গণনা করা। ১৭০

৮ম অধ্যায়

কুরআনুল কারীমের দু'আ সমূহ।

* গুরুত্বপুর্ণ নেক আমল করার দু'আ। ১৭১
* মাসজিদ বা কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার সময় দু'আ। ১৭১
* উভয় জাহানে কল্যাণ লাভের দু'আ। ১৭১

* বিপদাপদ ও কঠিন মুহূর্তে অটল থাকার দু'আ। ১৭১
* কঠিন পরিক্ষা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ। ১৭২
* আসহাবে কাহ্ফ কঠিন বিপদের সময় যে দু'আ পাঠ করেছিল। ১৭২
* সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অটল থাকার দু'আ। ১৭২
* গুণাহ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দু'আ। ১৭৩
* যালিম অত্যচারিদের সঙ্গী না হওয়ার দু'আ। ১৭৪
* বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী হকের দুশমনদের বিরুদ্ধে দু'আ। ১৭৫
* নেক আমলের তাওফীক লাভের দু'আ। ১৭৫
* সুলাইমান (আঃ) এর দু'আ। ১৭৫
* জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ। ১৭৫
* নেক সন্তানদের ব্যাপারে যাকারিয়া (আঃ) এর দু'আ। ১৭৫
* মুমিনদের জন্য মালায়িকাদের (ফেরেশতা) দু'আ। ১৭৬
* মৃত মুমিনদের জন্য দু'আ। ১৭৬
* ইবরাহীম (আঃ) এর দু'আ। ১৭৬
* কিয়ামতের ময়দানে নাবীরা এবং মুমিনরা যে দু'আ করবে। ১৭৭
* মুসা (আঃ) এর দু'আ। ১৭৭
* আল্লাহর নিজে শিখানো দু'আ। ১৭৮
* নূহ (আঃ) এর দু'আ। ১৭৮
* লূত (আঃ) এর দু'আ। ১৭৯
* ইলম (জ্ঞান) বৃদ্ধির দু'আ। ১৭৯
* কঠিন মুহূর্তে দু'আ। ১৭৯
* আইয়ূব (আঃ) এর দু'আ। ১৭৯
* ফির'আউন এর স্ত্রীর দু'আ। ১৭৯
* ক্ষমতা ও মান মর্যাদা লাভের দু'আ। ১৭৯
* জাহাজ থেকে অবতরণের দুআ। ১৮০
* শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি লাভের দু'আ। ১৮০
* যেসব স্থানে রসূলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে দু'আ করেছেন। ১৮১
* বৃষ্টি প্রার্থনা এবং বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ। ১৮১
* চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়। ১৮২
* কবর যিয়ারতের সময়। ১৮৩
* কারো জন্য ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে হাত তুলে দু'আ করা। ১৮৩
* হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময়। ১৮৫
* যুদ্ধক্ষেত্রে। ১৮৬
* কোন গোত্রের জন্য দু'আ করা। ১৮৭
* রসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহ দেখে হাত তুলে দু'আ করেছিলেন। ১৮৭
* আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নাম ও তার ফযিলাত। .. ১৮৮

প্রথম অধ্যায়

দু'আ বলতে যা বুঝায়।

اَلدُّعَاءُ (দু'আ) শব্দের অর্থ: ডাকা, আহ্বান করা, আবেদন করা। ইসলামের পরিভাষায় দু'আ বলা হয়: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ডাকা, তাঁর কাছে কোন কিছু চাওয়া, আবেদন করা, প্রার্থনা করা। দু'আ একটি ইবাদাত, এটি শুধু আল্লাহর জন্যই খাস। অন্য কারো কাছে দু'আ করা যাবে না। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে দু'আ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا

অর্থঃ (হে নাবী!) আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা তাঁকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে যাদের (মা'বুদ) মনে করে ডাক, তাদেরকে আহবান করে দেখ। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতাই রাখে না।[৬]

উপরোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ কারো বিপদ-আপদ, দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারে না। সে যেই হোক না কেন। আর পারবেই বা কি করে? কেননা সৃষ্টিকুলের সকলেই ফকীর বা অভাবী। শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে যা আছে তার প্রতিই সবাই মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অভাব মুক্ত। তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

অর্থঃ হে মানবমন্ডলী, তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে অভাবগ্রস্ত, আর আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত, (তিনি যাবতীয়) প্রশংসার মালিক।[৭]

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুস্পষ্টভাবে সমস্ত মানব জাতিকে ফকির বলে ঘোষণা করেছেন। পীর ফকির, মুরীদ ফকির। ইমাম ফকির, মুক্তাদী ফকির। রাজা ফকির, প্রজা ফকির, দূর্গা ওয়ালা ফকির। নাবী/রসূল ওয়ালা ফকির, ওলী ওয়ালা ফকির, মাজার ওয়ালা ফকির, বাজার ওয়ালা ফকির। সকলেই ফকির। ধনী হচ্ছেন শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। মানুষের শান হলো ভিক্ষা করা। আর আল্লাহর শান

---

[৬] সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ৫৬।
[৭] সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ১৫।

হলো ভিক্ষা দেয়া। মানুষের শান হলো তার কাছে চাইলে সে নাখোশ হয়। তাছাড়া আল্লাহর পরিবর্তে যাদের কাছে দু'আ-প্রার্থনা করা হয় তারাও তো আল্লাহর বান্দা। তাদের কোন কিছু দেয়ার ক্ষমতা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মতই গোলাম (বান্দা)।[৮]

অপরদিকে আল্লাহর তা'আলা তার কাছে না চাইলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন তারা তাঁর কাছে দু'আ করবে, প্রার্থনা করবে। আর তিনি বান্দাদের চাহিদা পূরণ করবেন। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থঃ আর তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (সূরা গাফির ৪০ ঃ ৬০)

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কাছে সরাসরি আবেদন করার জন্য হুকুম করেছেন। কোন ভায়া মাধ্যম গ্রহণ করতে বলেননি। যারা আল্লাহর কাছে সরাসরি দু'আ (প্রার্থনা) করে না তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে চায় না তিনি তার প্রতি রাগ করেন।[৯]

দু'আর ফযিলাত

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

অর্থঃ অতঃপর তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামতের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করো না।[১০]

[৮] সূরা আরাফ ৭ ঃ ১৯৪।
[৯] সুনানে তিরমিযি ৩৩৭৩, ইফাবা হাঃ ৩৩৭৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৮২৭, ইফাবা হাঃ ৩৮২৭।
[১০] সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১৫২।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো।[১১]

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থঃ আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণ কারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন।[১২]

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

অর্থঃ তোমরা তোমার রবকে স্মরণ করো মনের মধ্যে দীনতার সাথে ও ভীতি সহকারে উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে নিম্নস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় (সর্বক্ষণ) আর তোমরা উদাসীন (গাফিল) দের অন্তর্ভূক্ত হয়ও না।[১৩]

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

অর্থঃ আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি তার রবের যিকির (স্মরণ) করে, আর যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে না, তাদের উভয়ের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।[১৪]

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى، قَالَ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى

[১১] সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৪১।
[১২] সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৩৫।
[১৩] সূরা আল আ'রাফ ৭ ঃ ২০৫।
[১৪] সহিহ বুখারি ৬৪০৭, ইফাবা হাঃ ৫৮৫২।

অর্থঃ আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদের উত্তম আমালের কথা জানাব না, যা তোমাদের রবের কাছে অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী (আল্লাহর পথে), সোনা-রূপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা এবং তারা তোমাদের হত্যা করার চাইতেও অধিকতর শ্রেয়? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার যিকির।[১৫]

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনে বুশর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিবেদন করল হে আল্লাহর রসূল ﷺ! ইসলামের বিধি-বিধান আমার জন্য বেশী হয়ে গেছে, কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ের সংবাদ প্রদান করুন, যা আমি দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরব। রসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, "তোমার জিহ্বা যেন সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।"[১৬]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, যে সমস্ত লোক কোন বৈঠকে বসেছে অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার যিকির করেনি এবং তাদের নাবীর প্রতি দরূদও পড়েনি, তাহলে তাদের সেই বৈঠক তাদের পক্ষে হতাশার কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন ক্ষমাও করতে পারেন।[১৭]

দু'আ কবুলের বিশেষ সময়।

- **জুম'আর দিনে দু'আ কবুল হয়।**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

[১৫] সুনানে তিরমিযি ৩৩৭৭, ইফাবা হাঃ ৩৩৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৭৯০।
[১৬] সুনানে তিরমিযি ৩৩৭৫, ইফাবা হাঃ ৩৩৭৫; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৭৯৩।
[১৭] সুনানে তিরমিযি ৩৩৮০, ইফাবা হাঃ ৩৩৮০। হাদিস সহিহ।

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ জুম'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাকে অবশ্যই তা দিয়ে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সেই মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।[১৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قُلْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ إِنَّا لَنَجِدُ فِيْ كِتَابِ اللهِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন, সে সময় আমি বললাম: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কিতাবে জুম'আর দিনে এমন একটি সময়ের উল্লেখ পেয়েছি, যে সময়ে বান্দা সলাত আদায় করে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন।[১৯]

- **সওম পালনকারীর দু'আ রদ হয় না।**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ أَلْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিন শ্রেণীর লোকের দু'আ ফেরত দেয়া হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক, সওম পালনকারী, যতক্ষণ না সে ইফতার করে এবং মজলুমের দু'আ।[২০]

- **আরাফার দিনে দু'আ কবুল হয়।**

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّاسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْعُوْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هٰؤُلَاءِ؟

[১৮] সহিহ বুখারি ৯৩৫, ৫২৯৪, ৬৪০০, ইফাবা হাঃ ৮৮৮; সহিহ মুসলিম ১৮৫৪, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৮৫২), ইফাবা হাঃ ১৮৩৯, ইসে হাঃ ১৮৪৬।
[১৯] সুনানে ইবনে মাজাহ ১১৩৯, ইফাবা হাঃ ১১৩৯; হাদিসটি হাসান-সহিহ।
[২০] সুনানে তিরমিযি ৩৫৯৮, ইফাবা হাঃ ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৪৩২, ইফাবা হাঃ ১৭৫২; সহিহ ইবনে হিব্বান ৩৪২৮; হাদিসটি হাসান।

অর্থঃ আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মহান আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন যত অধিক সংখ্যক বান্দাকে মুক্তি দেন, অন্য কোন দিন এত অধিক বান্দাকে মুক্তি দেন না। মহান আল্লাহ এই দিন (বান্দার) নিকটবর্তী হন অতঃপর তাদের সম্পর্কে মালায়িকাদের (ফেরেশতা) সামনে গৌরব করে বলেন, (আরাফার মাঠের) এ সকল মানুষ কি চায়? (অর্থাৎ যা চায় তাই দান করা হবে)।[২১]

- **রাতের শেষভাগে দু'আ করলে তা কবুল করা হয়।**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মহামহিম আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন। কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন আমার নিকট ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।[২২]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

অর্থঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই রাতে এমন একটি সময় রয়েছে, যে সময়ে কোন মুসলিম আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন। আর ঐ বিশেষ সময়টি প্রত্যেক রাতেই থাকে।[২৩]

- **আযান ও ইকামাতের মধ্যখানে দু'আ কবুল হয়।**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

[২১] সহিহ মুসলিম ৩১৭৯, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ১৩৪৮), ইফাবা হাঃ ৩১৫৪, ইসে হাঃ ৩১৫১; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩০১৪, ইফাবা হাঃ ৩০১৪।

[২২] সহিহ বুখারি ১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪, ইফাবা হাঃ ১০৭৯; সহিহ মুসলিম ১৬৫৭, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৭৫৮), ইফাবা হাঃ ১৬৪২, ইসে হাঃ ১৬৪৯।

[২৩] সহিহ মুসলিম ১৬৫৫, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৭৫৭), ইফাবা হাঃ ১৬৪০, ইসে হাঃ ১৬৪৭।

অর্থঃ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত দু'আ কখনই প্রত্যাখ্যাত হয় না।[২৪]

- **সাজদাহ্র সময় দু'আ কবুল হয়।**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দা সাজদাহ্ অবস্থায় তার প্রতিপালকের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়। অতএব, তোমরা সাজদাহ্য় বেশী বেশী দু'আ কর।[২৫]

- **সলাতের শেষে দু'আ কবুল হয়।**

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ ﷺ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ

অর্থঃ আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! কোন সময়ের দু'আ বেশি (শোনা) গ্রহণযোগ্য হয়? তিনি বললেন: শেষ রাতের মাঝ ভাগের দু'আ এবং ফরয সলাত পরবর্তী দু'আ।[২৬]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- "রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাশাহ্–হুদের পর যে দু'আ তার পছন্দ হয় তা সে বেঁছে নিবে এবং দু'আ করবে।"[২৭]

- **যুদ্ধের ময়দানে দু'আ কবুল হয়।**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

অর্থঃ আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন: হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। বরং আল্লাহর

[২৪] সুনানে আবু দাউদ ৫২১, ইফাবা হাঃ ৫২১; সুনানে তিরমিযি ৩৫৯৫, ইফাবা হাঃ ৩৫৯৫, হাদিস সহিহ।

[২৫] সহিহ মুসলিম ৯৭০; ইফাবা হাঃ ৯৬৫, ইসে হাঃ ৯৭৬।

[২৬] সুনানে তিরমিযি ৩৪৯৯, ইফাবা হাঃ ৩৪৯৯; হাদিসটি হাসান।

[২৭] সহিহ বুখারি ৮৩৫, ইফাবা হাঃ ৭৯৬।

নিকট নিরাপত্তা চাও। আর যখন তোমরা শত্রুর সামনা-সামনি হয়ে যাও তখন ধৈর্য্যধারণ করবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে।[২৮]

যার কাছে দু'আ করতে হবে

◆ দু'আ একমাত্র আল্লাহর কাছে করতে হবে।

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

অর্থঃ সত্যের আহবান কেবল আল্লাহর জন্য। যারা তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। যেমন একজন মানুষ যে পিপাসায় কাতর হয়ে নিজের উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে এ আশায় যে, পানি নিজে নিজেই তার মুখে এসে পৌছবে, অথচ তা কোন অবস্থাতেই তার কাছে এসে পৌছবে না। কাফিরদের দু'আ ব্যর্থ ছাড়া কিছুই নয়।[২৯]

◆ একমাত্র আল্লাহই দু'আ কবুলকারী।

أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ

অর্থঃ কে তিনি, যিনি কোন অসহায় ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন, যখন নিরুপায় হয়ে সে তাকেই ডাকতে থাকে। আর তিনি (তার) বিপদ-আপদ দূর করে দেন এবং তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে আর কোন ইলাহ আছে কি? (আসলে) তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।[৩০]

◆ আল্লাহ ছাড়া অপরের কাছে দু'আ করা গুমরাহি।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ

[২৮] সহিহ মুসলিম ৪৪৩৪, ইফাবা হাঃ ৪৩৯২, ইসে হাঃ ৪৩৯২; সুনানে আবু দাউদ ২৬৩১।
[২৯] সূরা রা'দ ১৩ ঃ ১৪।
[৩০] সূরা নামল ২৭ ঃ ৬২।

অর্থঃ তার চাইতে বেশী বিভ্রান্ত ব্যক্তি কে হতে পারে, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকে, যাকে কিয়ামত পর্যন্ত (ডাকলেও) সে তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, কারণ তারা তাদের (অনুসারিদের) ডাক সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর।[৩১]

◆ ইখলাস ও একনিষ্টতার সাথে আল্লাহকে ডাকতে হবে।

قُلْ أَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ وَأَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُوْنَ

অর্থঃ (হে নাবী) আপনি বলুন, আমার রব তো শুধু ন্যায়পরায়ণতারই আদেশ দেন (তাঁর আদেশ হচ্ছে), প্রত্যেক সলাতে তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে; তাঁর দ্বীনকে খালেস করে, তোমরা শুধু তাঁকেই ডাক। যেভাবে তিনি তোমাদের (সৃষ্টির) শুরু করেছেন সেভাবেই তোমরা (আবার তাঁর কাছে) ফিরে যাবে।[৩২]

◆ কবুলের আশা নিয়ে দু'আ করতে হবে।

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ

অর্থঃ তারা (নাবীগণ) সৎ কাজে ছিল দ্রুতগামী, তারা আমাকে ডাকত আশা নিয়ে ও ভীতির সাথে; আর তারা সকলেই ছিল আমার প্রতি বিনয়ী।[৩৩]

◆ দু'আ নিরবে বিনয়ের সাথে করতে হবে।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

অর্থঃ তোমরা তোমাদের রবকে ডাক বিনয়ের সাথে এবং গোপনে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্গনকারীদেরকে ভালবাসেন না।[৩৪]

◆ বান্দার সব ডাক আল্লাহ শুনতে পান।

إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমার রব দু'আ শ্রবণকারী।[৩৫]

◆ বান্দা যেখানেই থাকুক, আল্লাহকে কাছে পাবে।

[৩১] সূরা আহকাফ ৪৬ ঃ ৫।
[৩২] সূরা আরাফ ৭ ঃ ২৯।
[৩৩] সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৯০।
[৩৪] সূরা আরাফ ৭ ঃ ৫৫।
[৩৫] সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ৩৯।

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থঃ আর তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তোমরা যা কিছু করে থাক আল্লাহ তা'আলা তা দেখেন।[৩৬]

◆ **নেক আমলের উছিলা নিয়ে দু'আ করা।**

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا - إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

অর্থঃ যে ব্যক্তি সম্মান লাভ করতে চায় সে জেনে রাখুক যে, সকল সম্মান আল্লাহর জন্য। উত্তম বাক্য সমূহ তার কাছে পৌছে থাকে। আর নেক আমল তাকে উপরে তুলে দেয়।[৩৭]

◆ **আল্লাহর সিফাতি নাম দ্বারা তাকে ডাকতে হবে।**

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

অর্থঃ সুন্দর নামসমূহ কেবল আল্লাহর জন্যেই। অতএব, তোমরা তাকে সে সকল নামেই ডাক।[৩৮]

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

অর্থঃ বলুন, তোমরা আল্লাহ নামে ডাক বা রহমান নামে ডাক, যে নামেই তাকে ডাকো না কেন সকল সুন্দর নামই তাঁর।[৩৯]

◆ **সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ডাকতে হবে।**

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

অর্থঃ আপনি নিজেকে দৃঢ়ভাবে তাদের সাথে নিয়োজিত রাখুন। যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকাল-সন্ধ্যা তাকে ডাকে।[৪০]

◆ **মানুষ বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকে, পরে ভুলে যায়।**

---

[৩৬] সূরা হাদিদ ৫৭ ঃ ৪।
[৩৭] সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ১০।
[৩৮] সূরা আরাফ ৭ ঃ ১৮০।
[৩৯] সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ১১০।
[৪০] সূরা কাহাফ ১৮ ঃ ২৮।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ

অর্থঃ মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখন আমি তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলাফেরা করে, তাকে যে এক সময় দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছিলো, তা দূর করার জন্যে (মনে হয়) আমাকে সে কখনো ডাকেইনি।[৪১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ

অর্থঃ মানুষকে যখন বিপদ-আপদ স্পর্শ করে তখন তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর অভিমূখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে তাঁর রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান তখন তাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শিরক করে বসে।[৪২]

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ

অর্থঃ আর যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উল্টা দিকে ফিরে যায়। আবার যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ দু'আ নিয়ে আমার সামনে হাজির হয়।[৪৩]

যাদের দু'আ কবুল হয় না।

▪ **হারাম ভক্ষণকারী।**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا

---

[৪১] সূরা ইউনূস ১০ ঃ ১২।
[৪২] সূরা আর রূম ৩০ ঃ ৩৩।
[৪৩] সূরা ফুসসিলাত ৪১ ঃ ৫১।

رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তা'আলা নাবীদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুমিনদেরকেও সে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র জিনিস খাও এবং নেক আমল কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি অবগত আছি।"[৪৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে পবিত্র জিনিস খাও।"[৪৫] অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ পথ সফর করে, এলোমেলো কেশবিশিষ্ট, ধূলোয় মলিন শরীর, সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, **হে আমার রব! হে আমার রব!** অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক হারাম এবং হারামের দ্বারা তা প্রতিপালিত হয়েছে, সুতরাং কিভাবে তার দু'আ কবুল হবে।[৪৬]

- **অমনোযোগীর দু'আ কবুল হয় না।**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবুল হওয়ার আশা ও বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ কর। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা অমনোযোগী ও অসাড় মনের দু'আ কবুল করেন না।[৪৭]

- **তাড়াহুড়া করলে দু'আ কবুল হয় না।**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

[৪৪] সূরা মুমিনুন ৫১।
[৪৫] সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১৭২।
[৪৬] সহিহ মুসলিম ২২৩৬, ইফাবা হাঃ ২২১৫, ইসে হাঃ ২২১৬।
[৪৭] সুনানে তিরমিযি ৩৪৭৯, ইফাবা হাঃ ৩৪৭৯; হাদিসটি হাসান।

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়া না করে আর বলে যে, আমি দু'আ করলাম। কিন্তু আমার দু'আ তো কবুল হলো না।[৪৮]

- **অন্যায় কিছু চাওয়া বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দু'আ করা।**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, বান্দার দু'আ সর্বদা কবুল হয় যদি তার দু'আ কোন গুণাহের কাজের জন্য না হয় অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য না হয়, আর সে তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! (দু'আয়) তাড়াহুড়া কিভাবে হয়? তিনি বললেন, সে বলতে থাকে, আমি দু'আ তো করেছি, আমি দু'আ তো করেছি; কিন্তু আমি দেখতে পেলাম না যে, তিনি আমার দু'আ কবুল করেছেন। তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর দু'আ করা পরিত্যাগ করে।[৪৯]

- **তিন শ্রেণীর লোকের দু'আ কবুল হয় না।**

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ إِمْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ)

অর্থঃ আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয় না। ক) যার অধিনে অসৎ স্ত্রী আছে, অথচ সে তাকে ত্যাগ করে না। খ) ঐ ব্যক্তি যে কারো কাছে সম্পদ রাখলো অথচ সে তার উপর কোন সাক্ষী রাখল না। গ) যে

[৪৮] সহিহ বুখারি ৬৩৪০, ইফাবা হাঃ ৫৭৮৮; সহিহ মুসলিম ৬৮২৭, ইফাবা হাঃ ৬৬৮৩, ইসে হাঃ ৬৭৩৮।
[৪৯] সহিহ মুসলিম ৬৮২৯, ইফাবা হাঃ ৬৬৮৫, ইসে হাঃ ৬৭৪০।

ব্যক্তি তার সম্পদকে নির্বোধের হাতে তুলে দেয় অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা নির্বোধের হাতে তোমাদের মাল তুলে দিও না।[৫০]

- **সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করা।**

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهٗ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

অর্থঃ হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন: ঐ সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে; নতুবা অচিরেই তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা শাস্তি পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তার কাছে দু'আ করবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে না।[৫১]

- **দু'আয় আল্লাহর প্রশংসা ও সলাত (দরূদ) পাঠ না করা।**

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُوْ فِيْ صَلَاتِهٖ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَّلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ أَوْ لِغَيْرِهٖ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيْدِ رَبِّهٖ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ

অর্থঃ ফুযালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক লোককে সলাতের মধ্যে দু'আ করতে শুনলেন, সে তাতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেনি এবং রসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর দরূদ পড়েনি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এ লোকটি খুব তাড়াহুড়া করল। তারপর তাকে ডেকে বললেন; কোন মানুষ যখন দু'আ করতে চায় সে যেন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করে। এরপর যা ইচ্ছে দু'আ করে।[৫২]

---

[৫০] সহিহ আল জামে ৩০৭৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১৭১৪৪, সিলসিলাতু আহাদিস আস সহিহা ১৮০৫; হাদিস সহিহ।

[৫১] সুনানে তিরমিযি ২১৬৯, ইফাবা হাঃ ; সুনানে আবু দাউদ ৪৩৪৪; হাদিস সহিহ।

[৫২] সুনানে আবু দাউদ ১৪৮১, ইফাবা হাঃ ১৪৮১; সুনানে তিরমিযি ৩৪৭৬; হাদিস সহিহ।

প্রাত্যহিক জীবনে পঠিত দু'আ সমূহ।

ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করার দু'আ।

প্রথম দু'আঃ আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ প্রতিরাতে যখন তাঁর শয্যায় যেতেন তখন তাঁর দু'হাত একত্রিত করতেন, তারপর সূরা ইখলাস পড়তেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থঃ (হে নাবী) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ, তিনি এক। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাস ১১২ ঃ ১ - ৪)

এরপর সূরা ফালাক পড়তেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থঃ (হে নাবী) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক ১১৩ ঃ ১-৫)

তারপর সূরা নাস পড়তেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থঃ (হে নাবী) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের কাছে। মানুষের মালিকের কাছে। মানুষের ইলাহের কাছে। কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (কুমন্ত্রনা

দিয়ে) আত্মগোপন করে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জ্বিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।[৫৩] (সূরা নাস ১১৪ ঃ ১-৬)

এই তিনটি সূরা পাঠ করে দু'হাতে ফুঁ দিতেন, তারপর উক্ত হাতের তালু দ্বারা দেহের যতটা অংশ সম্ভব মাসেহ করতেন। আর মাসেহ আরম্ভ করতেন তাঁর মাথা, মুখমণ্ডল এবং দেহের সামনের দিক হতে। তিনি তিনবার এরূপ করতেন।[৫৪]

দ্বিতীয় দু'আঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি রাতে শয্যায় গমন করবে তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, সর্বদা তুমি আল্লাহর হিফাযতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।[৫৫] নিম্নে আয়াতটি উল্লেখ করা হলো-

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

উচ্চারণঃ আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইউম, লা তা'খুযুহু সিনাতুউ ওয়ালা নাউম। লাহু মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদ্বি মান যাল্লাযী এশফা'উ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী। এ'লামু মা বাইনা আইদী-হিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহী-তু-না বিশাই ইম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা ওয়ালা এউ-দুহু- হিফযুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আযী-ম।

অর্থঃ আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, চিরজাগ্রত তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? আগের এবং পিছের সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর এ দু'টোর সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।[৫৬]

---

[৫৩] সহিহ বুখারি ৬৩১৯, ইফাবা হাঃ ৫৭৬৭।

[৫৪] সহিহ বুখারি ৫০১৭, ইফাবা হাঃ ৪৬৪৮; সুনানে তিরমিযি ৩৪০২, ইফাবা হাঃ ৩৪০২; সুনানে আবু দাউদ ৫০৫৬, ইফাবা হাঃ ৪৯৭২।

[৫৫] সহিহ বুখারি ২৩১১, ৩২৭৫, ৫০১০, ইফাবা হাঃ ৩০৪২, ৪৬৪২।

[৫৬] সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২৫৫।

তৃতীয় দু'আঃ আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, তাই তার জন্য যথেষ্ঠ হবে।[৫৭] নিম্নে আয়াত দু'টি উল্লেখ করা হলো-

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۡ وَاغْفِرْ لَنَا ۡ وَارْحَمْنَا ۡ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থঃ (আল্লাহর) রসূল সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনরাও তার প্রতি ঈমান এনেছে। এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর মালায়িকাদের (ফেরেশতাদের) উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং তাঁর রসূলগণের উপর। (তারা বলে) আমরা তাঁর (পাঠানো) রসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা আরো বলে, আমরা (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (তা) মেনেও নিয়েছি। হে আমাদের রব! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তোমার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার তার উপর চাপিয়ে দেন না। সে ব্যক্তির জন্যে ততটুকুই বিনিময় রয়েছে যতটুকু সে (এ দুনিয়ায়) অর্জন করেছে। আবার সে যতটুকু (দুনিয়ায় মন্দ কিছু) অর্জন করেছে তার উপর তার (ততটুকুই শাস্তি) পতিত হবে। হে আমাদের রব! যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোন ভুল করে বসি, তার জন্য আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের রব! আর আমাদের উপর এমন বোঝা (দায়িত্ব) চাপিয়ে দিয়ো না, যেমন- আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের রব! আর আমাদের উপর ঐ বোঝাও চাপিয়ে দিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের উপর মেহেরবানী কর, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের উপর দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক, অতএব, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।[৫৮]

চতুর্থ দু'আঃ ফারওয়া ইবনে নাওফাল (রহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ নাওফাল (রাঃ) কে বলেন: তুমি "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরুন" (সূরা কাফিরুন) সূরাটি পড়ে ঘুমাবে। কেননা তা শিরক হতে মুক্তকারী।[৫৯]

---

[৫৭] সহিহ বুখারি ৫০০৯, ইফাবা হাঃ ৪৬৪২।

[৫৮] সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২৮৫-২৮৬।

[৫৯] সুনানে তিরমিযি ৩৪০৩, ইফাবা হাঃ ৩৪০৩; সুনাদে আবু দাউদ ৫০৫৫, ইফাবা হাঃ ৪৯৭১ হাদিস সহিহ।

পঞ্চম দু'আঃ আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সূরা আয যুমার ও সূরা বানী ইসরাঈল পাঠ না করা পর্যন্ত ঘুমাতেন না।[৬০]

ষষ্ঠ দু'আঃ জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সূরা সাজদাহ্ এবং সূরা মূলক না পড়ে নিদ্রা যেতেন না।[৬১]

সপ্তম দু'আঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় শুতে যায়, তখন সে যেন বলে-

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

উচ্চারণঃ বিইসমিকা রব্বী ওয়াযতু জানবী, ওয়া বিকা আরফা'উহু ফা'ইন আমসাকতা নাফসী ফারহামহা ওয়াইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহফাযু বিহী ইবাদাকাস স-লিহীন।

অর্থঃ হে আমার রব! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ (বিছানায়) রাখলাম এবং তোমার নামেই তা উঠাব। যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও (মৃত্যু দান কর), তবে তার প্রতি দয়া কর। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও, তবে তাকে সেভাবে প্রতিরক্ষা কর, যেভাবে তুমি তোমার নেক বান্দাদের প্রতিরক্ষা কর।[৬২]

অষ্টম দু'আঃ বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যায় যেতেন তখন ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন। "রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি এই দু'আ পড়ে মৃত্যুবরণ করে, সে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে।"

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহীয়া ইলাইকা, ওয়া ফাও ওয়াযতু আমরী ইলায়কা, ওয়ালজা'তু যহরী ইলাইকা, রগবাতান ওয়া রহবাতান

[৬০] সুনানে তিরমিযি ৩৪০৫, ইফাবা হাঃ ৩৪০৫; হাদিস সহিহ।
[৬১] সুনানে তিরমিযি ৩৪০৪, ইফাবা হাঃ ৩৪০৪; হাদিস সহিহ।
[৬২] সহিহ বুখারি ৬৩২০, ইফাবা হাঃ ৫৭৬৮; সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ৬৬৪৪, ৬৬৪৫; সুনানে তিরমিযি ৩৪০১, ইফাবা হাঃ ৩৪০১।

ইলাইকা, লা মালজা'আ ওয়ালা মাংজা মিংকা ইল্লা ইলাইকা, আ মাংতু বিকিতা বিকাল্লাযী আংঝালতা, ওয়াবি নাবিইয়িকাল্লাযী আরসালতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। আমি তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম, আমার পৃষ্টদেশকে তোমার দিকেই ঝুকিয়ে দিলাম আগ্রহ ও ভয়ে। তোমার সাহায্যের প্রতি ভরসা করলাম। একমাত্র তোমার নিকট ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। আমি তোমার অবতীর্ণ কিতাবকে বিশ্বাস করি। আর ঐ নাবীকে বিশ্বাস করি, যাকে তুমি নাবী হিসেবে পাঠিয়েছ।[৬৩]

নবম দু'আঃ আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় যেতেন তখন বলতেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানা, ওয়া সাক্বা-না, ওয়া কাফা-না, ওয়া আওয়া-না- ফাকাম মিমমান লা-কা-ফিয়া লাহু ওয়ালা-মূবিয়া।

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন। যিনি আমাদের দায়িত্ব বহন করেছেন, আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। এমন অনেক (লোক) আছে যাদের জন্য কোন দায়িত্ব বহনকারী নেই, আশ্রয়দাতাও নেই।[৬৪]

দশম দু'আঃ হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয়নের ইচ্ছা করতেন তখন তার ডান হাত মাথার নিচে রাখতেন। অতঃপর বলতেন-

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আছু ইবা-দাকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আযাব হতে বাঁচিয়ে নিও, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে।[৬৫]

এগারতম দু'আঃ হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয়নের ইচ্ছা করতেন তখন ডান হাত গালের নিচে রাখতেন, তারপর বলতেন-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বিছমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া।

[৬৩] সহিহ বুখারি ৬৩১৫, ইফাবা হাঃ ৫৭৬৩; সহিহ মুসলিম ৬৭৭৭, ইফাবা হাঃ ৬৬৩৬, ইসে হাঃ ৬৬৮৯।
[২] সহিহ মুসলিম ৬৭৮৭, ইফাবা হাঃ ৬৬৪৬, ইসে হাঃ ৬৬৯৯; সুনানে তিরমিযি ৩৩৯৬, ইফাবা হাঃ ৩৩৯৬; সুনানে আবু দাউদ ৫০৫৩।
[৬৫] সুনানে তিরমিযি ৩৩৯৮, ইফাবা হাঃ ৩৩৯৮; সুনানে আবু দাউদ ৫০৪৫, ইফাবা হাঃ ৪৯৬১; ইবনে মাজাহ ৩৮৭৭।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই।[৬৬]

দু'আটি অন্যভাবেও রয়েছে-

হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন ঘুমাতে চাইতেন তখন বলতেন-

بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণঃ বিছমিকা আল্লা-হুম্মা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই।[৬৭]

বারতম দু'আঃ আলী (রাঃ) বলেন, একদা ফাতিমাহ্ (রাঃ) চাক্কি পিষতে তার হাতে যে কষ্ট হয়, তা বলার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গেলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে, নাবী কারীম ﷺ এর নিকট যুদ্ধ বন্ধি গোলাম এসেছে। কিন্তু তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাক্ষাত পেলেন না। তখন আয়িশাহ্ (রাঃ) এর নিকট তা উল্লেখ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ যখন আসলেন, তখন আয়িশাহ্ (রাঃ) তাঁকে এই সংবাদ দিলেন। আলী (রাঃ) বলেন, সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছি। আমরা উঠার চেষ্টা করলে তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। অতঃপর তিনি আমার ও তার মধ্যখানে বসলেন, যাতে তার পায়ের শিতলতা আমার পেটে অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের সংবাদ দিব না, তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে উত্তম। যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ) ৩৪ বার اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলবে। এটা তোমাদের চাকর অপেক্ষা উত্তম হবে।[৬৮]

তেরতম দু'আঃ আবুল আযহার আল আনমারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে শোয়ার সময় বলতেন:

بِسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِى اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاخْسَئْ شَيْطَانِىْ وَفُكَّ رِهَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدِيِّ الْأَعْلٰى

[৬৬] সহিহ বুখারি ৬৩১৪, ৬৩২৫, ইফাবা হাঃ ৫৭৬২, ৫৭৭৩।
[৬৭] সহিহ বুখারি ৬৩২৪, ইফাবা হাঃ ৫৭৭২।
[৬৮] সহিহ বুখারি ৬৩১৮, ইফাবা হাঃ ৫৭৬৬; সহিহ মুসলিম ৬৮০৮, ইফাবা হাঃ ৬৬৬৭, ইসে হাঃ ৬৭২০; সুনানে তিরমিযি ৩৪০৮, ইফাবা হাঃ ৩৪০৮।

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি ওযাতু জানবিল্লা-হুম্মাগ ফিরলী জানবী ওয়াখসা শাইতা-নী ওয়া ফুক্কা রিহা-নী ওয়াজয়ালনী ফিন্নাদিঈল আ'লা।

অর্থঃ আল্লাহর নামে আমার দেহ রাখলাম। হে আল্লাহ! আমার গুণাহ ক্ষমা করে দাও। আমার থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দাও। আমার ঘাড়কে মুক্ত কর এবং আমাকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নদের কাতারে স্থান দাও।[৬৯]

চৌদ্দতম দু'আঃ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانِىْ وَاٰوَانِىْ وَأَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ وَالَّذِىْ مَنَّ عَلَىَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِىْ أَعْطَانِىْ فَأَجْزَلَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهٗ وَإِلٰهَ كُلِّ شَىْءٍ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযি কাফা-নী ওয়া আওয়া-নী, ওয়া আত্বআমানী, ওয়া সাক্বা-নী, ওল্লাযী মান্না আলাইয়া ফা'আফযালা, ওল্লাযী আ-ত্বা-নী ফা'আজযালাল হামদু লিল্লা-হি আলা কুল্লি হা-লিন, আল্লা-হুম্মা রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালি-কাহু, ওয়া ইলা-হা কুল্লি শাইয়িন, আউ-যুবিকা মিনান না-র।

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে যথেষ্ট করেছেন, আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমাকে খাওয়ায়েছেন ও পান করিয়েছেন। আর যিনি আমার উপর উত্তম অনুগ্রহ করেছেন, যিনি আমাকে দান করেছেন। সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা। হে আল্লাহ! সকল জিনিসের রব ও তার মালিক। এবং প্রত্যেক বস্তুর ইলাহ। আমি তোমার নিকট (জাহান্নামের) আগুন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৭০]

পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন বলতেন-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়া-হিদুল ক্বাহহা-র, রাব্বুস সামা ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামা বাইনাহুমাল আযি-ঝুল গাফফা-র।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক শক্তিশালী। আসমানসমূহ ও যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর রব তিনি। তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।[৭১]

[৬৯] সুনানে আবু দাউদ ৫০৫৪, ইফাবা হাঃ ৪৯৭০; হাদিস সহিহ।
[৭০] সুনানে আবু দাউদ ৫০৫৮, ইফাবা হাঃ ৪৯৭৪; হাদিস সহিহ।
[৭১] মুস্তাদরাকে হাকিম হাঃ ১৯৮০, দু'আ, তাকবীর ও তাহলীল অধ্যায়। সহিহ আল জামে ৪৬৯৩; হাদিস সহিহ।

নিদ্রা অবস্থায় ভয় পেলে যে দু'আ পড়তে হয়।

আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেন বলে:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنَ

উচ্চারণঃ আউ-যু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন গাযাবিহী, ওয়া ইক্বা-বিহী, ওয়া শাররি ইবা-দিহী, ওয়া মিন হামাযা-তিশ শায়া-ত্বী-নি ওয়া আন এহ্যুরুন।

অর্থঃ আমি আল্লাহর পূর্ণকালিমা সমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাই তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দার অনিষ্ট হতে এবং শয়তানদের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের (শয়তানদের) উপস্থিতি হতে।[৭২]

স্বপ্ন দেখলে করণীয়।

আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা তার কাছে ভাল লাগে সে যেন তা তার প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া প্রকাশ না করে। আর সে যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে তাহলে সে যেন বাম দিকে তিনবার থু-থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও স্বপ্নের অমঙ্গল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর সে যেন তা কারো নিকট না বলে। কারণ (এরূপ করলে) তার কোন অকল্যাণ হবে না।[৭৩]

স্বপ্ন দেখার পর সুন্নাত।

- ভাল স্বপ্ন হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। সুতরাং ভাল স্বপ্ন ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া কারো নিকট প্রকাশ না করা। (সহিহ মুসলিম ৫৭৯৬, ইফাবা হাঃ ৫৭০৬)
- খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা। এবং শয়তানের অনিষ্ট ও স্বপ্নের অমঙ্গল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। (সহিহ মুসলিম ৫৭৯৬, ইফাবা হাঃ ৫৭০৬)
- খারাপ স্বপ্ন দেখার পর পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়া। (সহিহ মুসলিম ৫৭৯৭, ইফাবা হাঃ ৫৭০৭)

[৭২] সুনানে তিরমিযি ৩৫২৮, ইফাবা হাঃ ৩৫২৮; মুসতাদরাকে হাকিম ২০১০; হাদিসটি হাসান।
[৭৩] সহিহ বুখারি ৬৯৮৬, ইফাবা হাঃ ৬৫১৫; সহিহ মুসলিম ৫৭৯৬, ইফাবা হাঃ ৫৭০৬, ইসে হাঃ ৫৭৩৮।

- ঘুমের মাঝে শয়তানের সঙ্গে খেলাধুলার সংবাদ কারো কাছে প্রকাশ না করা। (সহিহ মুসলিম ৫৮২০, ইফাবা হাঃ ৫৭২৮)

ঘুম থেকে জাগার পরবর্তী দু'আ সমূহ।

প্রথম দু'আঃ হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন তখন বলতেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণঃ আলহাম্দু লিল্লা-হিল্লাজী আহইয়া-না বা'দা মা-আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশু-র।

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আমাদের মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আমাদেরকে জীবিত (পুনঃজাগরিত) করেছেন। এবং তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।[৭৪]

দ্বিতীয় দু'আঃ উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: রাতে জাগ্রত হয়ে কেউ যদি এই দু'আ পাঠ করে, অতঃপর সে যদি দু'আ করে তবে তার দু'আ কবুল করা হয়। আর যদি সে অযু করে সলাত আদায় করে, তবে তার সলাত কবুল করা হয়।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.. رَبِّ اغْفِرْلِىْ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর, সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ, রব্বিগ ফিরলী।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসাও তাঁর জন্য, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ পূত-পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, আর আল্লাহর শক্তি ছাড়া কোন শক্তি নেই। (অতঃপর আল্লাহর কাছে দু'আ করে) হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[৭৫]

[৭৪] সহিহ বুখারি ৬৩১২, ৬৩২৪, ৬৩২৫, ইফাবা হাঃ ৫৭৬০, ৫৭৭২, ৫৭৭৩; সহিহ মুসলিম ৬৭৮০, ইফাবা হাঃ ৬৬৩৯।
[৭৫] সুনানে তিরমিযি ৩৪১৪, ইফাবা হাঃ ৩৪১৪; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৮৭৮, সুনানে আবু দাউদ ৫০৬০, ইফাবা হাঃ ৪৯৭৬; হাদিস সহিহ।

তৃতীয় দু'আঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগবে তখন সে যেন বলে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ فِىْ جَسَدِىْ وَرَدَّ عَلَىَّ رُوْحِىْ، وَأَذِنَ لِىْ بِذِكْرِهٖ

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আ-ফা-নী ফী জাসাদী ওয়ারদ্দা আলাইয়্যা রূ-হী ওয়া আযিনা লী বিযিকরিহী।

অর্থঃ সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমার দেহকে (ক্ষয়ক্ষতি, অসুখ-বিসুখ হতে) সুস্থ রেখেছেন। আমার রূহ আমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর যিকির করার অনুমতি (তাওফিক) দিয়েছেন।[৭৬]

চতুর্থ দু'আঃ রসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাহাজ্জুদ সলাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠতেন, তখন সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু তিলাওয়াত করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি এক রাতে আমার খালা মাইমুনা (রাঃ) এর ঘরে ছিলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ ও এ রাতে তার সাথে ছিলেন। নাবী ﷺ পরিবারের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তারপর ঘুমিয়ে গেলেন। যখন রাতের দুই- তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হল, তখন তিনি উঠলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর ওযু করে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করলেন।[৭৭]

সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ
فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ
آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا
وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

[৭৬] সুনানে তিরমিযি ৩৪০১, ইফাবা হাঃ ৩৪০১; হাদিসটি হাসান।
[৭৭] সহিহ মুসলিম ১৬৮৪, ইফাবা হাঃ ১৬৬৯, ইসে হাঃ ১৬৭৬।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

অর্থঃ নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্যে স্পষ্ট নির্দশনাবলী রয়েছে। যারা দন্ডায়মান, উপবিষ্ঠ ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে (বলে) হে আমাদের রব! তুমি তা বৃথা সৃষ্টি করোনি তুমি পবিত্রতম, অতএব, আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা কর। হে আমাদের রব! তুমি যাকে জাহান্নামে দিবে, অবশ্যই তাকে লাঞ্চিত করবে। আর অত্যাচারিদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা ঈমান এনেছি, হে আমাদের রব! অতএব, আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের গুনাহগুলো মুছে দাও এবং পূণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর। হে আমাদের রব! তুমি স্বীয় রসূগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গিকার করেছিলে তা দান কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্চিত করো না, নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না। অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদের পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে হতে কোন আমল কারীর আমল নষ্ট করব না, তোমরা পরস্পর এক, অতএব যারা হিজরত করেছে ও তাদের ঘর-বাড়ি হতে বিতাড়িত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং জিহাদ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি নিশ্চয়ই তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করব এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। এটা আল্লাহর নিকট প্রতিদান এবং আল্লাহর নিকটই উত্তম প্রতিদান রয়েছে। শহর সমূহে কাফেরদের চাল

চলন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। এসব মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ। অতঃপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্টতম স্থান! কিন্তু যারা স্বীয় রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। তন্মধ্যে তারা সর্বদা অবস্থান করবে, এটা আল্লাহর নিকট থেকে মেহমানদারী। এবং যেসব বস্তু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা পুণ্যবানদের জন্যে বহুগুনে উত্তম। আর নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, সে বিষয়ে আল্লাহর ভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নির্দেশনাবলী বিক্রি করে না তাদের জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর ও ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং লড়াইয়ের জন্য সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

শোয়ার পূর্বাপর সুন্নাত।

- শোয়ার পূর্বে অজু করা। (সহিহ বুখারি ৬৩১১, ইফাবা হাঃ ৫৭৫৯)
- ডান কাতে শোয়া। (সহিহ বুখারি ৬৩১১, ইফাবা হাঃ ৫৭৫৯)
- শোয়ার পূর্বে বিছানা ঝেড়ে নেয়া। (সহিহ বুখারি ৬৩২০, ইফাবা হাঃ ৫৭৬৮)
- শোয়ার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করা। (সুনানে আবু দাউদ ৩৭৩১)
- ডান পার্শ্বে কাত হয়ে গালের নিচে হাত রেখে ঘুমানো। (সহিহ বুখারি ৬৩১৪, ইফাবা হাঃ ৫৭৬২)
- বিছানা থেকে উঠার পর আবার বিছানায় প্রত্যাবর্তন করলে সে যেন তার লুঙ্গির শেষাংশ দিয়ে বিছানাটি তিনবার পরিষ্কার করে নেয়। (সুনানে তিরমিযি ৩৪০১, ইফাবা হাঃ ৩৪০১)
- ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তিনবার হাত ধৌত করা। (সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ১০৩, ১০৫)

শোয়ার সময় নিষিদ্ধ কাজ।

- উপুড় হয়ে শোয়া। (সুনানে তিরমিযি ২৭৬৮, আবু দাউদ ৫০৪০, ইবনে মাজাহ ৩৭২৩)
- ঘেরাও বিহিন ছাদে ঘুমানো। (সুনানে আবু দাউদ ৫০৪১, ইফাবা হাঃ ৪৯৫৭)
- ঘুমানোর সময় খোলা বাতি জ্বালিয়ে রাখা। (সহিহ বুখারি ৬২৯৩, সহিহ মুসলিম ২০১৫; সুনানে তিরমিযি ১৮১৩)

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিত যিকির সমূহ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـــوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

উচ্চারণঃ আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইউ-ম। লা তা'খুযুহু সিনাতুও ওয়ালা-নাউ-ম; লাহু মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদ্বি মান যাল্লাযী এশফা'উ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি। এ'লামু মা বাইনা আইদী-হিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহী-তু-না বিশাই ইম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যিহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা ওয়ালা এ'উ-দুহু হিফযুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আযী-ম।

অর্থঃ আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? আগের এবং পিছের সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন (তা ছাড়া)। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর এ দু'টোর সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।[৭৮]

মু'আয ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইব (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তুমি সকাল-সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে **তিনবার** সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে। এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ঠ হতে রক্ষা পাবে।[৭৯]

সূরা ইখলাস:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

উচ্চারণঃ কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ, আল্লা-হুস সমাদ। লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

---

[৭৮] সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২৫৫।

[৭৯] সুনানে আবু দাউদ ৫০৮২, ইফাবা হাঃ ৪৯৯৬; হাদিসটি হাসান।

অর্থঃ (হে রসূল! আপনি) বলুন, তিনি আল্লাহ, (যিনি) একক, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সূরা ইখলাস ১১২ ঃ ১ - ৪)

সূরা ফালাক:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

উচ্চারণঃ কুল আউ'যু বিরাববিল ফালাক্বি, মিন শাররি মা-খালাক্বা। ওয়া মিন শাররি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়ামিন শাররিন নাফফা-সা-তি ফিল উকাদ। ওয়ামিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থঃ (হে রসূল! আপনি) বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের রবের, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুঁৎকারদানকারী যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক ১১৩ ঃ ১ - ৫)

সূরা নাস:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

উচ্চারণঃ কুল আউ'যু বিরববিননাস, মালিকিন নাস, ইলা-হিন নাস। মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খাননা-স, আল্লাযী ইয়ুওয়াসওয়িসু ফী সুদু-রিন নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস।

অর্থঃ (হে রসূল! আপনি) বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের কাছে, মানুষের অধিপতির নিকট, মানুষের ইলাহের কাছে। তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রনা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জ্বিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে। (সূরা নাস ১১৪ ঃ ১ - ৬)

উক্ত সূরা তিনটি তিনবার করে পড়তে হবে।

এক. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ভোর হতো তখন নাবী ﷺ বলতেন-

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِى هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِى هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলক লিল্লা-হি, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহাদাহু লা শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদী-র, রব্বি আসআলুকা খাইরা মা ফী হা-যাল ইয়াওমি ওয়া খাইরা মা বা'দাহু। ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মা ফি হা-যাল ইয়াইমি ওয়া শাররি মা বা'দাহু। রববি আউযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়া সু-ইল কিবারি, রব্বি আউ'যুবিকা মিন আযা-বিন ফিন না-রি ওয়া আযা-বিন ফিল ক্বাবরি।

অর্থঃ আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনায় ও আনুগত্যের) জন্য সকালে উপনীত হয়েছি, আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা মাত্রই তার। এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (হে আমার) রব! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত রয়েছে আমি তোমার নিকট তার প্রার্থনা করছি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত রয়েছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (হে আমার) রব! অলসতা এবং বার্ধক্যের কষ্ট থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (হে আমার) রব! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের আযাব এবং কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৮০]

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যেত সে সময় নাবী ﷺ বলতেন-

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِى هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِى هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ

[৮০] সহিহ মুসলিম ৬৮০১, ইফাবা হাঃ ৬৬৬০, ইসে হাঃ ৬৭১৩; সুনানে আবু দাউদ ৫০৭১।

উচ্চারণঃ আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলক লিল্লা-হি, ওয়াল হামদু লিল্লাহি, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহাদাহু লা শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদী-র, রব্বি আসআলুকা খাইরা মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি ওয়া খাইরা মা বা'দাহা। ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররি মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি, ওয়া শাররি মা বা'দাহা। রব্বি আউযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়া সু-ইল কিবারি, রব্বি আউ'যুবিকা মিন আযা-বিন ফিন না-রি ওয়া আযা-বিন ফিল ক্বাবরি।

অর্থঃ আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনায় ও আনুগত্যের) জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা মাত্রই তার। এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (হে আমার) রব! এই রাতের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত রয়েছে আমি তোমার নিকট তার প্রার্থনা করছি। আর এই রাতের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত রযেছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (হ আমার) রব! অলসতা এবং বার্ধক্যের কষ্ট থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, (হে আমাদের) রব! জাহান্নামের আযাব হতে এবং কবরের আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৮১]

দুই, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলতেন, তোমাদের কেউ যখন ভোরে উপনীত হয় তখন সে যেন বলে-

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বিকা আসবাহনা, ওয়া বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়া বিকা নামু-তু ওয়া ইলাইকাল মাসী-র।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার হুকুমে আমরা ভোরে উপনীত হই এবং তোমার নির্দেশেই সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার নির্দেশেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার নির্দেশেই মৃত্যুবরণ করি। তোমার দিকেই (আমাদের) প্রত্যাবর্তনস্থল।

নাবী ﷺ বলেন, আর যখন কেউ সন্ধ্যায় উপনীত হয়, তখন সে যেন বলে-

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা আসবাহনা, ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামু-তু, ওয়া ইলাইকান নুশূ-র।

[৮১] সহিহ মুসলিম ৬৮০১, ইফাবা হাঃ ৬৬৬০, ইসে হাঃ ৬৭১৩; সুনানে তিরমিযি ৩৩৯০; সুনানে আবু দাউদ ৫০৭১।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার হুকুমে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমার নির্দেশেই সকালে উপনীত হই। তোমার নির্দেশেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তোমার নির্দেশেই মৃত্যুবরণ করি। তোমার দিকেই (আমাদের) প্রত্যাবর্তনস্থল।[৮২]

তিন. শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার (সর্বোৎকৃষ্ট ইস্তিগফার) হচ্ছে, বান্দার (নিম্নোক্ত বাক্যগুলো) বলা।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা-আনতা, খালাক্বতানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আউ'যুবিকা, মিন শাররি মা-সানাতু আবু'উ লাকা বিনিইমাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবু'উ বিযামবি ফাগফিরলী ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনু-বা ইল্লা আনতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমার বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছ আমি তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তুমি ছাড়া আর কেউই গুণাহসমুহের মার্জনাকারী নেই।[৮৩]

কেউ যদি সন্ধ্যার সময় উপরোক্ত দু'আ পড়ে এবং (রাতেই) মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা বলেছেন সে জান্নাতবাসী হবে। আর যদি কেউ এই দু'আ সকালবেলা পড়ে এবং ঐ দিনই মারা যায়, তবে সেও অনুরূপ জান্নাতবাসী হবে।

চার. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে এই দু'আটি **সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার** করে পাঠ করতে শুনেছি।

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

[৮২] সুনানে তিরমিযি ৩৩৯১, ইফাবা হাঃ ৩৩৯১; ইবনে মাজাহ ৩৮৬৮; হাদিস সহিহ।
[৮৩] সহিহ বুখারি ৬৩০৬, ৬৩২৩, ইফাবা হাঃ ৫৭৫৪, ৫৭৭১; সুনানে তিরমিযি ৪৬৬, ইফাবা হাঃ ৩৩৯৩।

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আ-ফিনী, ফী বাদানী, আল্লা-হুম্মা আ-ফিনী ফী সামায়ী আল্লা- হুম্মা আ-ফিনী ফী বাসারী লা-ইলা-হা ইল্লা- আনতা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল কুফরী ওয়াল ফাক্বরী, ওয়া আউ'যুবিকা মিন আযা-বিল ক্বাবরি, লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহের সুস্থতা দান কর, আমার শ্রবণ শক্তিকে নিরাপত্তা দান কর। আমার দৃষ্টি শক্তির নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফরী এবং দারিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব হতে। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।[৮৪]

পাঁচ. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি **সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে তিনবার** নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে, তবে ঐ রাতে কোন বিষ তার অনিষ্ট করতে পারবে না।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ আউ'যু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা- খালাক্বা।

অর্থঃ আমি আল্লাহর পূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৮৫]

ছয়. ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ **সকাল ও সন্ধ্যায়** এ দু'আ কখনো পরিত্যাগ করতেন না।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল আ-ফিয়াতা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া ওয়াল আখিরাতি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল আফওয়া ওয়াল আ-ফিয়াতা ফী দ্বী-নি ওয়া দুনইয়া-ইয়া ওয়া আহলী ওয়া-মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর আউরা-তী ওয়ামিন রাও আ-তী আল্লা-হুম্মাহ্‌ফাযনী মিন বাইনি এদাইয়্যা ওয়ামিন খালফী ওয়া আন এমি-নি ওয়া আন শিমা-লী ওয়া মিন ফাউক্বী, ওয়া আউ'যু বিআযামাতিকা আন উগতা-লা-মিন তাহতী।

[৮৪] সুনানে আবু দাউদ ৫০৯০, ইফাবা হাঃ ৫০০২; মুসনাদে আহমাদ ৪২; হাদিসটি হাসান।
[৮৫] সহিহ মুসলিম ৬৭৭৩, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৭০৯), ইফাবা হাঃ ৬৬৩২, ইসে হাঃ ৬৬৮৬; সুনানে তিরমিযি ৩৬০৪/১; হাদিস সহিহ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষ-ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখ এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ থেকে আমাকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ আমার সম্মুখ হতে, আমার পিছন দিক হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম দিক হতে এবং আমার উপর দিক হতে। আমি তোমার মর্যাদার (ওসীলায়) মাটিতে ধ্বসে যাওয়া থেকে (তোমার নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৮৬]

সাত. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কিছুর নির্দেশ দিন, যা আমি সকাল-সন্ধ্যায় বলতে পারি। তখন নাবী ﷺ বললেন, তুমি বল-

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি, রব্বা কুল্লি শাইয়্যিন ওয়া মালী-কাহু, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা, আউ'যুবিকা মিন শাররি নাফসি, ওয়ামিন শাররিশ শাইত্বা-নি ওয়াশিরকিহি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! (তুমি) অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাত, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। প্রতিটি জিনিসের রব ও তার মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আমার নাফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং তার শিরকের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৮৭]

আট. উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: প্রতিদিন ভোরে ও প্রতি রাতের সন্ধ্যায় যে কোন বান্দা এ দু'আটি **তিনবার** করে পাঠ করবে কোন কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে না।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা এদ্বুররু মা আসমিহি শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিস সামা-য়ী ওয়া হুয়াস সামী-উল আলী-ম।

[৮৬] সুনানে আবু দাউদ ৫০৭৪, ইফাবা হাঃ ৪৯৯০; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৮৭১; হাদিস সহিহ।
[৮৭] সুনানে তিরমিযি ৩৩৯২, ইফাবা হাঃ ৩৩৯২; আল কালিমুত তাইয়্যিব হাঃ ২২; হাদিস সহিহ।

অর্থঃ শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে (শুরু করলে) যমীন ও আসমানের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।[৮৮]

নয়, সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন: কেউ যদি সন্ধ্যায় নিম্নের দু'আটি পাঠ করে তবে আল্লাহর উপর হক হয়ে যায় সেই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা।

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

উচ্চারণঃ রদ্বী-তু-বিল্লা-হি রব্বান, ওয়াবিল ইসলা-মি দ্বী-নান, ওয়াবি মুহাম্মাদীন নাবিয়্যান।

অর্থঃ আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে নাবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।[৮৯]

দশ. জুওয়াইরিয়াহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ **সকালে** এই দু'আটি তিনবার পাঠ করতেন।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ، وَرِضَا نَفْسِهٖ، وَزِنَةَ عَرْشِهٖ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিদ্বা নাফসিহি ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী।

অর্থঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার প্রশংসার সাথে তার সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তার নিজের সন্তুষ্টির সমান, তার আরশের ওজনের সমান ও তার কালিমাসমূহের সংখ্যার সমান।[৯০]

এগার. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি **সকালে ও সন্ধ্যায়** এই দু'আটি **একশত বার** পাঠ করে, আখিরাতের দিবসে তার তুলনায় উত্তম আমাল নিয়ে কেউ আসবে না। তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে লোক তার সমান আমাল করে অথবা তার তুলনায় বেশি আমাল করে।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী।

অর্থঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার প্রশংসা সহকারে।[৯১]

---

[৮৮] সুনানে আবু দাউদ ৫০৮৮, ইফাবা হাঃ ৫০০০; সুনানে তিরমিযি ৩৩৮৮, ইফাবা হাঃ ৩৩৮৮; ইবনে মাজাহ ৩৮৬৯; হাদিস সহিহ।

[৮৯] সুনানে তিরমিযি ৩৩৮৯, ইফাবা হাঃ ৩৩৮৯; হাদিসটি হাসান-গারিব।

[৯০] সহিহ মুসলিম ৬৮০৬, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২২২৬), ইফাবা হাঃ ৬৬৬৫, ইসে হাঃ ৬৭১৮।

বার. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ **সকাল-সন্ধ্যায়** এই দু'আটি পড়তেন।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

অর্থঃ ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বাইয়্যু-মু, বিরহ্মাতিকা আসতাগী-সু, আসলিহ্লী শা'নী কুল্লাহু ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইনিন।

অর্থঃ হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার রহমাতের জন্য আমি তোমার দরবারে জানাই আমার বিনীত নিবেদন। তুমি আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও, তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (এক মুহূর্তের) জন্যেও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না।[৯২]

তের. আবু বুরদাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর সাহাবা আগার (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো। কেননা আমি আল্লাহর নিকট **প্রতিদিন একশত বার** তাওবাহ্ করে থাকি।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থঃ আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার নিকটই তাওবাহ্ করছি।[৯৩]

চৌদ্দঃ আবু আইয়্যাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি **সকাল** বেলা এই দু'আটি পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ইসমাঈল (আঃ) এর বংশের একজন গোলাম আযাদ করার ন্যায় ছাওয়াব পাবে। আর তার জন্য দশটি নেকী লিখা হবে, দশটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে, সে শয়তানের ক্ষতি থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি **সন্ধ্যায়** এরূপ বলবে, সে সকাল পর্যন্ত অনুরূপ ছাওয়াব পাবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহাদাহু লা-শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদী-র।

---

[৯১] সহিহ মুসলিম ৬৭৩৬, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৬৯২), ইফাবা হাঃ ৬৫৯৯, ইসে হাঃ ৬৬৫১; সুনানে তিরমিযি ৩৪৬৬, ৩৪৬৯, ইফাবা হাঃ ৩৪৬৬, ৩৪৬৯।

[৯২] মুসতাদরাকে হাকিম ২০০০, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৭; হাদিস সহিহ।

[৯৩] সহিহ মুসলিম ৬৭৫১, ৬৭৫২, ইফাবা হাঃ ৬৬১২, ৬৬১৩, ইসে হাঃ ৬৬৬৬, ৬৬৬৭।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই, সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[৯৪]

পনেরঃ আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ **সকালে** এই দু'আ পাঠ করতেন।

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

উচ্চারণঃ আসবাহনা আলা ফিতরাতিল ইসলা-মি, ওয়া আলা কালিমাতিল ইখলা-সি, ওয়া আলা দ্বী-নি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ওয়া আলা মিল্লাতি আবীনা ইবরা-হী-মা হানি-ফাম মুসলিমাও ওয়ামা কা-না মিনাল মুশরিকি-না।

অর্থঃ (আল্লাহর অনুগ্রহে) আমরা সকালে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিতরাতের উপর, একনিষ্ঠ বানীর উপর, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর দ্বীনের উপর, আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর মিল্লাতের উপর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[৯৫]

[৯৪] সুনানে আবু দাউদ ৫০৭৭, ইফাবা হাঃ ৪৯৯৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৩১; হাদিস সহিহ। সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যদি কোন ব্যক্তি উক্ত দু'আটি দিনে একশতবার পাঠ করে, তবে সে দশজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব পাবে। তার (আমালনামায়) একশ নেকী লিখা হয় এবং তার পাপ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর ঐ দিন বিকাল পর্যন্ত শয়তানের (কুমন্ত্রণা) হতে দু'আটি তার জন্য রক্ষাকারী হয়ে যায়। সেদিন সে যা পুণ্য অর্জন করেছে তার চেয়ে বেশি পুণ্যবান কেউ হবে না। তবে কেউ তার চাইতে বেশী আমাল করলে তার কথা আলাদা। (হাদিস নং ৬৭৩৫, ইফাবা হাঃ ৬৫৯৮) অপর বর্ণনায় রয়েছে, আমর ইবনু মাইমূন (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দশবার উক্ত দু'আটি পাঠ করবে সে যেন ইসমাঈল (আঃ) এর বংশের চারজন গোলামকে মুক্তি করে দিলেন। (হাদিস নং ৬৭৩৭, ইফাবা হাঃ ৬৬০০)

[৯৫] মুসনাদে আহমাদ ১৪৯৩৮, সহিহ আল জামে ৪৬৭৪; হাদিস সহিহ।

পবিত্রতা সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

পায়খানা-প্রস্রাবখানায় প্রবেশের দু'আ।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বলতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-ইছি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রী শয়তানদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৯৬]

পায়খানা-প্রস্রাবখানা থেকে বের হবার পর দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন বলতেন।

غُفْرَانَكَ

উচ্চারণঃ গুফ্‌রা-নাকা।

অর্থঃ (হে আল্লাহ!) আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৯৭]

পায়খানা-প্রস্রাবের পূর্বাপর সুন্নাত।

- লোক-চক্ষুর অন্তরালে পায়খানা-প্রস্রাব করা। (সুনানে আবু দাউদ ১, ২, ইফাবা হাঃ ১, ২)
- পেশাব থেকে সতর্ক থাকা। [অর্থাৎ এমন স্থানে প্রস্রাব করা যাতে প্রস্রাবের ছিটা শরীরে না লাগে।] (সহিহ বুখারি ২১৮; সুনানে আবু দাউদ ২০)
- পায়খানা-প্রস্রাবে বসার সময় মাটির কাছাকাছি হয়ে সতর খোলা। (সুনানে আবু দাউদ ১৪, ইফাবা হাঃ ১৪; সুনানে তিরমিযি ১৪, ইফাবা হাঃ ১৪)
- পায়খানা-প্রস্রাবের পর উত্তম রূপে হাত ধৌত করা। (সুনানে আবু দাউদ ৪৫)
- পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা। (সুনানে তিরমিযি ১৯; সুনানে আবু দাউদ ৪৩)
- ঢিলা ব্যবহার করা। (সুনানে তিরমিযি ১৭)

[৯৬] সহিহ বুখারি ১৪২, ৬৩২২, ইফাবা হাঃ ১৪৪, ৫৭৭০; সহিহ মুসলিম ৭১৭, ইফাবা হাঃ ৭১৫, ইসে হাঃ ৭৩০।

[৯৭] সুনানে আবু দাউদ ৩০, ইফাবা হাঃ ৩০; সুনানে তিরমিযি ৭, ইফাবা হাঃ ৭; হাদিস সহিহ।

- বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা। (সহিহ মুসলিম ৩০৩৪, ইফাবা হাঃ ৩০০৯, ইসে হাঃ ৩০০৬)

পায়খানা-প্রস্রাবের সময় নিষিদ্ধ কাজ।

- লোক চলাচলের পথে, ছায়াদার বৃক্ষের নিচে, পায়খানা-প্রস্রাব করা। (সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ ২৫, ২৬, ইফাবা হাঃ ২৫, ২৬)
- হাড়, গোবর, কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা। (সুনানে আবু দাউদ ৩৬, ইফাবা হাঃ ৩৯; সুনানে তিরমিযি ১৬, ১৮)
- খোলা মাঠে কা'বা ঘরকে সামনে নিয়ে অথবা পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা-করা। (সুনানে আবু দাউদ ৭, ৮, ইফাবা হাঃ ৮, ৯; সুনানে তিরমিযি ৮, ৯, ১১)
- পায়খানা প্রস্রাবের পর ডান হাতে ময়লা পরিস্কার করা। (সুনানে তিরমিযি ১৫; সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৮, ৩১)
- বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা। (সহিহ বুখারি, সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৬৯, ৭০)
- গোসল করার স্থানে প্রস্রাব করা। (সুনানে আবু দাউদ ২৭, ২৮, ইফাবা হাঃ ২৭, ২৮)
- সালামের উত্তর দেয়া। (সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ১৬, ১৭)

অজুর শুরুতে যে দু'আ পড়তে হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: অজুর শুরুতে যে বিসমিল্লাহ বলে না তার অজু হয় না।[৯৮]

بِسْمِ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অজুর শেষে যে দু'আ পড়তে হয়।

প্রথম দু'আঃ উকবা ইবনু আমির আলা জুহানী (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন-

[৯৮] সুনানে আবু দাউদ ১০১, ইফাবা হাঃ ১০১; ইবনে মাজাহ ৩৯৭; মুসনাদে আহমাদ ৯৪১৮; হাদিস সহিহ।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণঃ আশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারি-কা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল।[৯৯]

দ্বিতীয় দু'আঃ উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি খুব ভাল করে অজু করে (উপরোক্ত ও) নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে তাহলে তার জন্য জান্নাতের সব দরজা খুলে দেয়া হবে এবং যে দরজা দিয়ে সে ইচ্ছা করবে সেটি দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাজ আলনী মিনাত তাউওয়াবী-না ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।[১০০]

[৯৯] সহিহ মুসলিম ৪৪২, ইফাবা হাঃ ৪৪৫, ইসে হাঃ ৪৬১; সুনানে তিরমিযি ৫৫, ইফাবা হাঃ ৫৫।
[১০০] সুনানে তিরমিযি ৫৫, ইফাবা হাঃ ৫৫, ইবনে মাজাহ ৪৭০; হাদিস সহিহ।

খানা-পিনা সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

খাওয়ার শুরুতে যে দু'আ পড়তে হয়।

হুযাইফা ইবনু ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন খাবার গ্রহণ করতেন তখন 'বিসমিল্লাহ' বলতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি।[১০১]

খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। যদি সে খাবার গ্রহণের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে সে যেন বলে।

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি আও ওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু।
অর্থঃ আল্লাহর নামেই খাওয়া শুরু করছি এবং শেষ করবো।[১০২]

অথবা সে যেন বলে-

بِسْمِ اللّٰهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি ফী আওয়ালিহী ওয়া আখিরিহী।

অর্থঃ এর শুরু ও শেষ আল্লাহ তা'আলার নামে।[১০৩]

খাওয়ার সময় পাঠ করার দু'আ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন খাবার খাবে, তখন সে যেন বলে-

[১০১] সহিহ মুসলিম ৫১৫৫, ৫১৫৭; ইফাবা হাঃ ৫০৯০, ৫০৯১; সুনানে আবু দাউদ ৩৭৬৭, ইফাবা হাঃ ৩৭২৫।
[১০২] সুনানে আবু দাউদ ৩৭৬৭, ইফাবা হাঃ ৩৭২৫; হাদিস সহিহ।
[১০৩] সুনানে তিরমিযি ১৮৫৮, ইফাবা হাঃ ১৮৬৪; হাদিস সহিহ।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বা-রিক লানা ফী-হি ওয়া আত্ব'ইমনা খাইরাম মিনহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এতে (খাদ্যে) বরকত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।[১০৪]

দুধ পান করার সময় যে দু'আ পড়তে হয়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন দুধ পান করবে সে যেন বলে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বা-রিক্ লানা ফীহি ওয়া যিদনা- মিন্হু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এতে (খাদ্যে) বরকত দাও এবং তা আরো বেশী করে আমাদের দাও।[১০৫]

খাওয়ার শেষে যে দু'আ পড়তে হয়।

প্রথম দু'আ ঃ সাহাল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খাওয়ার পর এই দু'আ পাঠ করবে, তার পূর্বের সকল গুণাহ মাফ করে দেয়া হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লা-হিল্লাজী আত'আমানী হা-যাত্ব ত্ব'য়ামা ওয়া রযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়্যাতিন।

অর্থঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই খাবার খাওয়ালেন এবং তার সামর্থ প্রদান করলেন, যাতে ছিলনা আমার পক্ষ থেকে কোন উপায়-উদ্যোগ, ছিলনা কোন শক্তি সামর্থ।[১০৬]

দ্বিতীয় দু'আঃ আবু উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে থেকে (খাবার শেষে) দস্তরখানা তুলে নেয়ার সময় তিনি এই দু'আ পড়তেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

[১০৪] সুনানে আবু দাউদ ৩৭৩০, ইফাবা হাঃ ৩৬৮৮; সুনানে তিরমিযি ৩৪৫৫, ইফাবা হাঃ ৩৪৫৫; হাদিসটি হাসান।
[১০৫] সুনানে আবু দাউদ ৩৭৩০, ইফাবা হাঃ ৩৬৮৮; সুনানে তিরমিযি ৩৪৫৫, ইফাবা হাঃ ৩৪৫৫; হাদিসটি হাসান।
[১০৬] সুনানে আবু দাউদ ৪০২৩, ইফাবা হাঃ ৩৯৮২; সুনানে তিরমিযি ৩৪৫৮, ইফাবা হাঃ ৩৪৫৮; হাদিস সহিহ।

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহি কাছীরান্, ত্বায়্যিবান মুবা-রাকান্ ফী-হি, গাইরা মাক্‌ফিয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দায়িন্ ওয়া-লা মুছতাগনান্ আনহু রব্বানা।

অর্থঃ পবিত্র, বারাকাতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আমাদের রব! এখেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতে পারব না, (তা কখনও) বিদায় দিতে পারব না, আর তা হতে বেপরওয়া হতেও পারব না।[১০৭]

মেজবানের জন্য মেহমানের দু'আ।

প্রথম দু'আঃ মিকদাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আত্বইম মান আত্বআ'মানী, ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে যে খাওয়ালো তুমি তাকে খাবার প্রদান কর এবং যে আমাকে পান করালো তুমি তাকে পান করাও।[১০৮]

দ্বিতীয় দু'আঃ আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা রসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফী-মা-রাযাক্বতাহুম, ওয়াগফিরলাহুম, ওয়ারহাম্‌হুম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তাদের রিযিকে বরকত দাও। তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের প্রতি দয়া কর।[১০৯]

খাবারের সময় সুন্নাত।

- দস্তর খানায় পানাহার করা। (সহিহ বুখারি ৫৩৮৬, ইফাবা হাঃ ৪৮৮১; সুনানে তিরমিযি ৩৪৫৬, ইফাবা হাঃ ৩৪৫৬)
- খাওয়া শুরুর সময় উভয় হাত ধোয়া। (সুনানে আবু দাউদ ৩৭৬০)
- ডান হাতে খাবার গ্রহণ করা। (সহিহ মুসলিম ৫১৬০, ৫১৬৪; ইফাবা হাঃ ৫০৯৩, ৫০৯৭; আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৩৭৩৪)
- পাত্রের একপাশ থেকে খাওয়া। (সহিহ মুসলিম ৫১৬৪, ৫১৬৫; ইফাবা হাঃ ৫০৯৭, ৫০৯৮; আবু দাউদ ৩৭৭২, ইফাবা হাঃ ৩৭৩০)

[১০৭] সহিহ বুখারি ৫৪৫৮, ইফাবা হাঃ ৪৯৫০; সুনানে আবু দাউদ ৩৮৪৯, ইফাবা হাঃ ৩৮০৬; সুনানে তিরমিযি ৩৪৫৬, ইফাবা হাঃ ৩৪৫৬; হাদিসের শব্দগুলো বুখারির।

[১০৮] সহিহ মুসলিম ৫২৫৭, ইফাবা হাঃ ৫১৮৯।

[১০৯] সহিহ মুসলিম ৫২২৩, ইফাবা হাঃ ৫১৫৫; সুনানে আবু দাউদ ৩৭২৯, ইফাবা হাঃ ৩৬৮৭।

- খাবার সময় খাদ্যবস্তু নিচে পড়ে গেলে তা তুলে নিয়ে পরিস্কার করে খাওয়া। (সহিহ মুসলিম ৫১৯৬, ৫১৯৮; ইফাবা হাঃ ৫১২৯, ৫১৩১)
- এক সাথে মিলে খাওয়া। (সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৩৭২২)
- মালিক-কর্মচারী একসাথে খাওয়া। (সুনানে আবু দাউদ ৩৮৪৬, ইফাবা হাঃ ৩৮০৩)
- খাবার পাত্র চেটে খাওয়া। (সহিহ মুসলিম ৫১৮৯ - ৫১৯৮; ইফাবা হাঃ ৫১২২-৫১৩১; আবু দাউদ ৩৮৪৭, ইফাবা হাঃ ৩৮০৪)
- খাবার পর ভাল করে হাত পরিস্কার করা। (সুনানে আবু দাউদ ৩৮৫২, ইফাবা হাঃ ৩৮০৯)
- তিন ঢোকে পানি পান করা। (সহিহ মুসলিম ৫১৮১, ৫১৮২, ইফাবা হাঃ ৫১১৪, ৫১১৫)
- জম জমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা। (সহিহ মুসলিম ৫১৭৫; ইফাবা হাঃ ৫১০৮)
- দুধ পান করার পর কুলি করা। (সহিহ বুখারি ২১১, ইফাবা হাঃ ২১১; সুনানে তিরমিযি ৮৯, ইফাবা হাঃ ৮৯; ইবনে মাজাহ ৪৯৮; সুনানে নাসায়ি ইফাবা হাঃ ১৮৭)
- রাত্রে আহারের পাত্র আল্লাহর নামে ঢেকে রাখা এবং খালি পাত্র উপুড় করে রাখা। (সহিহ মুসলিম ৫১৪১ - ৫১৪৩; ইফাবা হাঃ ৫০৭৬ - ৫০৭৮)

খাবারের সময় নিষিদ্ধ কাজ।

- খাবারের দোষ বর্ণনা করা। (সহিহ মুসলিম ৫২৭৫ - ৫২৭৮, ইফাবা হাঃ ৫২০৭ - ৫২১০; সুনানে আবু দাউদ ৩৭৬৩, ইফাবা হাঃ ৩৭২১)
- পানাহারের সময় বাম হাতে পানাহার করা। (সহিহ মুসলিম ৫১৫৯, ইফাবা হাঃ ৫০৯২; সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৩৭৩৪)
- পাত্রের মাঝখান থেকে খাদ্য খাওয়া। (সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৩৭৩০)
- হেলান দিয়ে খাওয়া। (সুনানে আবু দাউদ ৩৭৬৯, ইফাবা হাঃ ৩৭২৭; সুনানে তিরমিযি ১৮৩০, ইফাবা হাঃ ১৮৩৭)
- দাঁড়িয়ে পানি পান করা। (সহিহ মুসলিম ৫১৬৯ - ৫১৭৪; ইফাবা হাঃ ৫১০২ - ৫১০৭)
- পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলা। (সহিহ মুসলিম ৫১৮০, ইফাবা হাঃ ৫১১৩)
- পাত্রের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করা। (সহিহ মুসলিম ৫১৬৬, ইফাবা হাঃ ৫০৯৯)
- সোনা-রূপার প্লেটে বা পাত্রে পানাহার করা। (সহিহ বুখারি ৫৪২৬; ইফাবা হাঃ ৪৯১৯)
- পানীয় দ্রব্যে ফু দেয়া এবং তাতে নিঃশ্বাস ফেলা। (সুনানে আবু দাউদ ৩৭২৮)
- পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পান করা। (সুনানে আবু দাউদ ৩৭২২)

পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

পোশাক পরিধান করার দু'আ।

সাহাল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করে এই দু'আটি পাঠ করলো- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার আগের সকল গুণাহ মাফ করে দিবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লা-হিল্লাজী কাসা-নী হা-যাছ ছাওবু ওয়া রযাক্বানি-হি মিন গাইরী হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুয়্যাতিন।

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি সামর্থ ব্যতীতই তিনি আমাকে তা দান করেছেন।[১১০]

নতুন পোশাক পরিধান করার দু'আ।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু, আংতা কাসাওতানী-হি, আসআলুকা মিন খাইরিহী ওয়া খাইরি মা-সুনি'আ লাহু, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররীহি ওয়া শাররি মা-সুনিআ'লাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটি যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরীর অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১১১]

নতুন পোষাক পরিধান কারীর জন্য দু'আ।

প্রথম দু'আ ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীরা যখনই কাউকে নতুন কাপড় পরিধান করা অবস্থায় দেখতেন তখনই তাকে উদ্দেশ্য করে এই দু'আ পাঠ করতেন।

[১১০] সুনানে আবু দাউদ ৪০২৩, ইফাবা হাঃ ৩৯৮২; হাদিসটি হাসান।

[১১১] সুনানে আবু দাউদ ৪০২২, ইফাবা হাঃ ৩৯৭৯; সুনানে তিরমিযি ১৭৬৭, ইফাবা হাঃ ১৭৭৩; হাদিস সহিহ।

تُبْلِى وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى

উচ্চারণঃ তুবলী ওয়াইয়ুখলিফুল্লা-হু তা'আলা।

অর্থঃ যথাসময়ে পুরাতন হয়ে বিনষ্ট হবে এবং আল্লাহ এর স্থলাভিষিক্ত করুক।[১১২]

দ্বিতীয় দু'আ ঃ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اِلْبَسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا

উচ্চারণঃ ইলবাস জাদী-দান, ওয়া'ইশ হামী-দান ওয়ামুত শাহী-দান।

অর্থঃ নতুন পোষাক পরিধান করো, প্রশংসিতরুপে জীবনযাপন করো এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করো।[১১৩]

আয়না দেখার দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আয়না দেখার সময় বলতেন-

اَللّٰهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِىْ فَأَحْسِنْ خُلُقِىْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আহসানতা খলক্বী, ফা আহ্‌সিন খুলুক্বী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ, কাজেই আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও।[১১৪]

পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে সুন্নাত।

- কাপড় পরিধানের সময় ডান দিক হতে আরম্ভ করা। (সুনানে তিরমিযি ১৭৬৬; ইফাবা হাঃ ১৭৭২)
- জুতা পরার সময় আগে ডান পায়ে জুতা পরবে এবং খোলার সময় আগে বাম পায়ের জুতা খুলবে। (সুনানে তিরমিযি ১৭৭৯, ইফাবা হাঃ ১৭৮৬)
- পুরুষের জন্য লাল পোষাক পরিধান বৈধ। (সুনানে তিরমিযি ১৭২৪, ইফাবা হাঃ ১৭৩০)

[১১২] সুনানে আবু দাউদ ৪০২০, ইফাবা হাঃ ৩৯৭৯; হাদিস সহিহ।

[১১৩] সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৫৮, ইফাবা হাঃ ৩৫৫৮; মুসনাদে আহমাদ ৫৫৮৮; হাদিস সহিহ।

[১১৪] মুসনাদে আহমাদ ৫/৩১৬; ইরওয়াউল গালীল হাঃ ৭৪; মুসনাদে আবী ইয়ালা হাঃ ৫০৭৫; সহিহ আত তারগিব ২৬৫৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/২৩; হাদিস সহিহ।

পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজ।

- পায়ের টাখনু বা গোড়ালীর নিচে লুঙ্গী, পাজামা বা প্যান্ট পরা। (সহিহ বুখারি ৫৭৮৮, ইফাবা হাঃ ৫২৫৯; সুনানে তিরমিযি, ইফাবা হাঃ ১৭৩৬)
- পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা। (সহিহ বুখারি ৫৮৪৯, ইফাবা হাঃ ৫৩১৯; সুনানে তিরমিযি ১৭৮৬, ইফাবা হাঃ ১৭৪৩)
- পুরুষদের জন্য জাফরানী রং এর কাপড় পরিধান করা। (সহিহ বুখারি ৫৮৪৬, ইফাবা হাঃ ৫৩১৬)
- পুরুষের জন্য স্বর্ণের অলংকার পরিধান করা। (সহিহ বুখারি ৫৮৬৩, ইফাবা হাঃ ৫৩৩২)
- পুরুষদের জন্য কুসুম বর্ণের কাপড় পরা। (সুনানে তিরমিযি, ইফাবা হাঃ ১৭৩১, ১৭৪৩)
- খ্যাতি লাভের জন্য পোষাক পরিধান করা। (সুনানে আবু দাউদ ৪০২৯)
- এক পায়ে জুতা পড়ে হাটা। (সহিহ বুখারি ৫৮৫৬, ইফাবা হাঃ ৫৩২৬; সুনানে তিরমিযি ১৭৭৪, ইফাবা হাঃ ১৭৮১)
- পুরুষের জন্য নারীর বেশ ধারণ এবং নারীর জন্য পুরুষের বেশ ধারণ করা। (সহিহ বুখারি ৫৮৮৫, ইফাবা হাঃ ৫৩৫৩)
- নারীদের জন্য পরচুলা ব্যবহার করা। (সহিহ বুখারি ৫৯৩৪, ইফাবা হাঃ ৫৩৯৬)
- নারীদের ভ্রু উপড়ে ফেলা এবং দাঁত সরু করা। (সহিহ বুখারি ৫৯৩৯, ইফাবা হাঃ ৫৪০১)
- নারীদের উল্কি অঙ্কণ করা। (সহিহ বুখারি ৫৯৪৪, ইফাবা হাঃ ৫৪০৭)

সফরের ক্ষেত্রে পঠিত দু'আ সমূহ

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ।

প্রথম দু'আ ঃ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হয় এবং নিম্নের দু'আটি পাঠ করে তখন তার ব্যাপারে ঘোষণা হয়, তোমাকে হিদায়াত দেয়া হয়েছে, তোমার প্রয়োজন পূরণ করা হয়েছে এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। এরপর সমস্ত শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়।

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হি, লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লা-হি।
অর্থঃ আল্লাহর নামে বের হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ব্যতিত আমার কোন উপায় এবং শক্তি নেই।[১১৫]

[১১৫] সুনানে আবু দাউদ ৫০৯৫, ইফাবা হাঃ ৫০০৭; সুনানে তিরমিযি ৩৪২৬, ইফাবা হাঃ ৩৪২৬; হাদিস সহিহ।

দ্বিতীয় দু'আ ঃ উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন, তখন আসমানের দিকে তাকিয়ে এই দু'আ পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

অর্থঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা আন আদ্বিল্লা আও উদ্বাল্লা, আও আযিল্লা আও উযাল্লা, আও আযলিমা আও উযলামা, আও আজহালা আও ইউজহালা আলাইয়্যা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পথভ্রষ্ট হওয়া বা পথভ্রষ্ট করা, গুনাহ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত করা, অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১১৬]

মাসজিদে যাওয়ার পথে পাঠ করার দু'আ।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন তিনি এই দু'আটি পাঠ করেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُوْرًا، وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাজ আল লি ফী ক্বালবী নূরা-ন, ওয়াফী লিসা-নী নূ-রান, ওয়াফী ছাময়ী নূ-রান, ওয়াফী বাসারী নূ-রান, ওয়ামিন ফাওকী নূ-রান, ওয়ামিন তাহতী নূ-রান, ওয়াআন এমি-নী নূ-রান, ওআয়ান শীমা-লি নূ-রান, ওয়ামিন বাইনি এদাইয়্যা নূ-রান, ওয়ামিন খালফী নূ-রান, ওয়াজ আল ফী নাফসী নূ-রান, ওয়া আ'যিম লী নূ-রান।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার যবানে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে ও দর্শন শক্তিতে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পেছনে নূর সৃষ্টি করে দাও। আমার নিজের মধ্যে নূর সৃষ্টি করে দাও এবং আমার নূরকে বিশালতা দান কর।[১১৭]

[১১৬] সুনানে আবু দাউদ ৫০৯৪, ইফাবা হাঃ ৫০০৬; সুনানে তিরমিযি ৩৪২৭, ইফাবা হাঃ ৩৪২৭; সুনানে নাসায়ি ৫৫০১; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৮৮৪; হাদিস সহিহ।

[১১৭] সহিহ মুসলিম ১৬৮২, ইফাবা হাঃ ১৬৭০, (চতুর্থ সংস্করণ ২০১০); ইসে হাঃ ১৬৭৪; সুনানে আবু দাউদ ১৩৫৫।

মাসজিদে প্রবেশ করার সময় দু'আ।

প্রথম দু'আঃ আবু উসাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে, তখন বলবে-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়া-বা রহমাতিক।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমাতের দরজাসমূহ খুলে দাও।[১১৮]

দ্বিতীয় দু'আঃ ফাতিমাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন মুহাম্মাদ ﷺ এর (স্বয়ং নিজের) প্রতি দরূদ পাঠ করতেন। অতঃপর বলতেন-

رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণঃ রব্বিগফিরলী যুনূ-বী ওয়াফতাহ্‌লী আবওয়া-বা রহমাতিক।

অর্থঃ হে আমার রব! আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমাতের দরজাসমূহ খুলে দাও।[১১৯]

তৃতীয় দু'আঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন-

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণঃ আ'উযু বিল্লা-হিল আযী-মি, ওয়াবি ওয়াজহিহিল কারী-মি, ওয়া সুলত্বা-নিহিল ক্বদীমি, মিনাশ শায়ত্ব-নির রাজী-ম।

অর্থঃ আমি মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি সর্বদা রাজত্বের এবং মর্যাদাপূর্ণ চেহেরার অধিকারী।[১২০]

মাসজিদে প্রবেশ করার সময় সুন্নাত।

- ডান পা দিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করা।
- ই'তিকাফের নিয়্যাত করা।

[১১৮] সহিহ মুসলিম ১৫৩৭, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৭১৩), ইফাবা হাঃ ১৫২২, ইসে হাঃ ১৫২৯; সুনানে আবু দাউদ ৪৬৫।
[১১৯] সুনানে তিরমিযি ৩১৪, ইফাবা হাঃ ৩১৪; সুনানে ইবনে মাজাহ ৭৭১; হাদিস সহিহ।
[১২০] সুনানে আবু দাউদ ৪৬৬, ইফাবা হাঃ ৪৬৬; হাদিস সহিহ।

- বিসমিল্লাহ বলা।
- রসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর সলাত ও সালাম পড়া।
- মাসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়া।

মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ।

প্রথম দু'আঃ আবু উসাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন মাসজিদ থেকে বের হবে, তখন বলবে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।[১২১]

দ্বিতীয় দু'আঃ ফাতিমাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাসজিদ থেকে বের হতেন, তখন মুহাম্মাদ ﷺ এর (স্বয়ং নিজের) প্রতি দরূদ পাঠ করতেন। অতঃপর বলতেন-

رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ

উচ্চারণঃ রব্বিগফিরলী যুনূ-বী ওয়াফতাহ্‌লী আবওয়া-বা ফাদ্বলিকা।

অর্থঃ হে আমার রব! আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ খুলে দাও।[১২২]

মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সুন্নাত।

- বাম পা দিয়ে বের হওয়া।
- হালাল রুজি উপার্জনের নিয়তে বের হওয়া।
- বিসমিল্লাহ বলা।
- রসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি সলাত ও সালাম পড়া।
- মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ পড়া।

[১২১] সহিহ মুসলিম ১৫৩৭, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৭১৩), ইফাবা হাঃ ১৫২২, ইসে হাঃ ১৫২৯; সুনানে আবু দাউদ ৪৬৫।
[১২২] সুনানে তিরমিযি ৩১৪, ইফাবা হাঃ ৩১৪; সুনানে ইবনে মাজাহ ৭৭১; হাদিস সহিহ।

সফরে বের হওয়ার সময় যে দু'আ পড়তে হয়।

ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কোথাও সফরে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর উটে আরোহণের সময় তিনবার "আল্লা-হু আকবার" বলতেন: এরপর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন।

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ - أَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى أَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ أَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِىْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِىْ الْاَهْلِ أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লা-যি সাখ্খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না-লাহু মুক্বরিনি-ন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বলিবু-ন। আল্লা-হুম্মা ইন্না-নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বিররা ওয়াত্বতাক্বওয়া ওয়ামিনাল আমালি মা তারযা। আল্লা-হুম্মা হাওয়্যিন আলাইনা- সাফারানা হা-যা ওয়াত্বী আন্না বু'দাহু। আল্লা-হুম্মা আন্তাস স-হিবু ফীসসাফারি, ওয়ালখালি-ফাতু ফিল আহলি। আল্লা-হুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ওয়াছা-ইস সাফারি, ওয়া কা-বাতিল মানযরি, ওয়া সু-ইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহলি।

অর্থঃ পবিত্র মহান সে সত্তা যিনি একে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার নিকট কল্যাণ, তাক্বওয়া এবং তোমার সন্তুষ্টি বিধানকারী কাজের তাওফীক চাই। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফর আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই (আমাদের) সফরসঙ্গী এবং পরিবারের তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে।[১২৩]

সকালে সফরে বের হওয়ার সময় দু'আ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন সফরে থাকতেন তখন সকালবেলা বলতেন।

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ، وَحُسْنِ بَلَائِهٖ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ

[১২৩] সহিহ মুসলিম ৩১৬৬, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ১৩৪২), ইফাবা হাঃ ৩১৪১, ইসে হাঃ ৩১৩৯; সুনানে আবু দাউদ ২৫৯৯, ইফাবা হাঃ ২৫৯১; সুনানে তিরমিযি ৩৪৪৭, ইফাবা হাঃ ৩৪৪৭।

উচ্চারণঃ সামি'আ সা-মিউ'ন বিহামদিল্লা-হি ওয়া হুসনি বালা-ইহী আলাইনা, রব্বানা স-হিবনা, ওয়া আফযিল আলাইনা- আ-ইযান বিল্লা-হি মিনান না-র।

অর্থঃ শ্রবণকারী শ্রবণ করুক এবং আল্লাহর দেয়া কল্যাণ ও নি'আমাতের উপর আমাদের প্রশংসার সাক্ষী থাকুক। হে আমাদের রব! তুমি আমাদের সাথী হোও এবং আমাদের উপর অনুগ্রহ দান কর। আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাই।[১২৪]

স্থলপথে যানবাহনে আরোহণের দু'আ।

আলী ইবনে রাবী'আহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রাঃ) এর নিকটে আরোহনের জন্য একটি পশু আনা হলে তিনি তার উপর পা রাখার সময় বলেন:

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَإِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি, ওয়াল হামদুলিল্লা-হি, সুবহা-নাল্লা-যী সাখখারা লানা-হা-যা-ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনী-না, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুংক্বলিবু-ন। আলহামদুলিল্লা-হ, আলহামদুলিল্লা-হ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফিরলী ফা ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূ-বা ইল্লা আংতা।

অর্থঃ আল্লাহর নামে (আরোহন করছি), সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি একে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা তাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের রবের দিকে। (তারপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ বলবে) সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (অতঃপর তিনবার আকবার বলবে) আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। (অতঃপর বলবে) হে আল্লাহ! তুমি পুত পবিত্র, আমি আমার নাফসের উপর যুলুম করেছি, কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া কেউই গুনাহ ক্ষমা করতে পারেনা।[১২৫]

নৌকা বা কোন ভাসমান যানে আরোহনের দু'আ।

নূহ (আঃ) নৌকায় আরোহনের সময় নিম্নবর্ণিত দু'আ পাঠ করেছিলেন-

[১২৪] সহিহ মুসলিম ৬৭৯৩, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৭১৮), ইফাবা হাঃ ৬৬৫২, তৃতীয় সংস্করণ ২০১০; ইসে হাঃ ৬৭০৫।

[১২৫] সুনানে আবু দাউদ ২৬০২, ইফাবা হাঃ ২৫৯৪; সুনানে তিরমিযি ৩৪৪৬, ইফাবা হাঃ ৩৪৪৬; হাদিস সহিহ। সূরা যুখরুফ ১৩-১৪।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি মাজরে-হা- ওয়া মুরসা-হা ইন্না রব্বী লাগাফু-রুর রহী-ম।

অর্থঃ এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহর নামে। নিশ্চয়ই আমার রব অতি ক্ষমাশীল দয়াময়।[১২৬]

উপরে আরোহণ বা নিচে নামার সময় দু'আ।

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহণ করতাম তখন "আল্লাহু-আকবার" বলতাম। আর যখন নিচের দিকে অবতরণ করতাম তখন বলতাম, "সুবহানাল্লা-হ।"[১২৭]

গ্রামে বা শহরে প্রবেশের সময় পাঠ করার দু'আ।

সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ কোন গ্রামে বা শহরে প্রবেশের সময় এই দু'আটি পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাবই ওয়ামা আযলালনা, ওয়া রব্বাল আরদ্বি-নাস সাবই ওয়ামা আক্বলালনা, ওয়া রব্বাশ শায়াতি-নি ওয়ামা আদ্বলালনা, ওয়া রব্বাররিয়া-হি ওয়ামা যারাইনা, আসআলুকা খয়রা হা-যিহিল ক্বরইয়াতি, ওয়া খায়রা আহলিহা, ওয়া খায়রা মা ফীহা। ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহা, ওয়া শাররি আহলিহা, ওয়া শাররি মা ফী-হা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি সাত আসমান ও তার ছায়ার রব। সাত যমীন ও তার বেষ্টিত স্থানের রব, শয়তান সমূহ ও তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের রব। প্রবল বাতাশ এবং যা কিছু ধুলি উড়ায় তার রব। আমি তোমার নিকট এই গ্রামের (শহর, মহল্লা) কল্যাণ, গ্রামবাসীর নিকট হতে কল্যাণ ও তার মাঝে (গ্রামে, শহরে বা মহল্লায়) যা কিছু কল্যাণ রয়েছে তা কামনা করছি। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই গ্রাম, গ্রামবাসী ও গ্রামে যা কিছু রয়েছে তার অনিষ্ট হতে।[১২৮]

---

[১২৬] সূরা হূদ ১১ ঃ ৪১।

[১২৭] সহিহ বুখারি ২৯৯৩, ২৯৯৪, ইফাবা হাঃ ২৭৮২, ২৭৮৩।

[১২৮] সহিহ ইবনে হিব্বান ২৭০৯; সহিহ ইবনে খুযায়মা ২৫৬৫; আল কালিমুত তায়্যিব ১৭৯; আস সিলসিলাতুস সহিহা ২৭৫৯; হাদিস সহিহ।

বাজারে প্রবেশের সময় দু'আ।

সালিম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে এই দু'আটি পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য দশ লক্ষ নেকী বরাদ্দ করেন, তার দশ লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈরি করেন।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহাদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইহ্'উই ওয়া ইউমি-তু, ওয়াহুয়া হাইয়্যুন লা এমু-তু, বিয়াদিহিল খয়রু, ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদী-র।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তার কোন শরীক নাই। সকল রাজত্ব তারই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[১২৯]

কোন স্থানে অবস্থান কালে দু'আ।

খাওলা বিনতু হাকীম আস-সুলামিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোন লোক যদি কোন জায়গায় অবতরণ করে, অতঃপর এই দু'আটি পাঠ করে, সে উক্ত জায়গা ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে না।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ব তা-ম্মা-তি মিন শাররিমা-খালাক্বা।

অর্থঃ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তার সৃষ্টি বস্তুর সমূদয় অনিষ্ট হতে।[১৩০]

সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় দু'আ।

এক. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সফর হতে প্রত্যাবর্তকালে এই দু'আটি পড়তেন।

---

[১২৯] সুনানে তিরমিযি ৩৪২৮, ৩৪২৯, ইফাবা হাঃ ৩৪২৮, ৩৪২৯; হাদিসটি হাসান।

[১৩০] সহিহ মুসলিম ৬৭৭১, ৬৭৭২, ইফাবা হাঃ ৬৬৩১, ৬৬৩২; সুনানে তিরমিযি ৩৪৩৭, ইফাবা হাঃ ৩৪৩৭ ; ইবনে মাজাহ ৩৫৪৭।

آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

উচ্চারণ ঃ আ-ইবু-না, তা-ইবু-না, আ-বিদু-না লিরাব্বিনা হা-মিদু-না।

অর্থঃ আমরা প্রত্যার্বতনকারী, আমরা তাওবাহ্কারী, আমরা ইবাদাতকারী, আমাদের রবের প্রশংসাকারী।[১৩১]

দুই. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন যুদ্ধ, অভিযান, হাজ্জ অথবা উমরাহ হতে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন প্রতিটি উচু স্থানে আরোহন কালে তিনবার 'আল্লা-হু আকবার' তাকবীর বলতেন, অতঃপর বলতেন-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদী-র আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, আ-বিদুনা, সা-জিদু-না, লিরাব্বিনা হা-মিদুনা সদাক্বাল্লা-হু ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, আর প্রশংসামাত্রই তাঁর। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (আমরা) প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাহ্কারী, ইবাদাতকারী, সাজদাহ্কারী, আমাদের রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।[১৩২]

মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার সময় দু'আ।

এক. আব্দুল্লাহ আল খাত্বমী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন কোন সৈন্যদলকে বিদায় জানাতেন তখন বলতেন:

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ

উচ্চারণঃ আস তাওদি উল্লা-হা দী-নাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তী-মা আ-মা-লিকুম।

[১৩১] সহিহ বুখারি ৩০৮৫, ইফাবা হাঃ ২৮৬৪; সহিহ মুসলিম ৩১৭১, ইফাবা হাঃ ৩১৪৬, ইসে হাঃ ৩১৪৪।
[১৩২] সহিহ বুখারি ২৯৯৫, ৩০৮৪, ইফাবা হাঃ ২৭৮৪, ২৮৬৩ ; সহিহ মুসলিম ৩১৬৯, ইফাবা হাঃ ৩১৪৪, ইসে হাঃ ৩১৪২।

অর্থঃ আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানাতসমূহ এবং তোমাদের আমলের সমাপ্তি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি।[১৩৩]

দুই. ক্বাযা'আহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) আমাকে বললেন, এসো তোমাকে ঐভাবে বিদায় জানাই, যেভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিদায় দিয়েছেন।

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

উচ্চারণঃ আসতাওদি উল্লা-হা দী-নাকা, ওয়া আমা-নাতাকা, ওয়া খাওয়া-তী-মা আমালিকা।

অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকট তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার আমালের সমাপ্তি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি।[১৩৪]

তিন. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এর কাছে এক লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পাথেয় দিন। তিনি বললেন-

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ

উচ্চারণঃ যাওয়াদাকাল্লা-হুত তাক্বওয়া, ওয়া গাফারা যানবাকা, ওয়া ইয়াসসারা লাকাল খাইরা হাইসু মা-কুনতা।

অর্থঃ আল্লাহ তোমাকে তাকওয়া দ্বারা ভূষিত করুন, আল্লাহ তোমার গুনাহ্ মাফ করুন, তুমি যেখানেই অবস্থান কর আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন।[১৩৫]

মুকিমের জন্য মুসাফিরের দু'আ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার থেকে বিদায় নিলেন এবং এই দু'আটি পাঠ করলেন-

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

উচ্চারণঃ আসতাওদি'উকুমুল্লা-হাল্লাযি লা তাদ্বী'উ অদা-য়ি'উহূ।

[১৩৩] সুনানে আবু দাউদ ২৬০১, ইফাবা হাঃ ২৫৯৩; হাদিস সহিহ।
[১৩৪] সুনানে আবু দাউদ ২৬০০, ইফাবা হাঃ ২৫৯২; সুনানে তিরমিযি ৩৪৪৩, ইফাবা হাঃ ৩৪৪৩; ইবনে মাজাহ ২৮২৬; হাদিস সহিহ।
[১৩৫] সুনানে তিরমিযি ৩৪৪৪, ইফাবা হাঃ ৩৪৪৪; হাদিস সহিহ।

অর্থঃ আমি তোমাদের সেই আল্লাহর হিফাযতে রেখে যাচ্ছি যার হিফাযতে অবস্থান কারী কেউই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।[১৩৬]

সফরে থাকাকালীন ও প্রত্যাবর্তনের সুন্নাত।

- সফরের প্রয়োজন পূরা হয়ে গেলে তারাতারি পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসা। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম ৪৮৫৫, ইফাবা হাঃ ৪৮০৮)
- মাহরাম পুরুষ ব্যতীত কোন মহিলার একাকী সফর করা বৈধ নয়। (সহিহ মুসলিম ৩১৪৯-৩১৬১; ইফাবা হাঃ ৩১২৪-৩১৩৬)
- সফর থেকে ফিরে আসার সময় বাসা বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে নিকটস্থ মাসজিদে গিয়ে প্রথমে দু'রাক'আত (নফল) সলাত পড়া। (সহিহ বুখারি ৩০৮৭, ইফাবা হাঃ ২৮৬৬)
- সফরে সঙ্গী গ্রহণ করা এবং তিনজনের মধ্যে অন্তত: একজনকে আমীর বা নেতা মনোনয়ন করা। (সুনানে আবু দাউদ ২৬০৮, ইফাবা হাঃ ২৬০০)

[১৩৬] সুনানে ইবনে মাজাহ ২৮২৫; মুসনাদে আহমাদ ৮৯৭৭; হাদিস সহিহ।

চিকিৎসা সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

রোগী দেখতে যাওয়ার ফযিলাত।

عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ

অর্থঃ আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন কোন মুসলিম তার মুসলিম রোগী ভাইকে দেখতে যায় তখন সে বসা পর্যন্ত জান্নাতে সদ্য তোলা ফলের মাঝে চলাচল করতে থাকে। যখন সে (রোগীর পার্শ্বে) বসে পড়ে আল্লাহর রহমাত তাকে বেষ্টন করে ফেলে, সময়টা যদি সকাল বেলা হয় তবে সত্তর হাজার মালায়িকা (ফেরেশতা) তার জন্য রহমাতের দু'আ করতে থাকে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত, আর যদি সময়টা সন্ধ্যা বেলা হয় তবে সত্তর হাজার মালায়িকা (ফেরেশতা) তার জন্য রহমাতের দু'আ করতে থাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত।[১৩৭]

রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ।

প্রথম দু'আঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন রুগীর সেবা করার জন্য যেতেন তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন-

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণঃ লা-বা'ছা ত্বাহু-রুন ইনশা-আল্লা-হ।

অর্থঃ কিছু না, ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে।[১৩৮]

দ্বিতীয় দু'আঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি এমন কোন রোগীকে দেখতে গেল যার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি তাহলে সে যেন নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে রোগ মুক্ত করবেন।

[১৩৭] সুনানে তিরমিযি ৯৬৯, ইফাবা হাঃ ৯৭২; ইবনে মাজাহ ১/১৪৪২, ইফাবা হাঃ ১৪৪২; হাদিস সহিহ।
[১৩৮] সহিহ বুখারি ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ইফাবা হাঃ ৩৩৫৫, ৫১৪১।

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

উচ্চারণঃ আসআলুল্লা-হাল আযী-ম, রব্বাল আরশীল আযী-মি, আন এশফিয়াকা।

অর্থঃ আমি তোমার রোগ মুক্তির জন্য আরশের আযীমের মহান রব আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এর নিকট প্রার্থনা করছি।[১৩৯]

কঠিন রোগে পতিত তথা মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাময় ব্যক্তির জন্য দু'আ।

প্রথম দু'আঃ আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রসূলুল্লাহ ﷺ আমার গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম তিনি এই দু'আ পাঠ করেছিলেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়া আল হিক্বনী বির রফি-ক্বিল আলা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।[১৪০]

দ্বিতীয় দু'আঃ আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে তার সম্মুখে রাখা পানির পাত্রের মধ্যে স্বীয় হস্তদ্বয় ভিজিয়ে তার চেহারা মুছতে লাগলেন এবং নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করছিলেন-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ

উচ্চারণঃ লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইন্না লিল-মাউতী সাকারা-ত।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন নেই, সত্যিই মৃত্যু যন্ত্রণা কঠিন।[১৪১]

তৃতীয় দু'আঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

[১৩৯] সুনানে তিরমিযি ২০৮৩, ইফাবা হাঃ ২০৮৯; সুনানে আবু দাউদ ৩১০৬, ইফাবা হাঃ ৩০৯২; হাদিস সহিহ।
[১৪০] সহিহ বুখারি ৪৪৪০, ইফাবা হাঃ ৪০৯৩; সহিহ মুসলিম ৬৪৪৬।
[১৪১] সহিহ বুখারি ৪৪৪৯, ইফাবা হাঃ ৪০৯৯।

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লাহু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারী-কা লাহু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হ।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, রাজত্ব তারই। সমস্ত প্রশংসা তার জন্যই। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন (অনিষ্ট বা উপকার করার) ক্ষমতা কারো নেই।[১৪২]

মৃত্যু কামনা করা নিষেধ।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ দুঃখ কষ্টে পতিত হবার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কিছু করতেই চায়, তা হলে সে যেন বলে-

أَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আহয়িনী মা-কা-নাতিল হায়াতু খাইরন লি- ওয়াতা ওফ্ফানি- ইযা-কা-নাতিল ওয়াফা-তু খাইরন লি-।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মরে যাওয়া কল্যাণকর হয়।[১৪৩]

শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করা।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে শাহাদাতের আকাঙ্খা করে আল্লাহ তাকে তা (অর্থাৎ তার সাওয়াব) দিয়ে থাকেন, যদিও সে শাহাদাত লাভের সুযোগ না পায়।[১৪৪]

অপর একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সাহাল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌছে দিবেন যদিও সে নিজ বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করে।[১৪৫]

[১৪২] সুনানে তিরমিযি ৩৪৩০, ইফাবা হাঃ ৩৪৩০; ইবনে মাজাহ ১/৩৭৯৪, ইফাবা হাঃ ৩৭৯৪; হাদিস সহিহ।
[১৪৩] সহিহ বুখারি ৫৬৭১, ৬৩৫১, ৭২৩৩, ইফাবা হাঃ ৫১৫৬।
[১৪৪] সহিহ মুসলিম ৪৮২৩, ইফাবা হাঃ ৪৭৭৬, ইসে হাঃ ৪৭৭৭।
[১৪৫] সহিহ মুসলিম ৪৮২৪, ইফাবা হাঃ ৪৭৭৭, ইসে হাঃ ৪৭৭৮; সুনানে তিরমিযি ১৬৫৩, ইফাবা হাঃ ১৬৫৯, সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৩১৬৪; সুনানে ইবনে মাজাহ ২৭৯৭।

শাহাদাত লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা।

قَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى شَهَادَةً فِى بَلَدِ رَسُوْلِكَ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন: হে আল্লাহ! তোমার রসূলের শহরে আমাকে শাহাদাত দান কর।[১৪৬]

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করব:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى شَهَادَةً فِى سَبِيْلِكَ

হে আল্লাহ! তোমার পথে আমাকে শাহাদাত দান কর।

মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়া ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর তালক্বীন দাও।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

উচ্চারণঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।[১৪৭]

মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় দু'আ।

উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আবু সালামাকে দেখতে এলেন তখন তার চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ (بِاسْمِهٖ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِى عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ،

وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهٗ فِى قَبْرِهٖ، وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফির লিফুলা-নিন, (বিসমিহি) ওয়ারফা দারাজাতাহু ফিল মাহদিয়্যি-না, ওয়াখলুফহু ফী আক্বিবীহি ফিল গ-বিরীনা, ওয়াগফিরলানা ওয়ালাহু- ইয়া রব্বাল আ-লামি-ন। ওয়াফসাহ লাহু- ফী ক্বরীহি ওয়া নাওয়ির লাহু ফী-হি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি (মৃত ব্যক্তির নাম ধরে) মাগফিরাত দান কর, যারা হিদায়াত লাভ করেছে, তাদের মাঝে তার মর্যাদা উচু করে দাও। এবং যারা রয়ে গেছে তাদের মাঝ

[১৪৬] সহিহ বুখারি, অধ্যায় ৫৬/৩, অধ্যায়ের শিরোনামে হাদিসটি আছে।

[১৪৭] সহিহ মুসলিম ২০০৮, ইফাবা হাঃ ১৯৯২, ইসে হাঃ ১৯৯৯; সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৩১০২, ৩১০৩।

থেকে তার জন্য প্রতিনিধি বানিয়ে দাও। হে সমগ্র জগতের রব! আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত আর আলোকময় করে দাও।[১৪৮]

রোগী দেখার সময় সুন্নাত।

- রোগীর জন্য দু'আ করা। (সহিহ বুখারি ৫৬৭৫, ইফাবা হাঃ ৫১৬০)
- মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা। (সহিহ মুসলিম ২০০৮, ইফাবা হাঃ ১৯৯২)
- অসুস্থ ব্যক্তির নিকট উত্তম কথা বলা। (সহিহ মুসলিম ২০১৪, ইফাবা হাঃ ১৯৯৮)
- রোগীকে জোর করে কোন কিছু না খাওয়ানো। (সুনানে ইবনু মাজাহ ৩৪৪৪)

[১৪৮] সহিহ মুসলিম ২০১৫, ইফাবা হাঃ ১৯৯৯, ইসে হাঃ ২০০৬; আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৩১০৪।

ঝাড়-ফূঁক সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

সাপের দংশন।

সাপ বা বিচ্ছু দংশন করলে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ক্ষতস্থানে ফুঁ দিবে।[১৪৯]

অসুস্থতা।

শরীর অসুস্থবোধ হলে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে তা মুখে মাসেহ করে নিবে।[১৫০]

ফোঁড়া বা যখম।

আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: শরীরের কোন স্থানে পূজ হলে কিংবা ফোঁড়া হলে বা আঘাতের কারণে ক্ষত হলে শাহাদাত আঙ্গুলে মাটি লাগিয়ে নিম্নের দু'আটি পড়ে ফুঁ দিবে এবং ক্ষতস্থানে বুলিয়ে দিবে। দু'আটি হলো-

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি তুরবাতু আরদ্বিনা, বিরী-ক্বাতি বা'দিনা, লিয়ুশফা বিহী সাক্বী-মুনা বিইযনী রব্বিনা।

অর্থঃ আল্লাহর নামে আমাদের মাটি, আমাদের মুখের থু-থু আমাদের রবের আদেশে আমাদের অসুস্থ ব্যক্তিদের সুস্থতা দান করে থাকে।[১৫১]

জ্বর হলে করণীয়।

ইবনু উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপ, তাই পানি দিয়ে তাকে শীতল করো।[১৫২]

শরীর ব্যাথা।

উসমান ইবনু আবুল আস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: শরীরের কোন স্থানে ব্যাথা হলে সেখানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করে নিম্নের দু'আটি সাতবার পড়বে।

---

[১৪৯] সহিহ বুখারি ২২৭৬, ৫০০৭, ইফাবা হাঃ ২১৩২, ৪৬৪১; সুনানে তিরমিযি ২০৬৪।

[১৫০] সহিহ বুখারি ৫৭৪৮, ইফাবা হাঃ ৫২২৪; সহিহ মুসলিম ৫৬০৭, ইফাবা হাঃ ৫৫২৬, ইসে হাঃ ৫৫৫১; সুনানে আবু দাউদ ৩৯০৪, ইবনে মাজাহ ৩৫৩৯।

[১৫১] সহিহ বুখারি ৫৭৪৫, ইফাবা হাঃ ৫২২১; সহিহ মুসলিম ৫৬১২, ইফাবা হাঃ ৫৫৩১, ইসে হাঃ ৫৫৫৬; সুনানে আবু দাউদ ৩৮৯৫, ইফাবা হাঃ ৩৮৫১; ইবনে মাজাহ ৩৫২১।

[১৫২] সহিহ মুসলিম ৫৬৪৪, ইফাবা হাঃ ৫৫৬৩, ইসে হাঃ ৫৫৮৮।

أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

উচ্চারণঃ আ'উ-যুবিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহী- মিন্ শাররিমা আজিদু ওয়া উহা-যিরু।
অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকট এবং তাঁর শক্তির নিকট আশ্রয় চাচ্ছি আমি যেই ব্যথা অনুভব করছি এবং যা ধারণা করি তার অনিষ্ট থেকে।[১৫৩]

যাদু-টোনা থেকে মুক্তির দু'আ।

কা'ব আহবার (রাঃ) বলেন, কয়েকটি বাক্য অর্থাৎ দু'আ যদি আমি নিয়মিত আমল না করতাম তাহলে ইহুদীরা আমাকে (যাদুমন্ত্র দিয়ে) গাধা বানিয়ে ফেলতো। তাকে প্রশ্ন করা হলো সেই কালিমাগুলো কি? উত্তরে তিনি এই দু'আটি পেশ করলেন।

أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ، الَّذِىْ لَيْسَ شَىْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ

উচ্চারণঃ আ'উ-যু বিওয়াজহিল্লা-হিল আযী-ম, আল্লাযী লাইসা শাইয়ুন আ'যমা মিনহু, ওয়া বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতিল্লাতি লা-ইউজা-বিযুহুন্না বাররুন ওয়ালা ফা-জির, ওয়াবি আসমা-ইল্লা-হিল হুসনা-কুল্লুহা মা-আলিমাতু মিনহা ওয়ামা লাম আ'লাম, মিন শাররি মা-খলাক্বা, ওয়া বারা'আ, ওয়া যারা'আ।
অর্থঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঐ আল্লাহর জাতের অসিলায়! যার থেকে বড় আর কিছু নেই। এবং আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার অসিলায় যার ভাল মন্দ কেউ অতিক্রম করতে পারে না এবং আল্লাহর আসমাউল হুসনা বা সকল সুন্দর নামের অসিলায় যার কিছু আমি জানি আর কিছু জানি না। আমি তার কাছে পানাহ চাই যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।[১৫৪]

বদ-নযর লাগলে করণীয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: বদনযর লাগা সত্য।[১৫৫]

উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখলেন যে, তার চেহারা মলিন। তখন তিনি বললেন: তাকে ঝড়ফুঁক করাও, কেননা তার উপর নযর লেগেছে।[১৫৬]

---

[১৫৩] সহিহ মুসলিম ৫৬৩০, ইফাবা হাঃ ৫৫৫১, ইসে হাঃ ৫৫৭৪।

[১৫৪] মু'আত্তা মালেক ২৭৬৩; হাদিস সহিহ।

[১৫৫] সহিহ বুখারি ৫৭৪০, ইফাবা হাঃ ৫২১৬; সুনানে আবু দাউদ ৩৮৭৯, ইফাবা হাঃ ৩৮৩৯।

যে দু'আ পড়ে রসূলুল্লাহ ﷺ ঝাড়-ফুঁক করতেন।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রব্বান না-সি, মুয্‌হিবাল বা'সিশফি আন্‌তাশ শা-ফী, লা-শা- ফিয়া ইল্লা আনতা শিফা-আন, লা- ইউগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি মানুষের রব, রোগ নিরাময়কারী, সুস্থতা দান করো, তুমি সুস্থতা দানকারী। তুমি ব্যতীত আর কেউ সুস্থতা দানকারী নেই। এমন সুস্থতা দাও, যা কোন রোগ অবশিষ্ট রাখে না।[১৫৭]

আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন-

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণঃ আযহিবিল বা'ছা রব্বান্না-ছিশফিহী আনতাশ শা-ফী, লা-শিফা-আ ইল্লা- শিফা-উকা, শিফা-আন লা-ইউগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থঃ সমস্যা বিদূরিত করে দাও, হে মানুষের রব! তাকে সুস্থতা দান কর, তুমিই সুস্থতা দানকারী। তোমার শিফা ব্যতীত কোন শিফা নেই। এমন সুস্থতা দান কর, যার পরে কোন রোগ-ব্যাধি বাকী থাকে না।[১৫৮]

মাথা ব্যথা বা অন্যান্য অসুস্থতা।

আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। জিব্রাইরীল (আঃ) নাবী ﷺ এর নিকট আগমন করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (জিব্রাইরীল) বললেন-

[১৫৬] সহিহ বুখারি ৫৭৩৯, ইফাবা হাঃ ৫২১৫; সহিহ মুসলিম ৫৬১৮, ইফাবা হাঃ ৫৫৩৭, ইসে হাঃ ৫৫৬২ (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২১৯৭)।

[১৫৭] সহিহ বুখারি ৫৭৪২, ইফাবা হাঃ ৫২১৮; সুনানে আবু দাউদ ৩৮৯০, ইফাবা হাঃ ৩৮৫০; সুনানে তিরমিযি ৯৭৩।

[১৫৮] সহিহ মুসলিম ৫৬০২, ইফাবা হাঃ ৫৫২১, ইসে হাঃ ৫৫৪৬।

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি আর্‌ক্বী-কা মিন কুল্লি শাইয়িন ইউযী-কা মিন শাররী কুল্লি নাফসিন আও আইনিন হা-সিদিন, আল্লাহু এশফী-কা বিসমিল্লা-হি আরক্বী-কা।

অর্থঃ আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি, সে সব জিনিস হতে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব আত্মার খারাবী থেকে অথবা হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহ আপনাকে মুক্ত করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।[১৫৯]

কালোজিরা।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল হাব্বাতুস সাওদা (কালোজিরা) মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের চিকিৎসা।[১৬০]

শিঙ্গা লাগানো।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই শিঙ্গার মধ্যে চিকিৎসা রয়েছে।[১৬১]

সুরমা লাগানো।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন পরাও; কেননা তা তোমাদের উত্তম পোশাক। **আর তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো 'ইসমিদ' সুরমা। কারণ তা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এবং চোখের পাতার চুল গজায়।**[১৬২]

মেহেদী লাগানো

আলী ইবনু উবাইদুল্লাহ (রহঃ) হতে তার দাদী সালমা উম্মু রাফি (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি রসূলুলুল্লাহ ﷺ এর খাদিমা (সেবিকা) ছিলেন। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ এর

[১৫৯] সহিহ মুসলিম ৫৫৯৩, ইফাবা হাঃ ৫৫১২, ইসে হাঃ ৫৫৩৭।

[১৬০] সহিহ বুখারি ৫৬৮৭, ৫৬৮৮, ইফাবা হাঃ ৫১৭২, ৫১৭৩; সহিহ মুসলিম ৫৬৫৯, ৫৬৬১, ইফাবা হাঃ ৫৫৭৬, ৫৫৭৭, ইসে হাঃ ৫৬০১, ৫৬০৩; সুনানে তিরমিযি ২০৪১।

[১৬১] সহিহ বুখারি ৫৬৯৭, ইফাবা হাঃ ৫১৮১; সহিহ মুসলিম ৫৬৩৫, ইফাবা হাঃ ৫৫৫৪, ইসে হাঃ ৫৫৭৯।

[১৬২] সুনানে আবু দাউদ ৩৮৭৮, ইফাবা হাঃ ৩৮৩৮; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৪৯৭, ইফাবা হাঃ ৩৪৯৭; হাদিস সহিহ।

দেহে কোন তলোয়ার বা দা-এর আঘাতে ক্ষত হতো, তিনি তাতে মেহেদী লাগানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিতেন।[১৬৩]

মধু।

মধুর মধ্যে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

অর্থঃ তার (মৌমাছির) পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় (মধু) নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে প্রতিকার।[১৬৪]

বহু হাদিসে মধু সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ মধু পছন্দ করতেন এবং বলেছেন উত্তম ঔষধের মধ্যে মধু অন্যতম।[১৬৫]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক লোক রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের উদরাময় (পেটের পীড়া) হচ্ছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করালো। তারপর এসে বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু তার পীড়া আরো বেড়ে গেছে। তিনি এভাবে তাকে তিনবার বললেন। অতঃপর লোকটি চতুর্থবার এসে বলল, নাবী ﷺ বললেন: তাকে মধু পান করাও। লোকটি বলল মধু পান করিয়েছি কিন্তু উদরাময় (পেটের পীড়া) ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আল্লাহই সত্য বলেছেন, তোমার ভাইয়ের পেটের যন্ত্রণাটি মিথ্যা। অতঃপর পুনরায় তাকে পান করালে সুস্থ হয়ে গেল।[১৬৬]

আজওয়া খেজুর।

সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল বেলায় সাতটি আজওয়া খেজুর (মদিনার বিশেষ এক প্রকার খেজুর) খাবে, সে দিন কোন বিষ বা যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না।[১৬৭]

---

[১৬৩] সুনানে তিরমিযি ২০৫৪, ইফাবা হাঃ ২০৬০; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫০২, ইফাবা হাঃ ৩৫০২; হাদিস সহিহ।
[১৬৪] সূরা নাহল ১৬ ঃ ৬৯।
[১৬৫] সহিহ বুখারি ৫৬৮৩, ইফাবা হাঃ ৫১৬৮।
[১৬৬] সহিহ মুসলিম ৫৬৬৩, ইফাবা হাঃ ৫৫৭৯, ইসে হাঃ ৫৬০৫।
[১৬৭] সহিহ বুখারি ৫৭৬৯, ইফাবা হাঃ ৫২৪৪; সুনানে আবু দাউদ ৩৮৭৬, ইফাবা হাঃ ৩৮৭৬।

যমযমের পানি।

এই পানি সকল পানির প্রধান, সর্বোৎকৃষ্ট সবচেয়ে মূল্যবান ও আত্মার নিকট সবচেয়ে প্রিয় পানি। জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: যমযমের পানি যে উপকারের জন্য পান করা হবে, তা অর্জিত হবে।[১৬৮]

যাইতুনের তেল।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা যাইতুনের তেল খাও ও তা শরীরে মালিশ কর। কেননা তা বরকতময় বৃক্ষ হতে।[১৬৯]

---

[১৬৮] সুনানে ইবনে মাজাহ ৩০৬২, ইফাবা হাঃ ৩০৬২; মুসনাদে আহমাদ ১৪৮৪৯; হাদিস সহিহ।
[১৬৯] মুসনাদে আহমাদ ১৬০৫৫, ১৬০৫৪, ইবনে মাজাহ, ইফাবা হাঃ ৩৩১৯, সুনানে তিরমিযি ১৮৫১, ইফাবা হাঃ ১৮৫৭।

বৃষ্টি প্রার্থনা সম্পর্কিত দু'আ সমূহ।

মেঘের গর্জনের সময় যে দু'আ পড়তে হয়।

আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যখন তিনি মেঘের গর্জন শুনতে পেতেন তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন।

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়ালমালা-ইকাতু মিন খী-ফাতিহি।

অর্থঃ পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যার পবিত্রতার মহিমা বর্ণনা করে তার প্রশংসার সাথে মেঘের গর্জন এবং ফেরেশতাগণও তার ভয়ে ভীত হয়ে।[১৭০]

বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ সমূহ।

প্রথম দু'আঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাছক্বিনা, আল্লা-হুম্মাছক্বিনা, আল্লা-হুম্মাছক্বিনা।
অর্থঃ হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন।[১৭১]

দ্বিতীয় দু'আঃ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম ﷺ এর খিদমতে কিছু লোক বৃষ্টি না হওয়ার কারণে ক্রন্দনরত অবস্থায় আগমন করে (বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে বলে)। তখন তিনি ﷺ এই দু'আ করেন-

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাসক্বিনা গাইছান মুগি-ছান মারী-য়ান মারী-আন, না-ফি'আন গইরা দ্বা-ররিন, আ-জিলান গাইরা আ-জিলিন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এমন বৃষ্টি বর্ষণ করুন যা আমাদের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হয়, ফলমূল ও ফসলাদি উৎপাদনে সহায়ক হয়, যা আমাদের জন্য অপকারী না হয়ে উপকারী হয় এবং তা বিলম্বের পরিবর্তে অবিলম্বে দান করুন।[১৭২]

[১৭০] মুয়াত্তা মালিক ১৮০১; হাদিস সহিহ।
[১৭১] সহিহ বুখারি ১০১৩, ইফাবা হাঃ ৯৫৮।

তৃতীয় দু'আঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির বর্ষণের জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করেছিলেন-

اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আগিছনা- আল্লা-হুম্মা আগিছনা- আল্লা-হুম্মা আগিছনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন।[১৭৩]

চতুর্থ দু'আঃ আমর ইবনে শুআইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা আবদুল্লাহ (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইসতিকার সলাতের সময় বলতেন-

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাসক্বি ইবা-দাকা ওয়া বাহা-ইমাকা ওয়ানশুর রহমাতাকা, ওয়া আহয়ী বালাদাকাল মাইয়্যিতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দা ও পশু-পক্ষীদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং তোমার রহমত বিস্তৃত কর। (অনাবৃষ্টির কারণে) মৃতপ্রায় তোমার জনপদগুলিকে সজীব কর।[১৭৪]

বৃষ্টি বর্ষণের সময় পড়ার দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি দেখলে বলতেন-

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছইয়্যিবান না-ফিআন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! মুষলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও।[১৭৫]

বৃষ্টি বর্ষণের পর পড়ার দু'আ।

যাইদ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বৃষ্টি বর্ষণের পর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন।

[১৭২] সুনানে আবু দাউদ ১১৭১, ইফাবা হাঃ ১১৬৯; হাদিস সহিহ।
[১৭৩] সহিহ বুখারি ১০১৪, ইফাবা হাঃ ৯৫৯; সহিহ মুসলিম ১৯৬৩, (ফুয়াদ আ. বাহী হাঃ ৮৯৭), ইফাবা হাঃ ১৯৪৮; ইসে হাঃ ১৯৫৫।
[১৭৪] সুনানে আবু দাউদ ১১৭৬, ইফাবা হাঃ ১১৭৬; হাদিসটি হাসান।
[১৭৫] সহিহ বুখারি ১০৩২, ইফাবা হাঃ ৯৭৫।

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ

উচ্চারণঃ মুতিরনা- বিফাযলিল্লা-হি ওয়া রহমাতিহি।

অর্থঃ আল্লাহর করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি।[১৭৬]

বৃষ্টি বন্ধের দু'আ।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি বন্ধের জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করেছিলেন-

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লাইনা ওয়ালা আলাইনা, আল্লা-হুম্মা আলাল আ-কা-মি ওয়াযযিরা-বি, ওয়া বুতু-নিল আওদিয়াতি, ওয়া মানা-বিতি সাজারি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি, উপত্যকায় এবং বনভূমিতে বর্ষণ কর।[১৭৭]

ঝড়-তুফানের সময় যে দু'আ পড়তে হয়।

এক. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে এরূপ বলতে শুনেছি: বাতাস আল্লাহর এক হুকুম, তা কখনো রহমাত নিয়ে আসে, আবার কখনো আযাব নিয়ে আসে। তুমি যখন বাতাসকে দেখবে, তখন তাকে মন্দ বলবে না, বরং আল্লাহর কাছে এর থেকে কল্যাণ প্রার্থনা করবে এবং এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাহা ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এর অনিষ্ট হতে।[১৭৮]

দুই. আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বাতাস প্রবল আকার ধারণ করত, তখন নাবী ﷺ এভাবে দু'আ করতেন।

[১৭৬] সহিহ বুখারি ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭, ৭৫০৩, ইফাবা হাঃ ৮০৬, ৯৮১।
[১৭৭] সহিহ বুখারি ১০১৪, ইফাবা হাঃ ৯৫৯; সহিহ মুসলিম ১৯৬৩, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৮৯৭), ইফাবা হাঃ ১৯৪৮; ইসে হাঃ ১৯৫৫।
[১৭৮] সুনানে আবু দাউদ ৫০৯৭, ইফাবা হাঃ ৫০০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ১২২৮; হাদিস সহিহ।

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা খয়রহা, ওয়া খয়রা মা-ফি-হা, ওয়া খয়রামা-উরসিলাত বিহী। ওয়া আউ-যুবিকা মিন শাররিহা, ওয়া শাররিমা ফী-হা, ওয়া শাররিমা-উরসিলাত বিহী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণ ও এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত আছে এবং যে কল্যাণ এর সাথে প্রেরিত হয়েছে তা তোমার নিকট কামনা করছি। আর আমি তোমার নিকট এর (ঝড় ও বাতাসের) অকল্যাণ ও এর মধ্যে যে অকল্যাণ নিহিত আছে এবং যে অকল্যাণ এর সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৭৯]

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় করণীয়।

- আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় তীর নিক্ষেপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি সূর্যগ্রহণ লেগেছে। আমি তীরগুলো নিক্ষেপ করলাম এবং বললাম, আজ সূর্যগ্রহণ রসূলুল্লাহ ﷺ এর অবস্থান লক্ষ্য করব। অতঃপর আমি তার নিকট পৌছলাম। তিনি তখন দু'হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করছিলেন এবং তিনি আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দুটি সূরা পড়লেন এবং দু'রাকাত সলাত আদায় করলেন।[১৮০]
- আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কারো জীবন ও মৃত্যুর কারণে লাগে না। বরং এ দু'টি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। অতএব, তোমরা যখন এ দু'টি (গ্রহণ লাগতে) দেখ, তখন সলাতে মশগুল হও।[১৮১]

[১৭৯] সহিহ মুসলিম ১৯৭০, ইফাবা হাঃ ১৯৫৫, ইসে হাঃ ১৯৬২; সুনানে তিরমিযি ৩৪৪৯, ইফাবা হাঃ ৩৪৪৯।
[১৮০] সহিহ মুসলিম ২০০৩, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৯১৩), ইফাবা হাঃ ১৯৮৭, ইসে হাঃ ১৯৯৪।
[১৮১] সহিহ মুসলিম ২০০৬, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৯১৪), ইফাবা হাঃ ১৯৯০, ইসে হাঃ ১৯৯৭।

২য় অধ্যায়

পারিবারিক ক্ষেত্রে পঠিত দু'আ সমূহ।

নব বিবাহিতের প্রতি অভিনন্দন জানানোর দু'আ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ কোন মানুষের জন্য তার বিবাহের সময় এরূপ দু'আ করতেন। তিনি বলতেন,

بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

উচ্চারণঃ বারাকাল্লা-হু লাকা, ওয়া বা-রাকা আলাইকা, ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইরিন।

অর্থঃ আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, তোমাকে বারাকাত দান করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবন কল্যাণময় হোক।[১৮২]

বিবাহিত ব্যক্তি বাসরঘরে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে যে দু'আ পড়বে।

আমর ইবনে শুআইব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর দাদা হতে তিনি নাবী কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। নাবী ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিবাহ করে অথবা কোন দাস ক্রয় করে, তখন সে যেন এই দু'আ পাঠ করে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা জাবালতাহা আলাইহি।

অর্থঃ তোমার নিকট এর কল্যাণের প্রার্থনা জানাই এবং প্রার্থনা জানাই তার কল্যাণময় স্বভাবের, যার ওপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং তার আদিম প্রভৃত্তির অকল্যাণ হতে যার ওপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ।[১৮৩]

দু'আ করার নিয়ম হচ্ছে, স্ত্রীর কপালে হাত রেখে স্বামী দু'আ পড়বে। আর যখন কোনো উট ক্রয় করবে তখন কুজ ধরে অনুরূপ দু'আ পড়বে।

[১৮২] সুনানে আবু দাউদ ২১৩০, ইফাবা হাঃ ২১২৭; সুনানে তিরমিযি ১০৯১, ইবনে মাজাহ ১৯০৫; হাদিস সহিহ।

[১৮৩] সুনানে আবু দাউদ ২১৬০, ইফাবা হাঃ ২১৫৭; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৯১৮; হাদিসটি হাসান।

সহবাসের সময় পঠিত দু'আ।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, যদি কোন লোক তার স্ত্রীর নিকট (সহবাসের উদ্দেশ্যে) যাওয়ার ইচ্ছা করে, তাহলে সে যেন বলে-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ্ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বা-না মা রযাক্বতানা।

অর্থঃ আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখ এবং এ মিলনে তুমি আমাদেরকে যা দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

যদি তাদের এ মিলনে কোন সন্তান লিখা থাকে, তবে শয়তান তার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।[১৮৪]

বাসর রাতে স্বামী -স্ত্রী একসঙ্গে সলাত আদায় করার পর দু'আ।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন মহিলা তার স্বামীর কাছে আসবে, তখন স্বামী সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়াবে এবং তার পিছনে তার স্ত্রীও দাঁড়াবে এবং উভয়ই দু'রাকাত সলাত আদায় করবে। অতঃপর বলবে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ أَهْلِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيَّ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّيْ وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِيْ خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ فِيْ خَيْرٍ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বারিকলি ফী আহলী ওয়াবা-রিকলী ফীইয়া, আল্লা-হুম্মার ঝুকহুম মিন্নী ওয়ার ঝুকনী মিনহুম। আল্লা-হুম্মাজমাআ বাইনানা মা জামা'তা ফী খাইরীন, ওয়া ফারক্বিক বাইনানা ইযা ফারককৃতা ফী খাইরিন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের স্বার্থে আমার পরিবারে বরকত দিন এবং আমার মাঝে পরিবারের স্বার্থে বরকত দিন। হে আল্লাহ! তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রিযিক দিন। হে আল্লাহ! যে কল্যাণ আপনি জমা করেছেন তা আপনি আমাদের মাঝে জমা করে দিন। আর যদি কল্যাণকে পৃথক করেন তাহলে আমাদের মাঝে পৃথক করে দিন।[১৮৫]

আল্লাহর কাছে নেক সন্তান চাওয়ার দু'আ।

এক. ইবরাহীম (আঃ) এই দু'আ পাঠ করে আল্লাহর কাছে সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

[১৮৪] সহিহ বুখারি ১৪১, ৬৩৮৮, ইফাবা হাঃ ১৪৩, ৫৮৩৩; সহিহ মুসলিম ৩৪২৫, ইফাবা হাঃ ৩৩৯৮, ইসে হাঃ ৩৩৯৭।

[১৮৫] মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক ১০৪৬০, ১০৪৬১; সনদ সহিহ।

উচ্চারণঃ রব্বি হাবলী মিনাস স-লিহিন।
অর্থঃ (হে আমার) রব! তুমি আমাকে একজন নেক সন্তান দান কর।[১৮৬]
দুই. যাকারিয়া (আঃ) এই দু'আ পড়ে আল্লাহর কাছে সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন।

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

উচ্চারণঃ রব্বি লা তাযারনী ফারদাও ওয়া আনতা খাইরুল ওয়া-রিছিন।
অর্থঃ (হে আমার) রব! আমাকে একা রেখ না, তুমি তো শ্রেষ্ট ওয়ারিস।[১৮৭]

আল্লাহর কাছে নেক স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তান চাওয়ার দু'আ।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

উচ্চারণঃ রব্বানা-হাবলানা মিন আয ওয়া-যিনা ওয়া যুররিয়্যা তিনা কুররাতা আ'য়ূনিও ওয়াজ'আলনা-লিল মুত্তাকি-না ইমা-মা।

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এমন স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানাদি দান কর যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর তুমি আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দাও।[১৮৮]

সন্তান ও পরিবারের জন্য দু'আ।

ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তান ও পরিবারের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন-

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

উচ্চারণঃ রব্বানা লিইউক্বী-মুছ সলা-তা ফাজ'আল আফয়িদাতাম মিনাননা-সি, তাহবী ইলাইহিম ওয়ার ঝুকহুম মিনাস সামার-তি লাআল্লাহুম এশকুরূ-ন।
অর্থঃ হে আমাদের রব! তারা যেন সলাত কায়েম করে। মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল ফলাদী দ্বারা রূযী দান কর। সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।[১৮৯]

বাচ্চাদের জন্য পরিত্রাণ চাওয়ার দু'আ।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ হাসান এবং হুসাইন এর জন্য নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ) এর জন্য দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন।

[১৮৬] সূরা সাফফাত ৩৭ ঃ ১০০।
[১৮৭] সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৮৯।
[১৮৮] সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ৭৪।
[১৮৯] সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ৩৭।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

উচ্চারণঃ আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিং কুল্লি শাইত্ব-নিন ওয়া হা-ম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিল লা-ম্মাতিন।

অর্থঃ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।[১৯০]

পিতা মাতার জন্য দু'আ।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

উচ্চারণঃ রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি ছাগী-রা।

অর্থঃ (হে আমার) রব! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছন।[১৯১]

সহবাসের ক্ষেত্রে সুন্নাত।

- স্ত্রীর সাথে একবার সহবাস করার পর পুন:রায় সহবাস করতে চাইলে মধ্যখানে অজু করা। (সহিহ মুসলিম ৫৯৪, ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৩০৮; ইফাবা হাঃ ৫৯৮)
- সহবাসের পর নাপাক অবস্থায় কিছু খেতে হলে কিংবা সহবাসের পর ঘুমালে এর পূর্বে গুপ্তাঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ ধুয়ে সলাতের ন্যায় অজু করা। (সহিহ বুখারি ২৮৮, ইফাবা হাঃ ২৮৪; সহিহ মুসলিম ৫৮৬, ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৩০৫; ইফাবা হাঃ ৫৯০)

সহবাসের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজ।

- ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২২২; সুনানে আবু দাউদ ২১৬৫)
- স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে (পায়খানার রাস্তায়) সঙ্গম করা। (সুনানে আবু দাউদ ২১৬২, ২১৬৩)
- স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। (সহিহ মুসলিম ৩৪৩৪, ইফাবা হাঃ ৩৪০৭)

[১৯০] সহিহ বুখারি ৩৩৭১, ইফাবা হাঃ ৩১২৯।
[১৯১] সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ ঃ ২৪।

৩য় অধ্যায়

সামাজিক ক্ষেত্রে পঠিত দু'আ সমূহ

সালামের প্রসার।

এক. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে। আর তোমরা ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আর আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না, যদি তোমরা তা গ্রহণ কর, তবে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা হলো তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের বিস্তার কর, অর্থাৎ বেশী বেশী করে সালাম আদান প্রদান করবে।[১৯২]

দুই. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে, সে (পূর্ণ) ঈমান লাভ করে ঃ ১। নিজ থেকে ইনসাফ (ন্যায় বিচার প্রতিষ্টা) করা, ২. বিশ্বে সালামের প্রচলন, এবং ৩. অভাবী অবস্থাতেও দান খয়রাত করা।[১৯৩]

তিন. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ তুমি লোকদের খাদ্য খাওয়াবে এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।[১৯৪]

অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠালে তার উত্তর।

গালিব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হাসান (রাঃ) এর দরজায় বসে ছিলাম। এ সময় সেখানে এক ব্যক্তি এসে বলে যে, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যিনি আমার দাদা থেকে হাদিস শুনেছেন। তিনি বলেন, একবার আমার পিতা আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তুমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট যাও এবং তাকে আমার সালাম প্রদান কর। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গেলাম এবং বললাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম বলেছেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيْكَ السَّلَامُ

[১৯২] সহিহ মুসলিম, ইফাবা হাঃ ; সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৫১০৩; সুনানে তিরমিযি ২৫১০।
[১৯৩] সহিহ বুখারি ২/২০, সালামের প্রচলন করা ইসলামের শামিল, অধ্যায়। ফাতহুল বারী ১/৮২।
[১৯৪] সহিহ বুখারি ১২, ২৮, ৬২৩৬; ইফাবা হাঃ ১১, ২৭; সুনানে আবু দাউদ ৫১৯৪, ইফাবা হাঃ ৫১০৪।

উচ্চারণঃ আলাইকা ওয়া আলা আবী-কাস সালা-ম।

অর্থঃ তোমার প্রতি এবং তোমার পিতার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।[১৯৫]

অতএব, সালাম দাতার জন্য বলতে হবে-

عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

উচ্চারণঃ আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালা-ম

অর্থঃ তোমার প্রতি এবং তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

কাফির সালাম দিলে তার উত্তর।

আনাস (রাঃ) বলেন, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন, কোনো আহলে কিতাব সালাম দিলে জবাবে বলবে- وَعَلَيْكُمْ (ওয়া আলাইকুম) "তোমাদের উপরও বর্ষিত হোক।"[১৯৬]

সাক্ষাতকারের ক্ষেত্রে সুন্নাত।

- মুসলিম পরস্পর সাক্ষাৎ হলে সালাম দেয়া। (সহিহ বুখারি ১২, ২৮, ইফাবা হাঃ ১১, ২৭)
- একবার সালাম দেয়ার পর সামান্য আড়াল হয়ে পুনরায় দেখা হলে তারপরও সালাম দেয়া। (সুনানে আবু দাউদ ৫২০০, ইফাবা হাঃ ৫১১০)
- সালামের অভ্যাস গড়ে তোলা। যেমন- স্বামী স্ত্রীকে সালাম দিবে, স্ত্রী স্বামীকে সালাম দিবে। বাবা-মা সন্তানকে সালাম দিবে। সন্তান বাবা-মাকে সালাম দিবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সালাম দিবে। ছাত্র-ছাত্রীরা, শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সালাম দিবে। ঈমাম সাহেব মুসল্লিদের সালাম দিবে এবং মুসল্লিরা ঈমাম সাহেবকে সালাম দিবে।
- সালাম দিবে ছোট বড়কে, আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচলকারী ব্যক্তিকে, পদব্রজে চলাচলকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে, কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে। (সুনানে আবু দাউদ ৫১৯৮, ৫১৯৯, ইফাবা হাঃ ৫১০৮, ৫১০৯; সুনানে তিরমিযি ২৭০৩)
- সালামের পর মুসাফাহ করা। (সুনানে আবু দাউদ ৫২১২, ইফাবা হাঃ ৫১২২; সুনানে তিরমিযি ২৭২৭)

[১৯৫] সুনানে আবু দাউদ ৫২৩১, ইফাবা হাঃ ৫১৪১; হাদিসটি হাসান।
[১৯৬] সহিহ বুখারি ৬২৫৮, ইফাবা হাঃ ৫৭১১ ; সহিহ মুসলিম ৫৫৪৮, ইফাবা হাঃ ৫৪৭০, ইসে হাঃ ৫৪৯২; সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৫১১৭।

- কোন মজলিস বা মাহ্‌ফিলে উপস্থিত হলে সালাম দিয়ে বসা এবং চলে যাবার সময় সালাম দিয়ে যাওয়া। (সুনানে আবু দাউদ ৫২০৮, ইফাবা হাঃ ৫১১৮; সুনানে তিরমিযি ২৭০৬)
- সমষ্টিগতদের থেকে একজনই সালাম দেয়া। অনুরূপভাবে সমষ্টিগতদের পক্ষ থেকে একজনেই জবাব দেয়া। (সুনানে আবু দাউদ ৫২১০, ইফাবা হাঃ ৫১২০)

সালাম বিনিময় বা সম্মান প্রদর্শনের সময় নিষিদ্ধ কাজ।

- সালাম বা সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে মাথা নত করা কিংবা কদমবুচি করা। (সুনানে তিরমিযি ২৭২৮)
- কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো। (সুনানে তিরমিযি ২৭৫৪)
- অমুসলিমকে আগে সালাম দেয়া। (সুনানে তিরমিযি ২৭০০)
- হাতের ইশারায় সালাম দেয়া। (সুনানে তিরমিযি ২৬৯৫)
- প্রস্রাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া। (সুনানে তিরমিযি ২৭২০)

কেউ যদি বলে আমি আপনাকে ভালবাসি তার উত্তর।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী ﷺ এর নিকট উপস্তিত ছিল। এমন সময় তাদের নিকট দিয়ে একজন লোক হেটে গেল। তখন সে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি এই লোকটিকে ভালবাসি। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি তাকে একথা জানিয়েছ? সে বলল না। তিনি বললেন, তাকে জানিয়ে দাও। লোকটি তার পেছনে পেছনে গিয়ে তাকে বলল: আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি। জবাবে সে বলল: যার জন্য আপনি আমাকে ভালবাসেন, তিনিও যেন আপনাকে ভালবাসেন।

মোট কথা প্রথম ব্যক্তি বলবে-

إِنِّيْ أُحِبُّكَ فِيْ اللهِ

উচ্চারণঃ ইন্নী উহিব্বুকা ফিল্লা-হি।
অর্থঃ আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি।
উত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলবে-

أَحَبَّكَ الَّذِيْ أَحْبَبْتَنِيْ لَهُ

উচ্চারণঃ আহাব্বা কাল্লাযী আহবাবতানী লাহু।
অর্থঃ যার জন্য আপনি আমাকে ভালবাসেন, তিনিও যেন আপনাকে ভালবাসেন।[১৯৭]

[১৯৭] সুনানে আবু দাউদ ৫১২৫, ইফাবা হাঃ ৫০৩৭; হাদিসটি হাসান।

কারো জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে বললেন-

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আল্লিমহুল কিতা-ব।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে (ইবনু আব্বাসকে) কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান কর।[১৯৮]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ফাক্কিহহু ফিদ্দীন।
অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে (ইবনু আব্বাসকে) দ্বীনের জ্ঞান দান কর।[১৯৯]

ভাল কাজের পরিবর্তে পঠিত দু'আ।

উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কাউকে অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে-

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

উচ্চারণঃ জাযাকাল্লা-হু খায়রান।
অর্থঃ আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।[২০০] তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল।
যে বলে, আল্লাহ আপনার গুণাহ মাফ করুক, তার জন্য দু'আ।

আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম ﷺ এর খেদমতে আগমন করলে তার খাবার হতে আহার করি। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, তখন তিনি বললেন, وَلَكَ "ওয়ালাকা" অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকেও (মাফ করুন)।[২০১]

[১৯৮] সহিহ বুখারি ৭৫, ইফাবা হাঃ ৭৫।
[১৯৯] সহিহ বুখারি ১৪৩, ইফাবা হাঃ ১৪৫ ; সহিহ মুসলিম ৬২৬২, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৪৭৭), ইফাবা হাঃ ৬১৪৪, ইসে হাঃ ৬১৮৭।
[২০০] সুনানে তিরমিযি ২০৩৫, ইফাবা হাঃ ২০৪১; হাদিস সহিহ।
[২০১] মুসনাদে আহমাদ ২০৭৭৮; হাদিস সহিহ।

হাঁচি আসলে যা বলতে হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। কাজেই যখন কেউ হাঁচি দিবে তখন " أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ " বলবে। যারা তা শোনবে তাদের প্রত্যেককে তার জবাব দেয়া ওয়াজিব হবে।[২০২]

হাঁচির দু'আর উত্তরে যা বলতে হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে। আর শ্রোতা যেন এর জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ারহামুকাল্লাহু) "আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন" বলে। আর তদুত্তরে হাঁচি দাতা বলবে- يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম) "আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমার অবস্থা সঠিক রাখুন।"[২০৩]

কাফির ব্যক্তি হাচি দিয়ে أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে তার জবাব।

আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা নাবী ﷺ এর সামনে হাঁচি দিত এবং আশা করত যে, তিনি তাদের জন্য হাঁচির জবাবে বলবেন: "ইয়ারহামুকুল্লাহ"। কিন্তু তিনি বলতেন:

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

উচ্চারণঃ এহদি-কুমুল্লা-হু ওয়া ইয়ুসলিহু বা-লাকুম।

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করুন।[২০৪]

হাঁচি এবং হাই এর সময় সুন্নাত।

- হাঁচির সময় নিজের হাত দিয়ে কিংবা কাপড় রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা এবং হাঁচির শব্দ চেপে রাখার চেষ্টা করা। (সুনানে তিরমিযি ২৭৪৫)

[২০২] সহিহ বুখারি ৬২২৩, ইফাবা হাঃ ৫৬৭৭।
[২০৩] সহিহ বুখারি ৬২২৪, ইফাবা হাঃ ৫৬৭৮; সুনানে তিরমিযি ২৭৪১।
[২০৪] সুনানে তিরমিযি ২৭৩৯, ইফাবা হাঃ ২৭৩৯; হাদিস সহিহ।

- হাই আসলে স্বীয় হাত দ্বারা নিজে মুখ বন্ধ করে রাখা। (সহিহ বুখারি ৬২২৬, ইফাবা হাঃ ৫৬৮০)

যে ব্যক্তি তার সম্পদের কিছু অংশ তোমাকে দেয়ার জন্য তোমার সামনে উপস্থিত করলো তার জন্য দু'আ।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) মদীনায় আগমন করলে নাবী ﷺ তাঁর ও সা'দ ইবনু রাবী'আ আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। সা'দ (রাঃ) ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবদুর রহমান (রাঃ) কে বললেন, আমি তোমার সাথে আমার সম্পত্তি অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিতে চাই এবং তোমাকে বিয়ে করিয়ে দিতে চাই। তখন আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) বললেন:

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ

উচ্চারণঃ বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা ওমা-লিকা।

অর্থঃ আল্লাহ! তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন।[২০৫]

ঋণ থেকে মুক্তির দু'আ।

এক. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলতেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাঝানি ওয়াল আজঝি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি ওয়াযালা'ইদ দাইনি ওয়া গলাবাতির রিজা-ল।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পরিত্রাণ চাই দুঃশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হতে।[২০৬]

দুই. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে এই দু'আটি পাঠ করতে শুনেছি।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ

[২০৫] সহিহ বুখারি ২০৪৯, ২২৯৩, ৩৭৮১, ২৯৩৭, ৫০৭২, ৫১৪৮, ৫১৫৩, ৫১৫৫, ৫১৬৭, ৬০৮২, ৬৩৮৬, ইফাবা হাঃ ১৯২১, মার্চ ২০০৩; ফাতাহুল বারী ৪/২৮৮।
[২০৬] সহিহ বুখারি ৬৩৬৩, ইফাবা হাঃ ৫৮১০।

উচ্চারণঃ আ'উযুবিল্লা-হি মিনাল কুফরি ওয়াদ দাঈন।

অর্থঃ আমি আল্লাহর কাছে কুফর এবং ঋণ থেকে পানাহ চাই। "একজন লোক প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রসূল! আপনি ঋণ এবং কুফরকে এক পাল্লায় দাঁড় করালেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! কেননা ঋণগ্রস্থ হলে মানুষ ধীরে ধীরে কুফুরিতে লিপ্ত হয়ে পরে।"[২০৭]

তিন. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একটি চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার নিকটে এসে বলে, আমার চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে আমি অপারগ হয়ে পড়েছি। আমাকে আপনি সহযোগিতা করুন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিব না যা আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর সীর (সাবীর) পর্বত পরিমাণ ঋণও থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বলেন, তুমি বলো-

أَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাক ফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিকা, ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়া-কা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। এবং তোমার অনুগ্রহ প্রদান করে তুমি ছাড়া অন্য সকলের অনুগ্রহ থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।[২০৮]

ঋণ পরিশোধের সময় ঋণ দাতার জন্য দু'আ।

আবদুল্লাহ ইবনু আবু রাবীআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ঋণ আদায়ের সময় ঋণ দাতার জন্য উক্ত দু'আ করেছিলেন-

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءِ

উচ্চারণঃ বা-রাকাল্লা-হু ফী আহলিকা ওমা-লিকা ইন্নামা-জাযা-উস সালাফিল হামদু ওয়াল আদা-ই।

অর্থঃ আল্লাহ! তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন। আর ঋণ দানের বিনিময় হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং সময়মত নির্ধারিত বিষয় আদায় করা।[২০৯]

---

[২০৭] সুনানে নাসায়ি ৫৪৮৯, ইফাবা হাঃ ৫৪৭৪, ৫৪৭৫; হাদিস সহিহ।
[২০৮] সুনানে তিরমিযি ৩৫৬৩, ইফাবা হাঃ ৩৫৬৩; হাদিসটি হাসান।
[২০৯] সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৪৬৮৩; ইবনে মাজাহ ২/৮০৯; হাদিস সহিহ।

কেউ দু'আ চাইলে যা বলতে হবে।

উম্মু সুলাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ! আপনার খাদিম আনাসের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি বললেন-

اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আকছির মা-লাহু, ওয়া-ওয়া লাদাহু, ওয়া বা-রিক লাহু, ফীমা আ'ত্বইতাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বারাকাত দিন। এবং আপনি তাকে যা দান করেছেন তাতেও বারাকাত দিন।[২১০]

কেউ হাদিয়া বা সাদাকা দিলে তার জন্য দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য একটি ছাগী হাদিয়া স্বরুপ প্রেরিত হলে তিনি বলেন, তা (যবেহ করে) ভাগ বন্টন করে দাও। সে মতে তাই করা হলো খাদেম বিতরণ করে ফিরে আসলে আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, তারা কি বলল? খাদেম জবাব দিল, তারা বলল- بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ "বারাকাল্লাহু ফী-কুম" (আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন)। তখন আয়িশাহ্ (রাঃ) বলতেন- وَفِيْهِمْ بَارَكَ اللّٰهُ "ওয়া ফী-হিম বারাকাল্লাহু" (আল্লাহ তাদেরকেও বরকত দান করুন।) তারা যেরূপ বলেছেন, আমরাও তাদেরকে তদ্রুপ উত্তর দিলাম। অথচ আমাদের পুরস্কার (সওয়াব) আমাদের জন্য রয়ে গেল।[২১১]

কাউকে গালি দিয়ে ফেললে তার জন্য দু'আ।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন-

اَللّٰهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ফাআইয়ুমা মুমিনিন সাবাবতুহু ফাজআল যা-লিকা লাহু কুরবাতান ইলাইকা এওমাল ক্বিয়া-মাহ।

---

[২১০] সহিহ মুসলিম ৬২৬৬, ইফাবা হাঃ ৬১৪৮, ইসে হাঃ ৬১৯১।
[২১১] আল কালিমুত তাইয়্যিব ২৩৯; হাদিস সহিহ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! যে মুমিনকে আমি গালি দিয়েছি ওটা তার জন্য কিয়ামতের দিন তোমার নিকট নৈকট্যের ব্যবস্থা করে দাও।[২১২]

কাউকে কোন শাস্তি দিলে বা গালি গালাজ করলে তার জন্য দু'আ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: হে আল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ। সুতরাং আমি কোন মুসলিমকে গাল-মন্দ করলে কিংবা তাকে অভিশাপ করলে অথবা আঘাত করলে তখন তুমি তার জন্য তা পবিত্রতা ও রহমাত অর্জনের উপায় বানিয়ে দিও।

اَللّٰهُمَّ إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নামা আনা বাশারুন, ফাআইয়ুমা রজুলিম মিনাল মুসলিমীনা সাববতুহু আও লা'আনতুহু আও জালাদতুহু ফাজ'আলহা লাহু যাকা-তান ওয়া রহমাতান।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ। আমি যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেই অথবা অভিশাপ দেই অথবা শাস্তি দেই তুমি তা তার জন্য রহমত হিসাবে ধার্য কর।[২১৩]

অশুভ লক্ষণ অপছন্দ হওয়ার দু'আ।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা-ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুকা, ওয়ালা খাইরুকা, ওয়া লা ইলা-হা গাইরুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি কোন ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই আর তোমার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।[২১৪]

বিপন্ন (প্রতিবন্ধী) লোককে দেখে যে দু'আ পড়তে হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন রোগক্রান্ত বা বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে এই দু'আটি পাঠ করে, তাহলে সে উক্ত ব্যাধিতে কখনো আক্রান্ত হবে না।

[২১২] সহিহ বুখারি ৬৩৬১, ইফাবা হাঃ ৫৮০৮; সহিহ মুসলিম ৬৫১৭, ইফাবা হাঃ ৬৩৮৬, ইসে হাঃ ৬৪৩৬।
[২১৩] সহিহ মুসলিম ৬৫১০, ইফাবা হাঃ ৬৩৭৯, ইসে হাঃ ৬৪৩০।
[২১৪] মুসনাদে আহমাদ ২/২২০; আস সিলসিলাতুস সহিহা ৩/৫৪; হাদিস সহিহ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযি আ-ফা-নি- মিম্মাবতালা-কা বিহী ওয়া ফায্যালানী আলা কাছি-রিম মিম্মান খালাক্বা তাফযি-লা।

অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি তোমাকে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তাঁর অসংখ্যক সৃষ্টির উপর আমাকে সম্মান দান করেছেন।[২১৫]

কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির দু'আ।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলতেন:

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জায়ালতাহু সাহলান, ওয়া আনতা তাজআলুল হাযনা ইযা শি'তা সাহলান।

অর্থঃ হে আল্লাহ! কোন কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য কর নাই, যখন তুমি ইচ্ছা কর দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য (তথা দুর) করতে পারো।[২১৬]

আনন্দদায়ক কিছু দেখলে যা বলবে।

আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আনন্দদায়ক কোন কিছু দেখলে বলতেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী বিনি মাতিহী তাতিম্মুস স-লিহা-তু।

অর্থঃ সেই আল্লাহর প্রশংসা যার নিয়ামতের কল্যাণে সমুদয় সৎকার্য সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।[২১৭]

ক্ষতিকারক কিছু দেখলে তার জন্য দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখলে বলতেন-

[২১৫] সুনানে তিরমিযি ৩৪৩২, ইফাবা হাঃ ৩৪৩২; হাদিস সহিহ।
[২১৬] ইবনে হিব্বান ২৪২৭; হাদিস সহিহ।
[২১৭] মুসতাদরাকে হাকিম ১৮৪০; সহিহ আল জামে ৪/২০১; হাদিস সহিহ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লা-হি আলা কুল্লি হা-লিন।
অর্থঃ সকল অবস্থাতেই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।[২১৮]

নাবী ﷺ এর উপর সলাত (দরূদ) এবং সালাম পাঠের ফযিলাত।

- আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা তোমাদের গৃহকে কবরে পরিণত করো না। আর তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর সলাত (দরূদ) পেশ করবে, কেননা তোমাদের সলাত (দরূদ) আমার কাছে পৌছে যায় তোমরা যেখানেই থাক না কেন।[২১৯]
- আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।[২২০]
- আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি আমার উপর সালাম প্রদান করে তখন আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি সালামের উত্তর দিতে পারি।[২২১]

মোরগ ও গাধার ডাক শুনে পঠিত দু'আ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম ﷺ বলেছেন: যখন তোমরা মোরগের ডাক শোনতে পাবে তখন আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। কেননা সে ফেরেশতাদের দেখতে পায়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস আলুকা মিন ফাদ্বলিকা।
অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ চাচ্ছি।

আর যখন তোমরা গাধার ডাক শোনতে পাবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। কেননা গাধা শয়তানকে দেখে থাকে।

---

[২১৮] মুসতাদরাকে হাকিম ১৮৪০; সহিহ আল জামে ৪/২০১; হাদিস সহিহ।
[২১৯] সুনানে আবু দাউদ ২০৪২, ইফাবা হাঃ ২০৩৮; হাদিস সহিহ।
[২২০] সহিহ মুসলিম ৭৩৫, ইফাবা হাঃ ৭৩৩, ইসে হাঃ ৭৪৮; সুনানে তিরমিযি ৪৮৫, ইফাবা হাঃ ৪৮৫; সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ১৫৩০।
[২২১] সুনানে আবু দাউদ ২০৪১, ইফাবা হাঃ ২০৩৭; হাদিস সহিহ।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বানির রাজী-ম।
অর্থঃ বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।[২২২]

রাতে কুকুরের ডাক শুনলে যে দু'আ পড়তে হয়।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাত্রি বেলায় যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক এবং গাধার চিৎকার ধ্বনি শুনবে, তখন তোমরা তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা, তারা যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাও না।[২২৩]

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বানির রাজী-ম।

অর্থঃ বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

এক মুসলিম অন্য মুসলিমের প্রশংসায় যা বলবে।

আবু বাকরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এর নিকট একদিন এক লোক অন্য লোকের প্রশংসা করল। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে দিয়েছ, তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেলেছ। এ কথাটি তিনি একাধিকবার বললেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কারো যদি তার সাথীর প্রশংসা করতেই হয় তবে সে যেন বলে-

اَحْسِبُ فُلَانًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهٗ وَلَا أُزَكِّيْ عَلَى اللّٰهِ أَحَدًا أَحْسِبُهٗ - إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ - كَذَا وَكَذَا

উচ্চারণঃ আহসিব ফুলা-নান, ওয়াল্লাহু হাসী-বুহু ওয়ালা উযাককী আলাল্লা-হি আহাদান আহসিবহু, ইন কা-না ইয়া'লামু যা-কা, কাযা ওয়া কাযা।

অর্থঃ অমুক সম্পর্কে আমি এই ধারণা পোষণ করি, আল্লাহ তার সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, আল্লাহর উপর কারো সম্পর্কে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি না, তবে আমি তার সম্পর্কে (যদি জানা থাকে) এই ধারণা পোষণ করি।[২২৪]

---

[২২২] সহিহ মুসলিম ৬৮১৩, ইফাবা হাঃ ৬৬৭১, ইসে হাঃ ৬৭২৫; সুনানে আবু দাউদ ৫১০২, ইফাবা হাঃ ৫০১৪; সুনানে তিরমিযি ৩৪৫৯, ইফাবা হাঃ ৩৪৫৯।
[২২৩] সুনানে আবু দাউদ ৫১০৩, ইফাবা হাঃ ৫০১৫; হাদিস সহিহ।
[২২৪] সহিহ মুসলিম ৭৩৯১, ইফাবা হাঃ ৭২৩০, ইসে হাঃ ৭২৮৩।

কেউ কোন মুসলিমের প্রশংসা করলে, যার প্রশংসা করা হবে তার জন্য যা করণীয়।

আদী ইবনে আরতাহ্ (রহঃ) বলেন, যখন নাবী ﷺ এর কোন সাহাবীর প্রশংসা করা হতো তখন তিনি বলতেন।

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْلِيْ مَالَا يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লা-তু'আ-খিযনী বিমা-একু-লু-না, ওয়াগফিরলী মা-লা এ'লামু-না, ওয়াজ আলনী খইরাম মিম্মা ইয়াযুননূ-না।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না, আমাকে ক্ষমা কর, যা তারা জানে না, আমাকে কল্যাণ দাও যা তারা ধারণা করছে।[২২৫]

আশ্চার্যজনক অবস্থায় ও আনন্দের সময় যা বলবে।

উম্মু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন:

আশ্চর্যজনক অবস্থায় বলবে- سُبْحَانَ اللّٰهِ "সুবহানাল্লাহ!" (আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)।[২২৬]

আনন্দের সময় বলবে- اَللّٰهُ اَكْبَرُ "আল্লাহু আকবার।" (আল্লাহ মহান)।[২২৭]

আনন্দদায়ক কোন সংবাদ আসলে করণীয়।

আবু বাকরাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এর নিকট কোন খুশির সংবাদ আসলে অথবা তাঁকে কোন সুসংবাদ দেয়া হলে তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় স্বরুপ সাজদায় পড়ে যেতেন।[২২৮]

শয়তানের কুমন্ত্রণার মুকাবিলায় যা বলবে।

আবদুর রহমান ইবনু খানবাশ আত-তামীমী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ কে শয়তান আক্রমণ করেছিলো, তখন শয়তানের মোকাবেলায় জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনি পাঠ করুন। তিনি বললেন, আমি কি পাঠ করব? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আপনি পাঠ করুন-

[২২৫] আল আদাবুল মুফরাদ ১/২৬৭, ইফাবা হাঃ ৭৬৬; সহিহ আদাবুল মুফরাদ, ৫৮৫, বায়হাকী, শুআবুল ঈমান ৪/২২৮; সনদ সহিহ।
[২২৬] সহিহ বুখারি ৬২১৮, ৬২১৯, ইফাবা হাঃ ৫৬৭২, ৫৬৭৩; সহিহ মুসলিম ২/১৮৫৭, ইফাবা হাঃ ।
[২২৭] সহিহ বুখারি ৬২১৮, ইফাবা হাঃ ৫৬৭২; ফাতহুল বারী ৮/৪৪১।
[২২৮] সুনানে আবু দাউদ ২৭৭৪, ইফাবা হাঃ ২৭৬৫।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَبَرَأَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ

উচ্চারণঃ আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তিল্লাতি লা ইয়ূজা ইযুহুন্না বাররুন ওয়ালা ফা-জিরুন; মিন শাররি মা খালাক্বা ওয়া বারা'আ ওয়া যারা'আ, ওয়া মিন শাররি মা এনযিলু মিনাস সামা-ই, ওয়া মিন শাররি মা ইয়া'রুজু ফীহা, ওয়ামিন শাররি মা যারা'আ ফিল আরদ্বি, ওয়ামিন শাররি মা ইয়াখরুজু মিনহা, ওয়া মিন শাররি ফিতানিল্লাইলি ওয়ান নাহা-রি; ওয়ামিন শাররি কুল্লি ত্বা-রিক্বিন ইল্লা ত্বা-রিক্বান এত্বরুকু বিখইরিন ইয়া-রহমা-নু।

অর্থঃ আল্লাহর ঐ সকল পূর্ণ কথার সাহায্যে আমি আশ্রয় চাই যা কোন সৎ লোক বা অসৎ লোক অতিক্রম করতে পারে না। ঐ সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যা আকাশ হতে নেমে আসে এবং যা আকাশে চড়ে, আর যা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে। এবং দিন রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, আর প্রত্যেক আগন্তুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, তবে কল্যাণের প্রতীক ছাড়া হে দয়াময়।[২২৯]

নতুন ফল দেখার পর পঠিত দু'আ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাকা ফল হাতে নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বা-রিকলানা- ফী সামারিনা, ওয়া বা-রিক লানা ফী মাদি-নাতিনা, ওয়া বা-রিকলানা ফী স-ইনা, ওয়া বা রিকলানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফল সমূহে বরকত দান কর। বরকত দাও তুমি আমাদের শহরে, বরকত দাও আমাদের পরিমাপ-সামগ্রী 'সা'-এ,[২৩০] আর বরকত দাও আমাদের 'মুদ্দে'-এ। (মুদ বলা হয় প্রায় আধা সের ওজনের পাত্রকে)।[২৩১]

মজলিসে যে দু'আ পড়তে হয়।

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিটি মজলিসে হিসাব করে দেখা গেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত মজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে একশত বার বলতেন।

[২২৯] মুসনাদে আহমাদ ১৫৪৬০; সহিহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/২৬৩২; সহিহ আল জামে ৭৪; হাদিস সহিহ।
[২৩০] 'সা' বলা হয় প্রায় পৌনে তিন সের ওজনের পাত্রকে।
[২৩১] সুনানে তিরমিযি ৩৪৫৪, ইফাবা হাঃ ৩৪৫৪; ইবনে মাজাহ, ইফাবা হাঃ ৩৩২৯; হাদিস সহিহ।

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

উচ্চারণঃ রাব্বিগফিরলি ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাউয়া-বুল গফু-র।

অর্থঃ হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আর আমার তাওবাহ্ কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি তাওবাহ্ কবুলকারী, ক্ষমাশীল।[২৩২]

মজলিস হতে উঠে যাওয়ার সময় যে দু'আ পড়তে হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোন ব্যক্তি মজলিসে বসে, অতঃপর প্রয়োজন ছাড়া অনেক কথাবার্তা বলে, সে উক্ত মজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে যদি এই দু'আটি পাঠ করে, তাহলে উক্ত মজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা, ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূ-বু ইলা-ইকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছেই তাওবাহ্ করছি।[২৩৩]

মজলিসে বসার আদব।

- কাউকে তার আসন থেকে তুলে সেই আসনে বসা। (সুনানে তিরমিযি ২৭৪৯)
- অনুমতি ব্যতীত দু'জন লোকের মাঝে বসা। (সুনানে তিরমিযি ২৭৫২)
- কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো। (সুনানে তিরমিযি ২৭৫৪)

[২৩২] সুনানে তিরমিযি ৩৪৩৪, ইফাবা হাঃ ৩৪৩৪; ইবনে মাজাহ, ইফাবা হাঃ ৩৮১৪। হাদিস সহিহ; হাদিসের শব্দগুলো তিরমিযির।

[২৩৩] সুনানে আবু দাউদ ৪৮৫৯, ইফাবা হাঃ ৪৭৮৩; সুনানে তিরমিযি ৩৪৩৩, ইফাবা হাঃ ৩৪৩৩; হাদিস সহিহ।

চতুর্থ অধ্যায়

সলাত সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

আযানের বাক্য সমূহ।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ সবার চেয়ে বড়, আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়, আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

সলাতের জন্য এসো, সলাতের জন্য এসো।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

কল্যাণের জন্য এসো, কল্যাণের জন্য এসো।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ সবার চেয়ে বড়, আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।[২৩৪]

ফজরের আযানের সময় "হাইয়্যালাল ফালাহ্" এর পরে বলতে হবে।

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

[২৩৪] সহিহ মুসলিম ৭২৮, ইফাবা হাঃ ৭২৬, ইসে হাঃ ৭৪১; সুনানে আবু দাউদ ৪৯৯, ইফাবা হাঃ ৪৯৯।

ঘুম হতে সলাত উত্তম, ঘুম হতে সলাত উত্তম।[২৩৫]

আযানের জবাব ও আযানের শেষে দু'আ।

এক. আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুআয্যিন যা বলে তোমরাও তাই বলবে।[২৩৬] তবে মুয়ায্যিন যখন 'হাইয়্যা আলাস সলাহ' এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলেন, তখন তোমরা বলবে-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণঃ লা- হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ।

অর্থঃ কারো কোন ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।[২৩৭]

দুই. সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুয়াযযিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে, তার গুনাহ মাফ করা হবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا

উচ্চারণঃ আশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারী-কা লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূ-লুহু, রাদ্বিতু বিল্লা-হি রব্বান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন রসূ-লান, ওয়া বিল ইসলা-মী দী-নান।

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদ ﷺ কে রসূল এবং ইসলামকে দীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।[২৩৮]

তিন. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন: তোমরা যখন মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্যে আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা কর। কেননা, 'ওয়াসীলাহ' জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া

[২৩৫] সুনানে আবু দাউদ ৫০০, ইফাবা হাঃ ৫০০; হাদিস সহিহ।
[২৩৬] সহিহ বুখারি ৬১১, ইফাবা হাঃ ৫৮৪; সহিহ মুসলিম ৭৩৪, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৩৮৩), ইফাবা হাঃ ৭৩২, ইসে হাঃ ৭৪৭।
[২৩৭] সহিহ বুখারি ৬১৩, ইফাবা হাঃ ৫৮৬; সহিহ মুসলিম ৭৩৬, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৩৮৫), ইফাবা হাঃ ৭৩৪, ইসে হাঃ ৭৪৯।
[২৩৮] সহিহ মুসলিম ৭৩৭, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৩৮৬), ইফাবা হাঃ ৭৩৫, ইসে হাঃ ৭৫০।

হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[২৩৯]

চার. জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আযান শুনার পর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে-

أَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি, ওয়াস সলা-তিল ক্বা-ইমাতি, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসী-লাতা ওয়াল ফাদ্বী-লাতা, ওয়াব আছহু মাক্বা-মাম মাহমূ-দানিল্লাযী ওয়া আদতাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সলাতের রব, মুহাম্মাদ ﷺ কে ওয়াসীলাহ ও সর্বোচ্চ মর্যাদা দার কর এবং তাঁকে সেই মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌছে দাও। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ।[২৪০]

পাঁচ. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত দু'আ কখনই প্রত্যাখ্যাত হয় না।[২৪১]

ছয়. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! মুয়াযযিনের মর্যাদা আমাদের চেয়ে বেশী হয়ে যাবে। আমরা কিভাবে তাদের সমান হতে পারব? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: মুয়াযযিন যা বলে তুমিও তাই বল। অতঃপর যখন আযান শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহর কাছে চাও, যা চাইবে তাই দেয়া হবে।[২৪২]

ইমাম ও মুয়াযযিনের জন্য দু'আ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মাসজিদের ইমাম হলো মুসল্লীদের জন্য জিম্মাদার এবং মুয়াযযিন আমানতদার স্বরূপ। এরপর আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের এই বলে দু'আ করলেন।

[২৩৯] সহিহ মুসলিম ৭৩৫, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৩৮৪), ইফাবা হাঃ ৭৩৩, ইসে হাঃ ৭৪৮।
[২৪০] সহিহ বুখারি ৬১৪, ইফাবা হাঃ ৫৮৭।
[২৪১] সুনানে আবু দাউদ ৫২১, ইফাবা হাঃ ৫২১; সুনানে তিরমিযি ২১২; হাদিস সহিহ।
[২৪২] সুনানে আবু দাউদ ৫২৪, ইফাবা হাঃ ৫২৪; হাদিসটি হাসান-সহিহ।

أَللّٰهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আরশিদিল আইম্মাতা ওয়াগফির লিল মুওয়াযযিনি-ন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন কর এবং মুওয়াযযিনদের ক্ষমা কর।[২৪৩]

ইক্বামাতের বাক্য সমূহ।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ) কে আযানের শব্দ দু দু'বার এবং "ক্বাদকামাতিস সলাহ্" ব্যতীত ইক্বামাতের শব্দগুলো বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[২৪৪]

ইক্বামাতের বাক্যসমূহ নিম্নরূপ:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ সবার চেয়ে বড়, আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

সলাতের জন্য এসো।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

কল্যাণের জন্য এসো।

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

সলাত দাঁড়িয়ে গেছে, সলাত দাঁড়িয়ে গেছে।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ সবার চেয়ে বড়, আল্লাহ সবার চেয়ে বড়।

[২৪৩] সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৫১৭, সুনানে তিরমিযি ২০৭; হাদিস সহিহ।
[২৪৪] সহিহ বুখারি ৬০৫, ইফাবা হাঃ ৫৭০।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

তাকবীরে তাহরীমার দু'আ।

এক. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমার পর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ، بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বা-য়িদ বাইনী ওয়া বাইনা খত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা- বা-আদ্‌তা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি, আল্লা-হুম্মা নাক্ব ক্বিনী মিনাল খত্বা ইয়া কামা- ইউনাক্ব ক্বাছ ছাওবুল আবইয়াদু মিনাদ দানাসি, আল্লা-হুম্মাগসিল খত্বা-ইয়া-ইয়া, বিল মা-ই, ওয়াছ ছালজি, ওয়াল বারাদি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার এবং আমার পাপ সমূহের মাঝে এমন দুরত্ব সৃষ্টি করে দাও যেমন দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার পাপ থেকে এমন ভাবে পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।[২৪৬]

দুই. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শুরুর পর এই দু'আটি পাঠ করতেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রা কাসমুকা ওয়া তাআ-লা-জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।[২৪৭]

[২৪৫] সুনানে আবু দাউদ ৪৯৯, ইফাবা হাঃ ৪৯৯; হাদিসটি হাসান-সহিহ।
[২৪৬] সহিহ বুখারি ৭৪৪, ইফাবা হাঃ ৭০৮; সহিহ মুসলিম ১২৪১, ইফাবা হাঃ ১২৩০, ইসে হাঃ ১২৪২। হাদিসের শব্দগুলো সহিহ বুখারির।
[২৪৭] সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৭৭৫, ৭৭৬; সুনানে নাসায়ি, সুনানে তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, ইফাবা হাঃ ৮০৪।

তিন. আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন তাকবীরে তাহরিমার পর এই দু'আটি পড়তেন-

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ، وَنُسُكِيْ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

-اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ - وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণঃ অজ্জাহাতু অজহিয়া লিল্লাযি ফাত্বারাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা হানিফাউ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন, ইন্না সলা-তী, ওয়া নুসুকী, ওয়ামাহ্ইয়া-ইয়া, ওয়ামা মা-তি- লিল্লা-হি রব্বিল আ-লামী-ন, লা- শারী-কালাহু ওয়াবি যা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমি-ন। আল্লা-হুম্মা আনতাল মালিকু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা, আনতা রব্বি ওয়া আনা আবদুকা, যলামতু নাফসী ওয়া তারাফতু বিযামবী ফাগফির লী- যুনূ-বী জামী-আন ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূ-বা ইল্লা-আনতা। ওয়াহদিনী লিআহসানীল আখলা-ক্বি, লা ইয়াহদী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা, ওয়াসরিফ আন্নী সায়্যিআহা-, লা এসরিফু আন্নী সায়্যিআহা ইল্লা আনতা, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা, ওয়াল খইরু কুল্লুহু ফি এদাইকা, ওয়াশশাররু লাইসা ইলাইকা, আনা বিকা ওয়া ইলাইকা, তাবা-রকতা ওয়া তাআ-লাইতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতু-বু ইলাইকা।

অর্থঃ আমি সেই সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য। তার কোন শরীক নেই, আর এজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! তুমি সেই মালিক (রাজাধিরাজ), তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমার রব আর আমি তোমার বান্দা, আমি আমার নিজের ওপর জুলুম করেছি এবং আমি আমার গুণাসমূহ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সকল গুণাহ ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া আর কেউই গুণাহসমূহ ক্ষমা করতে পারে না। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত কর, তুমি ছাড়া আর কেউই আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না। আমার দোষগুলো তুমি আমার থেকে দূরীভুত কর, তুমি

ছাড়া আর কেউই চারিত্রিক দোষ অপসারিত করতে পারে না। আমি তোমার সামনে হাজির হয়েছি। আমি তোমার আনুগত্য করতে প্রস্তুত আছি, সকল কল্যাণ তোমারই হাতে। অকল্যাণের দায় দায়িত্ব তোমার নয়। আমার সব কামনা-বাসনা তোমার কাছেই কাম্য। আমার শক্তি সামর্থ্যও তোমারই দেয়া। তুমি কল্যাণময় এবং তুমি মহিমান্বিত। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছেই তাওবাহ্ করছি।[২৪৮]

চার. আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে (তাহাজ্জুদ) সলাত আদায় করার জন্যে দণ্ডায়মান হতেন, তখন বলতেন:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রব্বা জিবর-ঈলা, ওয়া মী-কা-ঈ-লা, ওয়া ইসরা-ফী-লা, ফা-ত্বিরাস, সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি আ-লিমাল গাইবী ওয়াশ শাহা-দাতি, আনতা তাহকুমু বাইনা ইবা-দিকা ফী-মা কা-নূ ফী-হি এখতালিফু-না। ইহদিনী- লিমাখতুলিফা ফি-হি মিনাল হাক্কি বিইযনিকা, ইন্নাকা তাহদী মান তাশা-উ ইলা ছিরা-তিম মুসতাক্বি-ম।

অর্থঃ হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞাতা! তোমার বান্দাদের মধ্যে তুমিই মীমাংসাকারী যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করছে। সত্যের ব্যাপারে যে মতবিরোধ করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুমি তোমার আদেশ বলে আমাকে সঠিক পথের হিদায়াত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত দান করে থাক।[২৪৯]

পাঁচ. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলতে শোনার পর থেকে তার ওপর আমাল করা কখনো ছাড়িনি।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হু আকবার কাবী-রান, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাসী-রান, ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতান ওয়া আসী-লা।

---

[২৪৮] সহিহ মুসলিম ১৬৯৭, ইফাবা হাঃ ১৬৮২, ইসে হাঃ ১৬৮৯; সুনানে আবু দাউদ ৭৬০, ইফাবা হাঃ ৭৬০, সুনানে তিরমিযি ৩৪২১, ইফাবা হাঃ ৩৪২১; সুনানে নাসায়ি ৮৯৭।

[২৪৯] সহিহ মুসলিম ১৬৯৬, ইফাবা হাঃ ১৬৮১, ইসে হাঃ ১৬৮৮; সুনানে তিরমিযি ৩৪২০, ইফাবা হাঃ ৩৪২০; ইবনে মাজাহ ১৩৫৭।

অর্থঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট, বড়। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অনেক অনেক (প্রশংসা)। আর সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে।[২৫০]

ছয়. নাবী কারীম ﷺ যখন রাতে তাহাজ্জুদের সলাতে দাঁড়াতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা নূ-রুস সামাওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামান ফী-হিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আনতা ক্বায়্যিমুস সামাওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামান ফী-হিন্না। ওয়ালাকাল হামদু আনতাল হাক্বকুন, ওয়া ওয়া'দুকা হাক্বকুন, ওয়া ক্বাওলুকা হাক্বকুন, ওয়া লিক্বা-উকা হাক্বকুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্বকুন, ওয়ান না-রু হাক্বকুন, ওয়াস সা-আতু হাক্বকুন, ওয়ান নাবীয়্যু-না হাক্বকুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্বকুন। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াককালতু, ওয়াবিক আ-মানতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খা-সমতু, ওয়া ইলাইকা হা-কামতু, ফাগফীরলি মা কাদ্দামতু, ওয়ামা আখখারতু, ওয়ামা আসরারতু, ওয়ামা আ-লানতু আনতাল মুকাদ্দিমু, ওয়া আনতাল মুআখখিরু লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু রয়েছে তুমি তাদের নূর। প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে, এসব কিছুকে সুদৃঢ় ও কায়িম রাখার একমাত্র মালিক তুমিই। সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি সত্য, তোমার অঙ্গিকার সত্য, তোমার বাণী সত্য, (আখিরাতে) তোমার সাক্ষাত লাভ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামাত সত্য, নাবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, একমাত্র তোমার উপরই ভরসা রাখি। তোমার উপরই ঈমান এনেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হলাম। শত্রুদের সঙ্গে তোমারই সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা করি। তোমারই নিকট বিচার চাই। অতএব, আমার আগের পরের, গোপনীয় ও প্রকাশ্য গুনাসমূহ ক্ষমা করে দাও। তুমি কোন ব্যক্তিকে অগ্রসরমান কর, আর কোন ব্যক্তিকে পশ্চাদপদ কর, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।[২৫১]

---

[২৫০] সহিহ মুসলিম ১২৪৫, ইফাবা হাঃ ১২৩৩, ইসে হাঃ ১২৪৫।

[২৫১] সহিহ বুখারি ৬৩১৭, ৭৩৮৫, ৭৪৪২, ৭৪৯৯, ইফাবা হাঃ ৫৭৬৫; সহিহ মুসলিম ১৬৯৩, ইফাবা হাঃ ১৬৭৮, ইসে হাঃ ১৬৮৫; হাদিসের শব্দগুলো সহিহ বুখারির।

রুকুর তাসবীহ।

এক. আবু হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে এই তাসবীহ **তিনবার** পাঠ করতেন।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ সুবহা-না কা রব্বিল আযী-ম।

অর্থঃ আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[২৫২]

দুই. আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে এবং সাজদাহ্য় এই দু'আটি পাঠ করতেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগফিরলি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[২৫৩]

তিন. আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে এবং সাজদায় এই দু'আ পাঠ করতেন।

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণঃ সুব্বু-হুন কুদ্দু-সুন রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার রূ-হ।

অর্থঃ মালায়িকাবৃন্দ (ফেরেশতা) এবং রূহুল কুদ্স (জিবরাঈল আঃ) এর রব স্বীয় সত্তায় এবং গুণাবলীতে পবিত্র।[২৫৪]

চার. আওফ ইবনে মালিক আল আশজাঈ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সলাত আদায় করতে দাঁড়ালাম। সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ রুকু করলেন এবং এই দু'আটি পাঠ করলেন-

---

[২৫২] সহিহ মুসলিম ১৬৯৯, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৭৭২), ইফাবা হাঃ ১৬৮৪, ইসে হাঃ ১৬৯১; সুনানে আবু দাউদ ৭৮১, সুনানে তিরমিযি ২৬১,

[২৫৩] সহিহ বুখারি ৭৯৪, ৮১৬, ৪২৯৩, ৪৯৬৭, ৪৯৬৮, ইফাবা হাঃ ৭৫৮; সহিহ মুসলিম ৯৭২, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৪৮৪), ইফাবা হাঃ ৯৬৭, ইসে হাঃ ৯৭৮।

[২৫৪] সহিহ মুসলিম ৯৭৮, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৪৮৭), ইফাবা হাঃ ৯৭৩, ইসে হাঃ ৯৮৪; সুনানে আবু দাউদ ৮৭২, সুনানে নাসায়ি ১০৪৭, ।

—৮

سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

উচ্চারণঃ সুবহা-না যিল জাবারূ-তি ওয়াল মালাকু-তি ওয়াল কিবরিয়া-য়ি ওয়াল আযামাতি।

অর্থঃ পাক পবিত্র (সেই মহান আল্লাহ), যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব, গরিমা এবং অতুল্য মহত্বের অধিকারী।[২৫৫]

পাঁচ. আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকুতে যেতেন তখন বলতেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِى وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু, ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া লাকা আসলামতু, খাশাআ লাকা সাম'ঈ,ওয়া বাসারী, ওয়া মুখখী, ওয়া আযমী, ওয়া আসাবী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু (মাথা অবনত) করছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, একমাত্র তোমার কাছে অত্মসমর্পন করেছি, আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড়, আমার স্নায়ু তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত।[২৫৬]

রুকু হতে দাঁড়ানোর সময় দু'আ।

এক. রিফা'আ ইবনু রাফি (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বলতেন-

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণঃ সামি আল্লা-হু লিমান হামিদাহ।

অর্থঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শুনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে।[২৫৭]

দুই. রিফা'আ ইবনু রাফি (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত পড়ানো অবস্থায় এক ব্যক্তি রুকু হতে উঠে এই দু'আটি পাঠ করল। সলাত শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এই দু'আটি পড়লো? লোকটি বলল, আমি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমি দেখলাম প্রায় ত্রিশ জন ফেরেশতা এই দু'আটি আগে লিখার জন্য প্রতিযোগিতা করছে।

[২৫৫] সুনানে আবু দাউদ ৮৭৩, ইফাবা হাঃ ৮৭৩; সুনানে নাসায়ি ১০৪৯; হাদিস সহিহ।
[২৫৬] সহিহ মুসলিম ১৬৯৭, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৭৭১), ইফাবা হাঃ ১৬৮২, ইসে হাঃ ১৬৮৯; সুনানে আবু দাউদ ৭৬০, ৭৬১; সুনানে নাসায়ি ১০৪৯; সুনানে তিরমিযি ৩৪২২, ইফাবা হাঃ ৩৪২২।
[২৫৭] সহিহ বুখারি ৭৯৯, ইফাবা হাঃ ৭৬৩; সুনানে আবু দাউদ ৭২২।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

উচ্চারণঃ রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু,হামদান কাছী-রান ত্বাইয়্যিবান মুবা-রাকান ফী-হি।
অর্থঃ হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমার জন্য, অনেক অনেক পবিত্র ও বারকাত পূর্ণ প্রশংসা।[২৫৮]

তিন. আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ- أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ- اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণঃ রব্বানা লাকাল হামদু মিল'আস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, ওয়া মিলআ-মা-শি'তা মিন শাই'ইন বা'দু। আহলাছ ছানা-ই ওয়াল মাজদি, আহাক্বকু মা-ক্বা-লাল আবদু ওয়াকুল্লুনা লাকা আবদুন, আল্লা-হুম্মা লা-মা-নি'আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিআ লিমা মানা'তা ওয়ালা এনফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি আসমান-জমিনসম পরিপূর্ণ প্রশংসার অধিকারী, অতঃপর তুমি যা চাও, তাও পূর্ণ করে প্রশংসা। তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। তোমার প্রশংসায় বান্দা যা কিছু বলে তুমি তার চাইতে বেশী হকদার। আমরা সকলেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। এবং তুমি যা দেয়া বন্ধ কর, তা দান করার শক্তি কারো নেই। ধনবানের ধনসম্পদ তোমার সামনে কোন কাজে আসে না।[২৫৯]

সাজদাহ্‌র তাসবীহ।

এক. আবু হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদাহ্‌তে এই তাসবীহ **তিনবার** পাঠ করতেন।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

উচ্চারণঃ সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা।
অর্থঃ আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[২৬০]

[২৫৮] সহিহ বুখারি ৭৯৯, ইফাবা হাঃ ৭৬৩; সহিহ মুসলিম ১২৪৪, ইফাবা হাঃ ১২৩২, ইসে হাঃ ১২৪৫।
[২৫৯] সহিহ মুসলিম ৯৫৮, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৪৭৭), ইফাবা হাঃ ৯৫৩; ইসে হাঃ ৯৬৪।
[২৬০] সহিহ মুসলিম ১৬৯৯, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৭৭২), ইফাবা হাঃ ১৬৮৪, ইসে হাঃ ১৬৯১; সুনানে আবু দাউদ ৭৮১, সুনানে তিরমিযি ২৬১।

দুই. আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রুকু এবং সাজদাহ্য় এই দু'আটি অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা- ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগ'ফিরলি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[২৬১]

তিন. আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে এবং সাজদায় এই দু'আটি পাঠ করতেন।

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণঃ সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।

অর্থঃ মালায়িকাবৃন্দ (ফেরেশতা) এবং রূহুল কুদস (জিবরাঈল আঃ) এর রব স্বীয় সত্তায় এবং গুণাবলীতে পবিত্র।[২৬২]

চার. আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদাহ্র সময় এই দু'আ পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকা সাজদাতু ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া লাকা আসলামতু, সাজাদা অজহীয়া লিল্লাযি খালাক্বাহু, ওয়া সাওয়ারাহু, ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু, তাবা-রাকাল্লাহু আহসানুল খা-লিকিন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সাজদাহ্ করছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। আমার মুখমন্ডল (আমার সমগ্র দেহ) সাজদাহ্য় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্যই যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন। আর কান ও তার চোখকে শোনা ও দেখার উপযোগী করে তৈরি করেছেন। মহা কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা, তিনি কতই না উত্তম সৃষ্টিকর্তা।[২৬৩]

---

[২৬১] সহিহ বুখারি ৮১৬, ৭৯৪, ইফাবা হাঃ ৭৭৯; সহিহ মুসলিম ৯৭২, ইফাবা হাঃ ৯৬৭, ইসে হাঃ ৯৭৮।
[২৬২] সহিহ মুসলিম ৯৭৮, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৪৮৭), ইফাবা হাঃ ৯৭৩, ইসে হাঃ ৯৮৪; সুনানে আবু দাউদ ৮৭২, সুনানে নাসায়ি ১০৪৭।
[২৬৩] সহিহ মুসলিম ১৬৯৭, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৭৭১), ইফাবা হাঃ ১৬৮২, ইসে হাঃ ১৬৮৯; সুনানে তিরমিযি ৩৪২৩, ইফাবা হাঃ ৩৪২৩; সুনানে আবু দাউদ ৭২৯।

পাঁচ. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদাহ্য় গিয়ে বলতেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী যামবী কুল্লাহ, দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আওওলাহু ওয়া আ-খিরাহু, ওয়া আলা নিয়াতাহু ওয়া সিররাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দাও, ছোট গুণাহ, বড় গুণাহ, আগের গুণাহ, পরের গুণাহ প্রকাশ্য এবং গোপন গুণাহ।[২৬৪]

ছয়. আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাতে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে সাজদাহ্রত অবস্থায় উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতে দেখলাম।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদ্বা-কা মিন সাখাত্বিকা, ওয়া বি মু'আ-ফা-তিকা মিন উকু-বাতিকা, ওয়া আউ'যুবিকা মিনকা, লা উহসি ছানা-আন-আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে। তোমার শাস্তি থেকে তোমার শান্তি ও স্বস্তির আশ্রয় চাই। তোমার প্রশংসার হিসেব করা আমার পক্ষে সম্ভব না। তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য, যেরূপ নিজের প্রশংসা তুমি নিজে করেছ।[২৬৫]

সাত. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এর কাছে এক লোক এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আজ রাতে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখি যে, আমি যেন একটি গাছের পেছনে সলাত আদায় করছি। আমি সাজদাহ্ করলে আমার সাজদাহ্র মতো গাছটিও সাজদাহ্ করে। ঐ গাছটিকে আমি বলতে শুনলাম।

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا ، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

---

[২৬৪] সহিহ মুসলিম ৯৭১, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৪৮৩), ইফাবা হাঃ ৯৬৬, ইসে হাঃ ৯৭৭।
[২৬৫] সহিহ মুসলিম ৯৭৭, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৪৮৬), ইফাবা হাঃ ৯৭২, ইসে হাঃ ৯৮৩।

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাকতুবলী বিহা ইনদাকা আজরান, ওয়াদ্বা'আন্নী বিহা ভিযরান, ওয়াজ'আলহা লী ইনদাকা যুখরান, ওয়াতাক্বাব্বালহা- মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা- মিন আবদিকা দাউদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তা (সাজদাহ্) দ্বারা তোমার নিকট আমার জন্য নেকী লিপিবদ্ধ করে রাখ, আর এ দ্বারা আমার পাপরাশি দূর করে দাও, এটাকে আমার জন্য গচ্ছিত মাল হিসেবে জমা করে রাখ। আর তাকে আমার নিকট থেকে কবুল কর, যেমন কবুল করেছ তোমার বান্দা দাউদ (আঃ) হতে।[২৬৬]

দুই সাজদাহ্র মাঝখানে পড়ার দু'আ।

এক. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ দুই সাজদাহ্র মাঝে বলতেন।

رَبِّ اغْفِرْلِيْ-رَبِّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণঃ রব্বিগ ফিরলী, রব্বিগ ফিরলী

অর্থঃ হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[২৬৭]

দুই. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সাজদাহ্র মাঝখানে এই দু'আটি পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী, ওয়ার হামনী, ওআ-ফিনী ,ওয়াহ দিনী, ওয়ার যুকনী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে সুস্থতা দান কর, আমাকে হিদায়াত দান কর এবং আমাকে রিযিক দান কর।[২৬৮]

তিলাওয়াতে সাজদাহ্য় পড়ার দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রাতের বেলায় সাজদাহ্র আয়াত পাঠ করার পর সাজদাহ্তে বলতেন:

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

[২৬৬] সুনানে তিরমিযি ৩৪২৪, ইফাবা হাঃ ৩৪২৪; সুনানে ইবনে মাজাহ ১০৫৩; হাদিসটি হাসান।
[২৬৭] সুনানে আবু দাউদ ৮৭৪, ইফাবা হাঃ ৮৭৪; সুনানে ইবনে মাজাহ ৮৯৭, ইফাবা হাঃ ৮৯৭; হাদিস সহিহ।
[২৬৮] সুনানে আবু দাউদ ৮৫০, ইফাবা হাঃ ৮৫০; সুনানে তিরমিযি ২৮৪, ইফাবা হাঃ ২৮৪; হাদিস সহিহ।

উচ্চারণঃ সাজাদা ওয়াজহীয়া লিল্লাযি খালাক্বাহু ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়াবা সরাহু বিহাওলিহী ওয়া কুওয়্যাতিহী।

অর্থঃ আমার মুখমণ্ডল সাজদাহ্য় অবনত হয়েছে সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন। কানে শ্রবণশক্তি ও চোখে দৃষ্টি দান করেছেন। তাঁর দয়া ও শক্তির বলেই এগুলো বলীয়ান।[২৬৯]

নোটঃ আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রুকু এবং সাজদাহ্রত অবস্থায় কুরআনের আয়াত পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।[২৭০]

তাশাহ্হুদ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা যখন নাবী ﷺ এর পিছনে সলাত আদায় করতাম, তখন আমরা বলতাম, "আস্সালামু আলা জিবরাঈল ওয়া মিকাইল এবং আস্সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান।" তখন আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: আল্লাহ নিজেই তো সালাম, তাই যখন তোমরা কেউ সলাত আদায় করবে, তখন সে যেন বলে-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস সালাওয়া-তু ওয়াত্ব তাইয়্যিবা-তু, আস সালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লা-হী ওয়া বারাকা-তুহ, আস সালা-মু আলাইনা ওয়া আলা ইবা-দিল্লা-হিস স-লিহী-ন, আশহাদু আন-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূ-লুহ।

অর্থঃ যাবতীয় মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার প্রতি সালাম (শান্তি) ও আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম (শান্তি) আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক্কার বান্দাদের প্রতি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল।[২৭১]

[২৬৯] সুনানে আবু দাউদ ১৪১৪, ইফাবা হাঃ ১৪১৪, সুনানে তিরমিযি ৩৪২৫, ইফাবা হাঃ ৩৪২৫; হাদিস সহিহ।
[২৭০] সহিহ মুসলিম ৯৬৪, ইফাবা হাঃ ৯৫৯, ইসে হাঃ ৯৭০; সুনানে আবু দাউদ ৮৭৬, সুনানে নাসায়ি ১০৪৫।
[২৭১] সহিহ বুখারি ৮৩১, ৮৩৫, ১২০২, ৬২৩০, ৬২৬৫, ৬৩২৮, ৭৩৮১, ইফাবা হাঃ ৭৯৩; সহিহ মুসলিম ৭৮৩, ইফাবা হাঃ ৭৮০; ইবনে মাজাহ ৯০২, সুনানে তিরমিযি ২৮৯, সুনানে নাসায়ি ১১৬২।

তাশাহ্হুদ এর পর রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি সলাত (দরূদ) পাঠ।

এক. কাব ইবনে উজরা (রাঃ) আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে সলাত (দরূদ) শিখতে চাইলে তিনি এই দু'আটি শিক্ষা দেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ- اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- সল্লাইতা আলা ইবরা-হি-মা ওয়া আলা আ-লি ইবরা-হী-মা ইন্নাকা হামী-দুম মাজি-দ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হী-ম, ওয়া আলা আ-লি ইবরা-হী-মা ইন্নাকা হামী-দুম মাজি-দ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেরুপ তুমি ইবরাহীম (আঃ) এবং তার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছো। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ এবং মুহাম্মদ ﷺ এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান কর যেমন- বরকত তুমি দান করেছো ইবরাহীম (আঃ) এবং তার বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।[২৭২]

দুই. আবু হুমাইদ সা'ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর সলাত (দরূদ) পাঠ করব? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আযওয়া-জিহি ওয়া যুররিয়্যা-তিহি, কামা সল্লাইতা আলা-আ-লি ইবরা-হী-ম। ওয়া বা-রিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আযওয়া-জিহী ওয়া যুররিয়্যা-তিহী, কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরা-হী-মা ইন্নাকা হামি-দুম মাজি-দ।

[২৭২] সহিহ বুখারি ৩৩৭০, ৪৭৯৭, ৬৩৫৭; ইফাবা হাঃ ৩১২৮, সহিহ মুসলিম ৭৯৪, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৪০৬), ইফাবা হাঃ ৭৯১, ইসে হাঃ ৮০৩।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর সন্তানগণের ওপর রহমাত নাযিল কর, যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) এর বংশধরের ওপর। (হে আল্লাহ!) তুমি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর সন্তানদের ওপর বারকাত নাযিল কর, যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) এর বংশধরের ওপর, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয়, মর্যাদার অধিকারী।[২৭৩]

দু'আ মাছুরা

সলাতের শেষে দরূদের পরে পড়ার দু'আ।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আবেদন করলেন, আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যেটি আমি সলাতের মাঝে পড়তে পারি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এই দু'আটি শিক্ষা দিলেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী যলমাতু নাফসী যুলমান কাছী-রান, ওয়ালা-এগফিরুয যুনূ-বা ইল্লা আনতা। ফাগফির লী মাগফিরতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গফু-রুর র-হিম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া কেউ গুণাহ মাফ করতে পারবে না। অতএব তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমা করে দাও। আমাকে দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৭৪]

[২৭৩] সহিহ বুখারি ৩৩৬৯, ৬৩৬০, ইফাবা হাঃ ৩১২৭; সহিহ মুসলিম ৭৯৭, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৪০৭), ইফাবা হাঃ ৭৯৪; ইসে হাঃ ৮০৬, হাদিসের শব্দগুলো মুসলিমের।

[২৭৪] সহিহ বুখারি ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৮, ইফাবা হাঃ ৭৯৫, ৫৭৭৪; সহিহ মুসলিম ৬৭৬২, ইফাবা হাঃ ৬৬২৩, ইসে হাঃ ৬৬৭৭।

সালাম ফিরানোর পূর্বে পঠিত দু'আ।

এক. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা যখন (সলাতে) তাশাহ্হুদ পড় তখন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে। এ বলে দু'আ করবে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযা-বিল কাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামা-তি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসী-হিদ দাজ্জা-লি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা থেকে এবং মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৭৫]

দুই. আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ সলাতে এ বলে দু'আ করতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ ـ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরী, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসী-হিদ দাজ্জা-লি, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামা-তি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরামি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন মৃত্যুর ফিৎনা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পাপাচার ও ঋণের বোঝা হতে।[২৭৬]

তিন. আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহ্হুদের পর এই দু'আ পাঠ করতেন।

[২৭৫] সহিহ মুসলিম ১২১১, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৫৮৮), ইফাবা হাঃ ১২০০, ইসে হাঃ ১২১১।
[২৭৬] সহিহ বুখারি ৮৩২, ৮৩৩, ২৩৯৪, ৬৩৬৮, ৬৩৭৫, ৬৩৭৬, ৬৩৭৭, ৭১২৯, ইফাবা হাঃ ৭৯৪; সহিহ মুসলিম ১২১২, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৫৮৯), ইফাবা হাঃ ১২০১, ইসে হাঃ ১২১২; হাদিসের শব্দগুলো বুখারির।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী মা কাদ্দামাতু ওয়ামা আখখারতু, ওয়ামা আসরারতু, ওয়ামা আ'লানতু, ওয়ামা আসরাফতু, ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আনতাল মুকাদ্দিমু, ওয়া আনতাল মু'আখখিরু লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার পূর্বের ও পরের, গোপনে এবং প্রকাশ্যে কৃত গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আর যে সব ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি তাও ক্ষমা করে দাও। আমার কৃত সেসব গুনাহ, যেসব গুনাহ সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে বেশী জান তাও ক্ষমা করে দাও। তুমিই আদি এবং তুমিই অন্ত, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।[২৭৭]

চার. মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আ ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা, ওয়াহুসনি ইবা-দাতিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার যিকির, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদাত সঠিক ও সুন্দরভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সহায়তা দান কর।[২৭৮]

পাঁচ. আবু সালেহ (রহঃ) থেকে নাবী ﷺ এর কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান না-রি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাই।[২৭৯]

ছয়. আতা ইবনে সায়িব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এগুলো শুনেছি।

[২৭৭] সহিহ মুসলিম ১৬৯৭, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৭৭১), ইফাবা হাঃ ১৬৮২, ইসে হাঃ ১৬৮৯।
[২৭৮] সুনানে আবু দাউদ ১৫২২, ইফাবা হাঃ ১৫২২; সুনানে নাসায়ি ১৩০৩, ইফাবা হাঃ ১৩০৬; হাদিস সহিহ।
[২৭৯] সুনানে আবু দাউদ ৭৯২, ইফাবা হাঃ ৭৯৩; হাদিস সহিহ।

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنٰى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বিইলমিকাল গাইবা ওয়া কুদরতিকা আলাল খালক্বি আহয়িনী মা আলিমতাল হায়া-তা খাইরাললী, ওয়া তাওয়াফফানী ইযা আলিমতাল ওয়াফা-তা খাইরাললী। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা খশএতাকা ফিল গাইবী ওয়াশ শাহা-দাতি, ওয়া আসআলুকা কালিমাতাল হাক্বক্বি ফির রিদ্বা ওয়াল গাদ্বাবী, ওয়া আসআলুকাল ক্বাসদা ফিল গিনা ওয়াল ফাক্বরী, ওয়া আসআলুকা নায়ি-মান লা-ইয়ানফাদু, ওয়া আসআলুকা কুররাতা আইনিন লা তানকাতি'উ, ওয়া আসআলুকার রিদ্বা বা'দাল কাদ্বা-ই, ওয়া আসআলুকা বারদাল আই'শি বা'দাল মাউতি, ওয়া আসআলুকা লাযযাতান নাযারি ইলা ওয়াজহিকা, ওয়াশ শাওক্বা ইলা লিকা-ইকা ফি গাইরি দ্বাররা-আ মুদ্বিররাতিন, ওয়ালা ফিতনাতিম মুদ্বিল্লাতিন। আল্লা-হুম্মা যাইয়্যিনা বিযী-নাতিল ঈ-মা-নি ওয়াজ আলনা হুদা-তাম মুহতাদি-ন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! অদৃশ্যের জ্ঞান তোমার কাছে আছে। সৃষ্টি জগতের উপর তোমার ক্ষমতা আছে। আমাকে তুমি জীবিত রাখ ততদিন পর্যন্ত যতদিন জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর এবং আমাকে মৃত্যু দাও সে সময়, যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই (আমার হৃদয়ে) তোমার ভয়-ভীতি গোপনে লোক চক্ষুর অগোচরে এবং প্রকাশ্যে। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সত্য বলার তাওফীক, খুশির সময়ে এবং ক্রোধের অবস্থাতে। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি মধ্যপথ গ্রহণের, দারিদ্রে এবং ঐশ্বর্যে। আমি তোমার নিকট এমন বস্তু চাই যা নয়নাভিরাম যা কখনও আমার হতে বিচ্ছিন্ন হবে না। আমি তোমার নিকট চাই এমন শীতলতা যা শেষ হবে না। আমি তোমার নিকট সন্তুষ্টির ফায়সালা চাই, আমি তোমার নিকট চাই মৃত্যুর পর সুখ-সমৃদ্ধ জীবন, আমি তোমার নিকট কামনা করি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধুর্য, আমি কামনা করি তোমার সাথে সাক্ষাত লাভের আগ্রহে ব্যকুলতা যা লাভ করলে আমাকে স্পর্শ করবে না কোন অনিষ্ট, আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবে না এমন কোন ফিতনার যা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের অলংকার দ্বারা বিভুষিত কর এবং আমাদেরকে তুমি কর পথপ্রদর্শক এবং হিদায়াতের প্রতিক।[২৮০]

[২৮০] সুনানে নাসায়ি ১৩০৫, ইফাবা হাঃ ১৩০৮; মুসনাদে আহমাদ ১৮৩২৫, সহিহ আল জামে ১৩০১।

সাত. মিহজান ইবনে আদরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তাশাহহুদ পড়ে সলাত শেষ করার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এ বাক্যটি তিনি **তিনবার** বললেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়া আল্লা-হুল আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। আন তাগফিরালী যুনূ-বী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রহী-ম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছেই প্রার্থনা করি, (কেননা) হে আল্লাহ! তুমি একক, অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি। এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই। তুমি আমার সকলগুণাহ ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[২৮১]

আট. আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ্ আল-আসলামী (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক লোককে এভাবে দু'আ করতে শুনে তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। নিঃসন্দেহে এই লোক আল্লাহ তা'আলার মহান নামের অসীলায় তার নিকটে প্রার্থনা করেছে, যে নামের অসীলায় দু'আ করা হলে তিনি কবুল করেন এবং যে নামের অসীলায় প্রার্থনা করলে তিনি দান করেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বি'আন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা আনতাল আহাদুস সমাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়াওলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই প্রার্থনা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, (তিনি এমন এক সত্তা, যিনি) একক, অমুখাপেক্ষী, (অর্থাৎ তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন)। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।[২৮২]

[২৮১] সুনানে আবু দাউদ ৯৮৫, ইফাবা হাঃ ৯৮৫; সুনানে নাসায়ি ১৩০০, ইফাবা হাঃ ১৩০৪; ইবনে মাজাহ ৩৮৫৭; হাদিস সহিহ।

[২৮২] সুনানে তিরমিযি ৩৪৭৫, ইফাবা হাঃ ৩৪৭৫; সুনানে আবু দাউদ ১৪৯৩; হাদিস সহিহ।

দু'আ কুনুত।

প্রথম দু'আঃ হাসান ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিতরের সলাতে পড়ার জন্য এই দু'আটি শিখিয়ে দিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ ، إِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী-মান হাদাঈতা, ওয়া আ-ফীনী ফী-মান আ-ফাঈতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফী-মান তাওয়াল্লাঈতা, ওয়া বা-রিকলী ফী-মা আ'তাঈতা, ওয়া ক্বিনী শাররা মা-ক্বাযাঈতা, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা- ইউক্বযা আলাইকা, ইন্নাহু লা-এযিল্লু মান ওয়া লাঈতা, ওয়ালা এ ইযযু মান আ-দাইতা, তাবা-রাকতা রব্বানা ওয়া তা'আ-লাইতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান কর, যাদের তুমি হিদায়াত দান করেছ তাদের সাথে। আমাকে মাফ করে দাও, যাদের মাফ করেছ তাদের সাথে। আমার অভিভাবক হও, যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের সাথে। তুমি আমাকে যা দান করেছ তাতে বারাকাত দান কর। আর আমাকে ঐ অনিষ্ট থেকে বাঁচাও, যা তুমি নির্ধারণ করে রেখেছ। তুমি ফায়সালা কর, কেননা তোমার উপর কেউ ফায়সালা করতে পারে না। তুমি যার সাথে শত্রুতা রাখ, সে সম্মান লাভ করতে পারে না। আর সে অপমানিত হয় না, যাকে তুমি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছ। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ।[২৮৩]

দ্বিতীয় দু'আঃ আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিতিরের সলাতের শেষ রাকাতে এরূপ দু'আ করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উ-যু বিরিদ্বা-কা মিন সাখাত্বিকা, ওয়া বি মু'আ-ফা-তিকা মিন উকু-বাতিকা, ওয়া আউ-যুবিকা মিনকা, লা উহসি- ছানা- আন আলাইকা, আনতা কামা- আছনাইতা আলা নাফসিকা।

[২৮৩] সুনানে আবু দাউদ ১৪২৫, ইফাবা হাঃ ১৪২৫; সুনানে তিরমিযি ৪৬৪, ইফাবা হাঃ ৪৬৪; ইবনে মাজাহ ১১৭৮; হাদিস সহিহ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার গযব হতে, তোমার প্রশংসার গুণে শেষ করা যায় না; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য, যেরূপ নিজের প্রশংসা তুমি নিজে করেছ।[২৮৪]

সলাতে ওয়াসওয়াসা হলে পাঠ করার দু'আ।

উসমান ইবনু আবুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন সলাতে ওয়াস-ওয়াসা সৃষ্টিকারী শয়তানের নাম হচ্ছে 'খিনযিব'। যখন তুমি তার (শয়তানের) উপস্থিতি বুঝতে পারবে তখন তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে তোমার **বাম পাশে তিনবার থু থু** ফেলবে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণঃ আ'উ-যু বিল্লা-হি মিনাশ-শাইত্বা-নির রাজী-ম।
অর্থঃ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৮৫]

ইস্তেখারার সলাতের দু'আ।

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তেমনি সকল ব্যাপারে আমাদেরকে ইস্তিখারা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন ফরয সলাত ব্যতীত দুই রাক'আত সলাত আদায় করে এবং এই দু'আটি পাঠ করে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ - خَيْرٌ لِي فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ - فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসতাখি-রুকা, বি-ইলমিকা, ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিকুদরতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকাল আযী-ম, ফা'ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা

[২৮৪] সুনানে আবু দাউদ ১৪২৭, ইফাবা হাঃ ১৪২৭; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ১১৩০; সুনানে ইবনে মাজাহ ১১৭৯; সুনানে তিরমিযি ৩৫৬৬; হাদিস সহিহ।
[২৮৫] সহিহ মুসলিম ৫৬৩১, ইফাবা হাঃ ৫৫৫০, ইসে হাঃ ৫৫৭৫।

আক্বদিরু, ওয়া তা'লামু, ওয়ালা আ'লামু, ওয়া আনতা আল্লা-মূল গুয়ু-ব। আল্লা-হুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা, খয়রুন লী ফী- দ্বী-নী ওয়া মা'আ-শী ওয়া আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদুরহু লী, ওইয়াস সিরহু লী, ছুম্মা বা-রিক লী ফী-হি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা, শাররুন লী- ফী- দ্বী-নী ওয়া মা'আ-শী ওয়া আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাসরিফহু আন্নী ওয়াসরিফনী আনহু, ওয়াক্বদুর লিয়াল খইরা হাইছু কা-না, ছুম্মা আরদ্বীনী বিহী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি। আর আমি তোমার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কারণ তুমি শক্তির অধিকারী আর আমি শক্তিহীন, আর তুমি জান, আমি জানিনা। আর তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি **(এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে)** তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর হয় তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং তাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, অতঃপর এতে আমার জন্য বরকত দান কর। পক্ষান্তরে, এই কাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তুমি তা আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখ। আর যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তা দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও।[২৮৬]

[২৮৬] সহিহ বুখারি ১১৬২, ৬৩৮২, ইফাবা হাঃ ১০৯৩, ৫৮২৭; সুনানে আবু দাউদ ১৫৪০, ইবনে মাজাহ ১৩৮৩, সুনানে তিরমিযি ৪৮০, ইফাবা হাঃ ৪৮০।

সালাম ফিরানোর পর পঠিত দু'আ

এক. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাকবির বা "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি শুনে বুঝতাম যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর সলাত শেষ হয়েছে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান।[২৮৭]

দুই. সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ،

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লা-হ, আসতাগফিরুল্লা-হ, আসতাগফিরুল্লা-হ।

অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[২৮৮]

তিন. আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-ম, ওয়া মিনকাস সালা-ম, তাবা-রকতা ইয়া-যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার থেকেই শান্তির আগমন। বরকতময় তুমি, হে মর্যাদাবান ও সম্মানের মালিক।[২৮৯]

চার. মু'আজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হে মু'আজ! আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভালবাসি। এরপর তাকে এই দু'আটি শিক্ষা দিলেন এবং বললেন তুমি প্রত্যেক সলাতের পর এই দু'আটি পরবে।

[২৮৭] সহিহ বুখারি ৮৪২, ইফাবা হাঃ ৮০২; সহিহ মুসলিম ১২০৩, ইফাবা হাঃ ১১৯৪, ১১৯৫, (চতুর্থ সংস্করণ ২০১০), ইসে হাঃ ১২০৩; সুনানে আবু দাউদ ১০০১।

[২৮৮] সহিহ মুসলিম ১২২১, ইফাবা হাঃ ১২১২, (চতুর্থ সংস্করণ ২০১০), ইসে হাঃ ১২২২; সুনানে ইবনে মাজাহ ৯২৪, সুনানে তিরমিযি ২৯৮, সুনানে নাসায়ি ১৩৩৬।

[২৮৯] সহিহ মুসলিম ১২২২, ইফাবা হাঃ ১২১২, ১২১৩, (চতুর্থ সংস্করণ ২০১০), ইসে হাঃ ১২২৪; ইবনে মাজাহ ৯২৪, সুনানে তিরমিযি ২৯৮।

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী আলা- যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবা-দাতিক।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং তোমার ইবাদত সুন্দরভাবে আদায় করার জন্য আমাকে সাহায্য কর।[২৯০]

পাঁচ. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক সলাতের সালাম ফিরানোর পর এই দু'আটি পাঠ করতেন।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ দাহু লা-শারী-কা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা-আ'ত্বইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা এনফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর জন্য। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই, আর তুমি যা রোধ কর তা দেয়ার মত কেউ নেই। কোন সম্পদশালীর সম্পদ তোমার আযাব থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না।[২৯১]

ছয়. সা'আদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের পর এই দু'আটি পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিলান বুখলি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা-আরযালিল উমুরি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিত দুনইয়া ওয়া আযা-বিল ক্বরি।

[২৯০] সুনানে আবু দাউদ ১৫২২, ইফাবা হাঃ ১৫২২; সুনানে নাসায়ি ১৩০৩, ইফাবা হাঃ ১৩০৬; হাদিস সহিহ।

[২৯১] সহিহ বুখারি ৮৪৪, ৬৩৩০, ইফাবা হাঃ ৮০৪, ৫৭৭৮; সহিহ মুসলিম ১২২৫, ইফাবা হাঃ ১২১৬, ১২২০, (চতুর্থ সংস্করণ ২০১০), ইসে হাঃ ১২২৬।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা, কাপুরুষতা এবং অধিক বার্ধক্য থেকে। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।[২৯২]

সাত. মুসলিম ইবনে আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা প্রত্যেক সলাতের পর এই দু'আটি পাঠ করতেন। এবং তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক সলাতের পরে নিয়মিতভাবে এই দু'আটি পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল কুফরী ওয়াল ফাক্বরী ওয়া আযা-বিল ক্বরি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী, দারিদ্রতা এবং কবরের আযাব থেকে।[২৯৩]

আট. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে তার উপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا

উচ্চারণঃ রাদ্বীতু-বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়াবিল ইসলা-মি দী-নান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন, রসূলান।

অর্থঃ আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে রসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।[২৯৪]

নয়. আবু যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) প্রত্যেক সলাতের সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। আর তিনি (ইবনে যুবাইর) বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক সলাতের পরে কথাগুলো বলে আল্লাহর প্রশংসা করতেন।

[২৯২] সহিহ বুখারি ২৮২২, ৬৩৬৫, ৬৩৭০, ৬৩৭৪, ৬৩৯০, ইফাবা হাঃ ২৬২৬, (৩য় সংস্করণ ২০০৩); সুনানে তিরমিযি ৩৫৬৭।

[২৯৩] সুনানে নাসায়ি ১৩৪৭, ইফাবা হাঃ ১৩৫০, (১ম সংস্করণ ২০০২); মুসনাদে আহমাদ ৫/৪৪; মুসতাদরাকে হাকিম ১/৩৮৩; হাদিস সহিহ।

[২৯৪] সুনানে আবু দাউদ ১৫২৯, ইফাবা হাঃ ১৫২৯; হাদিস সহিহ।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহাদাহু লা-শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদী-র, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন নি'মাতু, ওয়ালাহুল ফাদ্বলু, ওয়া লাহুস ছানা-উল হাসানু, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিছী-না লাহুদ দ্বী-না, ওয়ালাও কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, সকল রাজত্ব তারই, প্রশংসা মাত্রই তার জন্য। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো শক্তি-সামর্থ্য নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আর আমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করি না। সকল নিয়ামাত, সকল অনুগ্রহ কেবল তারই, সকল উত্তম প্রশংসা কেবল মাত্র তার জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আনুগত্য একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।[২৯৫]

দশ. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক সলাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং শেষে এই দু'আটি পড়বে তার আমলনামায় সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুণাহ থাকলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা ক্ষমা করে দিবেন।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদী-র।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা মাত্রই তার জন্য। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[২৯৬]

[২৯৫] সহিহ মুসলিম ১২৩০, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৫৯৪), ইফাবা হাঃ ১২২১, (চতুর্থ সংস্করণ ২০১০), ইসে হাঃ ১২৩১, সুনানে নাসায়ি ১৩৩৯।

[২৯৬] সহিহ মুসলিম ১২৩৯, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৫৯৭), ইফাবা হাঃ ১২৩০, (চতুর্থ সংস্করণ ২০১০), ইসে হাঃ ১২৪০।

এগার. উমারাহ্ ইবনু শাবীব আস্-সাবায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাগরিবের পর যে ব্যক্তি এই দু'আটি দশবার পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার নিরাপত্তার জন্য ফেরেশতা পাঠান যারা তাকে শয়তানের ক্ষতি হতে ভোর পর্যন্ত নিরাপত্তা দান করেন, তার জন্য (আল্লাহর অনুগ্রহ) অবশ্যম্ভাবী করার ন্যায় দশটি পুণ্য লিখে দেন, তার দশটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ বিলুপ্ত করে দেন এবং তার জন্য দশটি ঈমানদার দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াহদাহু লা শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ইহউয়ি ওয়া ইউমি-তু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদী-র।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁর জন্য এবং সকল প্রশংসা তার জন্য। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।[২৯৭]

বার. উম্মু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন ফজরের সলাত আদায় করতেন, তখন সালাম ফিরানোর পর এই দু'আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফি'আন, ওয়া রিযকান ত্বয়্যিবান, ওয়া আমালান মুতাক্বাববালান।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী ইলম, হালাল রিযিক এবং গ্রহণযোগ্য আমাল প্রার্থনা করছি।[২৯৮]

তের. কাব ইবনে উজরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক ফরয সলাতের পরে কিছু দু'আ আছে, যে ব্যক্তি ঐ দু'আ গুলো পড়ে বা আমাল করে সে কখনো নিরাশ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তা হল- প্রত্যেক ফরয সলাতের পরে ৩৩ বার তাসবীহ سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার তাহমীদ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ) ৩৪ বার তাকবীর اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) পাঠ করা।[২৯৯]

[২৯৭] সুনানে তিরমিযি ৩৫৩৪, ইফাবা হাঃ ৩৫৩৪; হাদিস সহিহ।

[২৯৮] সুনানে ইবনে মাজাহ ৯২৫, ইফাবা হাঃ ৯২৫; সুনানে নাসায়ি ১০২; হাদিস সহিহ।

[২৯৯] সহিহ মুসলিম ১২৩৬, ১২৩৭, ইফাবা হাঃ ১২২৭, ১২২৮, ইসে হাঃ ১২৩৭, ১২৩৮।

চৌদ্দ. আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ফরয সলাতের পর **আয়াতুল কুরসী** পাঠকারী জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাঁধা থাকে না মৃত্যু ব্যতিত।[৩০০]

পনের. উকবা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে প্রত্যেক সলাতের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার আদেশ দিতেন।[৩০১]

ষোল. উবাই ইবনে কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিতির সলাতের সালাম ফিরানোর পর এই দু'আ তিনবার পাঠ করতেন।

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দু-স।

অর্থঃ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি মহান রাজাধিরাজ ও পবিত্রতম সত্তার।[৩০২]

[৩০০] সুনানে নাসায়ি কুবরা ৯৮৪৮; সহিহ আল জামে ৬৪৬৪; সহিহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৫৮, হাঃ ১৫৯৫; হাদিস সহিহ।

[৩০১] সুনানে আবু দাউদ ১৫২৩, ইফাবা হাঃ ১৫২৩; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ১৩৩৯; হাদিস সহিহ।

[৩০২] সুনানে আবু দাউদ ১৪৩০, ইফাবা হাঃ ১৪৩০; সুনানে ইবনে মাজাহ ১১৭১; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ১৭০৪, ১৭৫৩; হাদিস সহিহ।

জানাযা সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

জানাযার সলাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ।

এক. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাযার সলাত পড়াতেন তখন এই দু'আটি পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফিরলী হায়্যিনা, ওয়া মাইয়্যিতিনা, ওয়া শা-হিদিনা-, ওয়া গা-য়িবিনা, ওয়া সাগী-রিনা, ওয়া কাবী-রিনা, ওয়া যাকারিয়া, ওয়া উনছা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহী আলাল ইসলা-ম, ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈ-মান, আল্লা-হুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহু, ওয়ালা-তুদ্বিল্লানা-বা'দাহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, নর ও নারীদের ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ, আর যাদেরকে মৃত্যু দান কর, তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করো না এবং তার পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।[৩০৩]

দুই. জুবাইর ইবনু নুফাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) আমি আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) কে বলতে শুনেছি: রসূলুল্লাহ ﷺ জানাযায় নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফির লাহু, ওয়ার হামহু, ওয়া আফিহি ওয়া'ফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়াওয়াসসি মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিল মা-য়ি ওয়াসসালজি ওয়ালবারাদি,

[৩০৩] সুনানে ইবনে মাজাহ ১৪৯৮, ইফাবা হাঃ ১৪৯৮; হাদিস সহিহ।

ওয়ানাক্বিহি মিনাল খাতা-ইয়া কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আবইয়াদ্ব মিনাদদানাসি, ওয়া আবদিলহু দা-রান খাইরান মিন দা-রিহী, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আয়িযহু মিন আযা-বিল ক্ববরি ওয়া মিন আযা-বিন না-র।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, তার প্রতি দয়া কর, তাকে নিরাপদে রাখ ও তার ত্রুটি মার্জনা করে দাও, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা কর। তার বাসস্থানটা সুপ্রশস্থ করে দাও। তুমি তাকে ধৌত করে দাও পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা। তুমি তাকে গুণাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও যেমনিভাবে সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। তার ঘরকে উত্তম ঘরে পরিণত কর, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান কর, তার স্ত্রীর তুলনায় উত্তম স্ত্রী দান কর। তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও।[৩০৪]

তিন. ওয়াছিলা ইবনু আসকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক মুসলিম ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করেন। তখন আমি তাকে এ দু'আ পাঠ করতে শুনেছি।

أَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলানাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা, ওয়া হাবলি জিওয়া-রিকা, ফাকিহি মিন ফিতনাতিল কাবরি, ওয়া আযা-বিন না-রি, ওয়া আনতা আহলুল ওফা-য়ি ওয়াল হাক্কি, ফাগফিরলাহু ওয়ার হামহু, ইন্নাকা আনতাল গাফু-রুর রহী-ম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার যিম্মায় এবং তোমার নিরাপত্তার বন্ধনে। সুতরাং তুমি তাকে কবরের ফিৎনা এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। তুমিই তো অঙ্গীকার পূর্ণ কারী এবং প্রকৃত সত্যের অধীকারী। অতএব তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, এবং তার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।[৩০৫]

বাচ্চার জানাযার সলাতে পড়ার দু'আ।

হাসান (রহঃ) বলেছেন, বাচ্চার জানাযার সলাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে এবং এই দু'আ পড়বে।

أَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا

[৩০৪] সহিহ মুসলিম ২১২১, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৯৬৩), ইফাবা হাঃ ২১০০, ইসে হাঃ ২১০৪।
[৩০৫] সুনানে ইবনে মাজাহ ১৪৯৯, ইফাবা হাঃ ১৪৯৯; সুনানে আবু দাউদ ৩২০২; হাদিস সহিহ।

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারাতান, ওয়াসালাফান, ওয়া আজরান।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রে প্রেরিত, অগ্রগামী এবং আমাদের পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ কর।[৩০৬]

শোকার্ত অবস্থায় করণীয়।

উসামাহ্ ইবনু যায়িদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শোকার্ত অবস্থায় বলেছেন:

إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

উচ্চারণঃ ইন্না লিল্লা-হি মা আখাযা, ওয়া লাহু মা আ'তা, ওয়াকুল্লু শাইয়িন ইনদাহু বি'আজালিম মুসাম্মা, ফালতাসবির ওয়ালতাহতাসিব।

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তারই আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই ধৈর্য্য অবলম্বন করে আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা করা উচিত।[৩০৭]

কবরে লাশ রাখার দু'আ।

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন লাশ কবরে রাখতেন, তখন এই দু'আ পাঠ করতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি ওয়া আলা সুন্নাতি রসূ-লিল্লা-হ।

অর্থঃ আল্লাহর নামে এবং রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের (আদর্শের) উপর রাখছি।[৩০৮]

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ।

উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফনক্রিয়া সম্পন্ন করতেন, তখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন: তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সে যেন সুদৃঢ় থাকতে পারে, তার জন্য দু'আ কর। কেননা, এখনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

[৩০৬] সহিহ বুখারি, "কিতাবুল জানায়েয" জানাযার সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অধ্যায় ২৩/৬৫।
[৩০৭] সহিহ মুসলিম ২০২০, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ৯২৩), ইফাবা হাঃ ২০০৪, ইসে হাঃ ২০১১।
[৩০৮] সুনানে আবু দাউদ ৩২১৫, ইফাবা হাঃ ৩১৯৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৫৫০; হাদিস সহিহ।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফির লাহু, আল্লা-হুম্মা সাব্বিতহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তাকে (এই মৃতকে) ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তাকে দৃঢ়তা দান করো।[৩০৯]

কবর যিয়ারতের সময় দু'আ।

সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ কবর যিয়ারতের জন্য এই দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলাইকুম আহ্‌লাদ্‌দিয়া-রি মিনাল মু-মিনী-না ওয়াল মুসলিমী-না, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা হিকু-ন। আস আলুল্লা-হা লানা ওয়ালাকুমুল আ-ফিয়াতা।

অর্থঃ হে কবরবাসী ঈমানদার মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমি আমাদের এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।[৩১০]

কবর যিয়ারতের সময় নিষিদ্ধ কাজ।

- মহিলাদের কবর যিয়ারত করা। (সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৩২২২)
- কবরে বাতি জ্বালানো এবং সাজদাহ্ করা। (সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৩২২২)
- কবরের উপর কোন কিছু রাখা। (সুনানে ইবনে মাজাহ ১৫৬৩)
- কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করা। (সুনানে ইবনে মাজাহ ১৫৬৪)
- জুতা পায়ে কবরস্থানে গমন করা। (সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৩২১৬)
- কবরের উপর বসা এবং কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সলাত আদায় করা। (সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৩২১৫)

[৩০৯] সুনানে আবু দাউদ ৩২২৩, ইফাবা হাঃ ৩২০৭; হাদিস সহিহ।
[৩১০] সহিহ মুসলিম ২১৪৭, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ৯৭৫), ইফাবা হাঃ ২১২৬, ইসে হাঃ ২১২৯; ইবনে মাজাহ ১৫৪৭, ইফাবা হাঃ ১৫৪৭।

পঞ্চম অধ্যায়

সওম সংক্রান্ত দু'আ সমূহ।

নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়।

ত্বালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ নতুন চাঁদ দেখার সময় বলতেন।

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল ইউমনি ওয়াল ঈ-মা-নি, ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মী, রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য চাঁদটিকে বারাকাতময় (নিরাপদ), ঈমান, নিরাপত্তা ও শান্তির বাহন করে উদিত করো। (হে নতুন চাঁদ!) আল্লাহ তা'আলা আমার রব এবং তোমারও রব।[৩১১]

ইফতারের দু'আ

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ইফতারের সময় এই দু'আ পাঠ করতেন।

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণঃ যাহাবায যমা'উ অবতাল্লাতিল উরু-কু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ।

অর্থঃ পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ প্রতিদানও নির্ধারিত হয়েছে।[৩১২]

গৃহে ইফতারের দু'আ।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) এর নিকট ইফতার করেন। এরপর তিনি বলেন:

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

[৩১১] সুনানে তিরমিযি ৩৪৫১, ইফাবা হাঃ ৩৪৫১; আলা-কালিমুত তাইয়্যিব ১৬১/১১৪; হাদিসটি হাসান-গারিব।
[৩১২] সুনানে আবু দাউদ ২৩৫৭, ইফাবা হাঃ ২৩৪৯, সহিহ আল জামে ২০৯; হাদিসটি হাসান।

উচ্চারণঃ আফত্বারা ইনদাকুমুস স-ইমূন, ওয়া আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-র, ওয়া সল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাতু।

অর্থঃ তোমাদের নিকট সাওম পালনকারীগণ ইফতার করেছেন। নেককারগণ তোমাদের খাদ্য খেয়েছেন এবং মালায়িকাগণ (ফেরেশতাগণ) তোমাদের জন্য সলাত (রহমাতের দু'আ) পাঠ করেছেন।[৩১৩]

সওম পালনকারীকে (রোজাদার) গালি দিলে সে যা বলবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ সওম রাখলে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা ও অপকর্মে লিপ্ত না হয়। যদি এই সময় কেউ তার সাথে মারামারি ও গালাগালি করতে আসে, তখন সে যেন বলে-

إِنِّيْ صَائِمٌ إِنِّيْ صَائِمٌ

উচ্চারণঃ ইন্নী স-ইমুন, ইন্নী স-ইমুন।

অর্থঃ আমি সওম (রোজা) রেখেছি, আমি সওম (রোজা) রেখেছি।[৩১৪]

লাইলাতুল ক্বদরে পড়ার দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল ﷺ ! লাইলাতুল ক্বদরে আমি কি দু'আ করব? তিনি বললেন, বল-

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফা'অফু আন্নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমিই (পাপীকে) ক্ষমাকারী, ক্ষমা করে দেয়াকে তুমি ভালবাস। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[৩১৫]

[৩১৩] সুনানে আবু দাউদ ৩৮৫৪, ইফাবা হাঃ ৩৮১১, ইবনে মাজাহ, ইফাবা হাঃ ১৭৪৭; সুনানে নাসায়ি ২৯৬-২৯৮; হাদিস সহিহ।
[৩১৪] সুনানে আবু দাউদ ২৩৬৩, ইফাবা হাঃ ২৩৫৫; হাদিস সহিহ।
[৩১৫] সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৮৫০; সুনানে তিরমিযি ৩৫১৩, ইফাবা হাঃ ৩৫১৩; হাদিসটি হাসান-সহিহ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হজ্জ এবং কুরবানী সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

মুহরিমের জন্য হজ্জ এবং উমরাতে পঠিত তালবিয়াহ।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ এর তালবিয়া নিম্নরূপঃ

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণঃ লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা, লা শারী-কা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা শারী-কা লাকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার কোন অংশীদার নেই, তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সকল প্রশংসা এবং নিয়ামাতের সামগ্রী সবইতো তোমার, সর্বযুগে ও সর্বত্র তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন অংশীদার নেই।[৩১৬]

হাজরে আসওয়াদের সামনে তাকবীর বলা।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ উটের পিঠে (আরোহণ করে) বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন। যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌছতেন তখনই কোন জিনিস দ্বারা তার দিকে ইঙ্গিত করতেন এবং তাকবীর বলতেন।[৩১৭]

হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পাঠ করার দু'আ।

আবদুল্লাহ ইবনুস সায়িব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে দুই রুকনের মাঝখানে বলতে শুনেছি।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণঃ রব্বানা আ-তিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযা-বান না-র।

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো।[৩১৮] (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২০১)

[৩১৬] সহিহ বুখারি ১৫৪৯, ইফাবা হাঃ ১৪৫৩; সহিহ মুসলিম ৮৪১, ইসে হাঃ ২৬৭৭।
[৩১৭] সহিহ বুখারি ১৬১৩, ইফাবা হাঃ ১৫১৪।
[৩১৮] সুনানে আবু দাউদ ১৮৯২, ইফাবা হাঃ ১৮৯০; মুসনাদে আহমাদ ৪১১; হাদিস সহিহ।

সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে পাঠ করার দু'আ।

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নাবী কারীম ﷺ যখন সাফা পর্বতের নিকটবর্তী হতেন, এই আয়াতটি পাঠ করতেন-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ ইন্নাস সফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লা-হি।

অর্থঃ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

(সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১৫৮)

তিনি আরো বলেন, আমি তা দিয়ে আরম্ভ করব যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরম্ভ করেছেন। অতঃপর তিনি সাফা পর্বত হতে আরম্ভ করেন এবং তার উপর আরোহন করে কাবা ঘর দেখেন এবং কিবলামুখী হন, তারপর আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা করেন এবং তাকবীর বলেন, অতঃপর এই দু'আ পাঠ করেন-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ

أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারী-কা লাহু, লাহুল মূলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদী-র। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহাদা-হু আনজাযা ওয়া'দাহু, ওয়া-নাসারা আবদাহু, ওয়া-হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নাই, রাজত্ব তারই এবং সকল প্রশংসা তার জন্য। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তিনি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং তিনি তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন। আর তিনি একাই শত্রুবাহিনীকে পরাভূত করেছেন।[৩১৯]

আরাফাত দিবসের দু'আ।

আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) কর্তৃক পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সনদে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন: শ্রেষ্ট দু'আ হচ্ছে আরাফাত দিবসের দু'আ। আমি এবং আমার পুর্ববর্তী নাবীগণ কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্টতম দু'আ হচ্ছে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[৩১৯] সহিহ মুসলিম ২৮৪০, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ১২১৮), ইফাবা হাঃ ২৮১৭, ইসে হাঃ ২৮১৫।

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু, লা শারী-কা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদী-র।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা মাত্রই তার। এবং তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[৩২০]

প্রতিটি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর বলা।

ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি প্রথম জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর সামনে অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামূখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং দু'হাত তুলে দু'আ করতেন। অতঃপর মধ্যবর্তী জামরায় কংকর মারতেন। এবং একটু বা দিকে চলে সমতল ভূমিতে এসে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। এরপর বাতনে ওয়াদী হতে জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর মারতেন। এর কাছে তিনি বিলম্ব না করে ফিরে আসতেন এবং বলতেন, আমি নাবী ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।[৩২১]

[৩২০] সুনানে তিরমিযি ৩৫৮৫, ইফাবা হাঃ ৩৫৮৫; হাদিসটি হাসান।

[৩২১] সহিহ বুখারি ১৭৫১, ১৭৫২, ১৭৫৩; ইফাবা হাঃ ১৬৩৭, ১৬৩৮, ১৬৩৯।

কুরবানী

উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন: যখন (যিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশদিন উপস্থিত হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই স্পর্শ না করে (কর্তন না করে)।[৩২২]

কুরবানী করার সময় যা বলবে।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ (জবেহ করার সময়) 'বিসমিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিননী।

অর্থঃ আল্লাহর নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হতে কবুল কর।[৩২৩]

কুরবানীর পশু জবেহ করার সুন্নাত।

- জবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা। (সহিহ মুসলিম ৪৯৮১, ইফাবা হাঃ ৪৯২৭, ইসে হাঃ ৪৯৩১)
- কুরবানীর জন্তু কুরবানীদাতা নিজের হাতে জবেহ করা। (সহিহ মুসলিম ৪৯৮২, ইফাবা হাঃ ৪৯২৮, ইসে হাঃ ৪৯৩২)
- ধারালো ছুরি দিয়ে দ্রুত যবেহ করা। (সহিহ মুসলিম ৪৯৮৫, ইফাবা হাঃ ৪৯৩১, ইসে হাঃ ৪৯৩৫)

[৩২২] সহিহ মুসলিম ৫০১১, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ১৯৭৭), ইফাবা হাঃ ৪৯৫৫, ইসে হাঃ ৪৯৬১।
[৩২৩] সহিহ মুসলিম ৪৯৮১ - ৪৯৮৫, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ১৯৬৬, ১৯৬৭), ইফাবা হাঃ ৪৯২৭ - ৪৯৩১; ইসে হাঃ ৪৯৩১ - ৪৯৩৫।

৭ম অধ্যায়

তাওবাহ্ ও ক্ষমা চাওয়া সংক্রান্ত দু'আ সমূহ

○ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম ﷺ বলেছেন: আল্লাহর শপথ! আমি দিনে সত্তর বারেরও বেশী আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।[৩২৪]

○ আবু বুরদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ এর সাহাবা আগার (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) এর নিকট হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো, নিশ্চয়ই আমি তাঁর নিকট দিনে একশ বার তাওবাহ করে থাকি।[৩২৫]

○ আগার আল মুযানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমার অন্তরে কখনো কখনো অলসতা দেখা দেয়, তাই আমি দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।[৩২৬]

তাওবাহ্ ও ইসতিগফার।

اَلتَّوْبَةُ (তাওবাহ্) শব্দের অর্থ রুজু করা, ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, আত্মসমর্পণ করা। ইসলামের পরিভাষায় তাওবাহ্ বলা হয়: ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জেনে না জেনে, প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রসূলুল্লাহ ﷺ এর কোন আদেশ বা নিষেধ অমান্য করার পর নিজের কৃতকার্যের জন্য লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে আর কোন অন্যায় না করার দৃঢ় সংকল্প করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা। আর এভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজ কৃতকার্যের জন্য বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করাকে ইসতিগফার বলে। গুণাহের কাজে লিপ্ত হওয়াটাই হলো মানুষের স্বভাব। এ সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

অর্থঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন: আদম সন্তান সবাই অপরাধ করে। তবে অপরাধীদের মধ্যে উত্তম তারাই যারা তাওবাহ্ করে।[৩২৭]

[৩২৪] সহিহ বুখারি ৬৩০৭, ইফাবা হাঃ ৫৭৫৪।
[৩২৫] সহিহ মুসলিম ৬৭৫২, ইফাবা হাঃ ৬৬১৩, ইসে হাঃ ৬৬৬৭।
[৩২৬] সহিহ মুসলিম ৬৭৫১, ইফাবা হাঃ ৬৬১২, ইসে হাঃ ৬৬৬৬।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলুম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু অবস্থায় পাবে।[৩২৮]

এ জন্য কোন পীর বুযুর্গ বা অন্য কোন ভায়া মাধ্যম প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থঃ (হে রসূল!) বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ (অসংখ্য গুণাহ করেছ) তোমরা আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩২৯]

আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে اَلْغَفَّارُ (অত্যধিক ক্ষমাকারী) আরেকটি নাম হচ্ছে اَلْغَفُوْرُ (মহা ক্ষমাশীল)। গুণাহগার বান্দা যখন তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। আর এভাবেই তাঁর গুণবাচক নামসমূহের বাস্তবায়ন ঘটে। কেউ যদি অন্যায় না করতো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করতো তাহলে তার ঐ নামগুলো অবাস্তব থেকে যেত। আর এ জন্যই রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে সত্তার হাতে আমার জীবন আমি তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা যদি পাপ না করতে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে সে স্থানে এমন জাতি সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করে ক্ষমা চাইতো এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।[৩৩০]

---

[৩২৭] সুনানে তিরমিযি ২৪৯৯, ইফাবা হাঃ ২৫০১; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২৫১, ইফাবা হাঃ ৪২৫১; হাদিস সহিহ।

[৩২৮] সূরা নিসা ৪ ঃ ১১০।

[৩২৯] সূরা যুমার ৩৯ ঃ ৫৩।

[৩৩০] সহিহ মুসলিম ৬৮৫৮, ইফাবা হাঃ ৬৭১২, ইসে হাঃ ৬৭৬৮; সুনানে তিরমিযি ২৫২৬।

গুণাহগার ব্যক্তি তাওবাহ্ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অত্যন্ত খুশি হন। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَالِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

অর্থঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক আনন্দিত হন, যার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য নিয়ে তার উট জনমানবশূণ্য প্রান্তরে হারিয়ে গেছে। অতঃপর সে নিরাশ হয়ে কোন এক গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এমন অবস্থায় হঠাৎ তার কাছে সে উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে সে এর লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। (অর্থাৎ) আনন্দে সে ভুল করে ফেলেছে।[৩৩১]

গুণাহের কাজ দুই ভাগে বিভক্ত।

এক. কাবীরা (বড়) গুণাহ। যে সমস্ত কাজে দুনিয়াতে দন্ড-বিধি নির্ধারণ করা আছে অথবা আখিরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে অথবা আল্লাহর গযব, লানত বা ঈমান থাকবে না এমন কথা বলা হয়েছে তাকে কাবীরা গুণাহ বলে।

দুই. সগীরা (ছোট) গুণাহ। এটা হচ্ছে কাবীরার নিম্ন পর্যায়ের পাপ। বিভিন্ন কারণে সগীরা গুণাহ কাবীরা গুণাহে পরিণত হতে পারে। যেমন ছোট গুণাহের কাজে অটল থাকা বা বারবার করা বা তা তুচ্ছ মনে করা বা গুণাহের কাজে লিপ্ত হতে পেরে গর্ব করা অথবা গুণাহের কাজ প্রকাশ্যে করা। সব ধরণের পাপ থেকে তাওবাহ্ করা জরুরী। কিয়ামতের সর্বশেষ লক্ষণ: পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হওয়া অথবা মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যুর গরগরা আসার পূর্ব পর্যন্ত তাওবার দরজা উন্মুক্ত। তাওবাকারী যদি নিজ তাওবায় সত্যবাদী হয়, তবে তার পাপরাশিকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করা হবে যদিও তা আকাশের মেঘমালার সংখ্যা বরাবর অধিক হয়।

তাওবাহ্ কবুল হওয়ার শর্ত।

- সংশ্লিষ্ট গুণাহের কাজটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা।
- কৃত অপরাধের কারণে লজ্জিত হওয়া।

---

[৩৩১] সহিহ মুসলিম ৬৮৫৩, ইফাবা হাঃ ৬৭০৮, ইসে হাঃ ৬৭৬৩।

- ভবিষ্যতে পূণরায় উক্ত অপরাধে লিপ্ত হবে না এ কথার উপর দৃঢ় অঙ্গীকার করা।
- অন্যায় কাজটি যদি মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়, তবে উক্ত অধিকার তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া।

তাওবাহ্‌র ক্ষেত্রে মানুষ চার স্তরে বিভক্ত।

এক. এমন ব্যক্তি যে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাওবার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে (যে সমস্ত ছোট-খাট মানবীয় ভূল-ভ্রান্তি থেকে কেউ মুক্ত নয় সেগুলো ছাড়া) তাছাড়া পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কল্পনাও কখনো তার অন্তরে সৃষ্টি হবে না। এটাকেই বলা হয় তাওবায় দৃঢ় থাকা। এ ধরণের তাওবাকারী কল্যাণে অগ্রগামী। তার তাওবাহ্‌কে বলে তাওবায়ে নাসূহা বা একনিষ্ঠ দৃঢ় তাওবাহ্। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ কর, খাটি তাওবাহ্।[৩৩২]

সদ্যভূমিষ্ট শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়। শুধু তাই নয় বরং তাদের গুণাহ গুলোকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

অর্থঃ তবে যে তাওবাহ্ করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে তাওবাহ্ করে এবং সৎকাজ করে নিশ্চয়ই সে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।[৩৩৩]

আর এভাবে যারা তাওবাহ্ করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাদের কোন ভয়-ভীতি, চিন্তা-ভাবনা থাকে না। তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। এ জাতীয় লোকদের আত্মাকে اَلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (আন নাফসূল মুত্বমাইন্নাহ) বা প্রশান্তিময় আত্মা বলা হয়। এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

[৩৩২] সূরা তাহরীম ৬৬ ঃ ৮।
[৩৩৩] সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ৭০-৭১।

অর্থঃ হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো, তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও, আর প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।[৩৩৪]

দুই. এমন ব্যক্তি যে তাওবাহ্ করার পর মৌলিক আমলগুলোতে দৃঢ় থাকে। কিন্তু পাপাচার থেকে মুক্ত হতে পারে না। অপরাধে লিপ্ত হওয়ার জন্যে সুদৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে অগ্রসর হবে না। কিন্তু তারপরও ফিৎনা থেকে বাঁচতে পারেনা, লিপ্ত হয়েই যায়। যখনই এ ধরণের কিছু ঘটে যাবে অপরাধীর মতো নিজেকে লাঞ্চনা দিবে, লজ্জিত হবে এবং অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার যাবতীয় উপকরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অঙ্গীকার করবে। একেই বলা হয় اَلنَّفْسُ اللَّوَّامَةُ (আন নাফসূল লাউওয়া-মাহ) বা তিরস্কারকারী আত্মা।

তিন. এমন ব্যক্তি যে তাওবাহ্ করে কিছুকাল দৃঢ় থাকে। অতঃপর হঠাৎ কোন গুণাহের কাজে প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে নিয়মিতভাবে নেককাজ করেই চলেছে। যাবতীয় অপরাধে জড়াতে মন চাইলেও এবং হাতের নাগালে পেলেও তা পরিত্যাগ করে। কিন্তু দু/একটি বিষয়ে প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে না। ফলে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, শেষে লজ্জিত হয় এবং উক্ত অন্যায় অচিরেই ছেড়ে দিয়ে তাওবাহ্ করার অঙ্গিকার করে। একে বলা হয় اَلنَّفْسُ الْمَسْئُوْلَةُ (আন নাফসূল মাসঊলাহ) জিজ্ঞাসিত আত্মা এর পরিণাম ভয়াবহ। কেননা সে আজ নয় কাল বলে তাওবাহ্ করতে দেরী করেছে। হতে পারে সে তাওবার সুযোগ না পেয়েই মৃত্যুবরণ করবে। মানুষের শেষ আমলই তার পরিণাম নির্ধারণ করে।

চার. এমন ব্যক্তি যে তাওবাহ্ করে কিছু সময় দৃঢ় থাকে। কিন্তু পূনরায় দ্রুত অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, অতঃপর অন্যায় করে আফসোসও করে না এবং তাওবাহ্ করার কথা মনেও আনে না। একেই বলা হয় اَلنَّفْسُ الْاَمَّارَةُ بِالسُّوْءِ (আন নাফসূল আম্মা-রাতু বিসসূ-য়ী) বা অন্যায়ে উদ্বুদ্ধকারী আত্মা। এই সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

অর্থঃ নিশ্চয়ই নাফস মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে।[৩৩৫] এর পরিণাম খুবই ভয়ানক। এর শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার আশংখা আছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তার নসীবে তাওবাহ্ নাও জুটতে পারে। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

[৩৩৪] সূরা ফাজ্‌র ৮৯ ঃ ২৭-৩০।
[৩৩৫] সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৫৩।

তাওবাহ্ সংক্রান্ত কয়েকটি দু'আ।

সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার

* শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে সকালে এই দু'আ পাঠ করবে, সে যদি ঐদিন সন্ধ্যার আগে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করবে সে যদি ঐ রাতে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতবাসী হবে।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা-আনতা, খালাক্বতানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়াআনা, আলা আহদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আউ'যুবিকা, মিন শাররি মা-সনাতু আবু'উ লাকা বিনিঈ মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবু'উ বিযামবি ফাগফিরলী ফা'ইন্নাহু লা এগফিরুয যুনু-বা ইল্লা আনতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা এবং আমি আমার সাধ্যমতো তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি আমার উপর তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। আর আমার কৃত গুণাহের কথাও স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া আর কেউই গুণাহসমুহের মার্জনাকারী নেই।[৩৩৬]

* যায়িদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কেউ যদি এই দু'আটি পাঠ করে, সে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করার মত গুনাহ করলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লা-হাল আযী-মাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।

অর্থঃ আমি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চির প্রতিষ্ঠিত। আমি তারই নিকট তাওবাহ্ করছি।[৩৩৭]

---

[৩৩৬] সহিহ বুখারি ৬৩০৬, ইফাবা হাঃ ৫৭৫৪; সুনানে তিরমিযি, ইফাবা হাঃ ৩৩৯৩।

[৩৩৭] সুনানে তিরমিযি ৩৫৭৭, ইফাবা হাঃ ৩৫৭৭; হাদিস সহিহ।

বিপদাপদে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া

বিপদে, মুসিবতে, দুঃখে, কষ্টে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আটি বেশী বেশী পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'যুবিকা মিনাল কাসালি ওয়াল হারামী ওয়াল মাগরামি ওয়াল মাআছামি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'যুবিকা মিন আযা-বিন না-র, ওয়া ফিতনাতিন না-র, ওয়া ফিতনাতিল কাবরি, ওয়া আযা-বিল কাবরি। ওয়া শাররি ফিতনাতিল গিনা ওয়া শাররি ফিতনাতিল ফাকরি, ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসী-হিদ দাজ্জা-ল। আল্লা-হুম্মাগসিল খাত্বা-ইয়া-য়া বিমা-ইস সালজি, ওয়াল বারাদি, ওয়া নাক্কি ক্বালবি মিনাল খাত্বা-ইয়া কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াদু মিনাদ দানাস। ওয়া বা-ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-য়া কামা বা-আদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, অতি বার্ধ্যক্য, ঋণের বোঝা এবং গুণাহের থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব, জাহান্নামের বিপদ, কবরের পরীক্ষা, কবরের আযাব, ধনাঢ্যতার ফিতনা, দারিদ্রের ফিতনা এবং মাসিহে দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুণাহগুলোকে বরফ এবং শিশিরের পানি দিয়ে ধুয়ে দাও। আমার ক্বলবকে গুণাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। আমার এবং আমার গুণাহগুলোর মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যেরকম দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে।[৩৩৮]

বিপদাপদের দু'আ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বিপদের সময় এ দু'আ পড়তেন।

---

[৩৩৮] সহিহ বুখারি ৬৩৭৫, ইফাবা হাঃ ৫৮২২; সুনানে তিরমিযি ৩৪৯৫, ইফাবা হাঃ ৩৪৯৫; সুনানে নাসায়ি ৫৪৯২।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযী-মুল হালী-ম। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রব্বুল আরশিল আযী-ম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়া রব্বুল আরদ্বি, ওয়া রব্বুল আরশিল কারি-ম।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি মহান, যিনি সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি মহান আরশের রব। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের রব। এবং তিনি মহান আরশের রব।[৩৩৯]

যে কোন বিপদে পতিত ব্যক্তির দু'আ।

উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: কোন মুসলিমদের উপর কোন বিপদ আসলে যদি সে এই দু'আ পাঠ করে, তবে আল্লাহ তাকে তার মুসীবতের বিনিময় দান করবেন এবং তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي، وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

উচ্চারণঃ ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জি'উন, আল্লা-হুম্মা আজুরনি ফী মুছি-বাতি ওয়া আখলিফ লী খাইরাম মিনহা।

অর্থঃ আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে প্রতিদান দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দাও।[৩৪০]

কাপুরুষতা ও অলসতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

[৩৩৯] সহিহ বুখারি ৬৩৪৬, ইফাবা হাঃ ৫৭৯৩; সহিহ মুসলিম ৬৮১৪, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৭৩০), ইফাবা হাঃ ৬৬৭২, ইসে হাঃ ৬৭২৬।

[৩৪০] সহিহ মুসলিম ২০১১, ২০১২, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৯১৮), ইফাবা হাঃ ১৯৯৫, ১৯৯৬, ইসে হাঃ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি, ওয়াল হাঝানি, ওয়াল আজঝি, ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি, ওয়াল জুবনি, ওয়াযালা'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পরিত্রাণ চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হতে।[৩৪১]

শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাতকালে দু'আ।

এক. আবু বুরদা ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ কোন সম্প্রদায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করলে বলতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূ-রিহিম, ওয়া না'উযুবিকা মিং শুরূ-রিহিম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা তাদের মোকাবিলায় তোমাকে যথেষ্ট ভাবছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৪২]

দুই. ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইবরাহীম (আঃ) এই দু'আ করেছিলেন, যখন তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ বলেছিলেন যখন লোকেরা বলল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা বিরাট সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ করেছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর। এ কথা তাদের ঈমানের তেজ বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল:

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

উচ্চারণঃ হাসবুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকী-ল।

অর্থঃ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।[৩৪৩]

তিন. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখনই যুদ্ধ আরম্ভ করতেন তখনই এ দু'আ করতেন।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ، وَأَنْتَ نَصِيْرِيْ، بِكَ أَجُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ

[৩৪১] সহিহ বুখারি ৬৩৬৯, ইফাবা হাঃ ৫৮১৬; সহিহ মুসলিম ; সুনানে তিরমিযি ৩৪৮৪, ইফাবা হাঃ ৩৪৮৪; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৫৪৭৭।

[৩৪২] সুনানে আবু দাউদ ১৫৩৭, ইফাবা হাঃ ১৫৩৭; হাদিস সহিহ।

[৩৪৩] সহিহ বুখারি ৪৫৬৩, ৪৫৬৪, ইফাবা হাঃ ৪২০৪, ৪২০৫; সুনানে তিরমিযি ২৪৩১; ইবনে হিব্বান ৮১৩।

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আনতা আযুদী, ওয়া আনতা নাসী-রি, বিকা আজু-লু ওয়া বিকা আছুলু, ওয়া বিকা উক্বাতিলু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমিই আমার শক্তির উৎস, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যে আমি কৌশল অবলম্বন করি, তোমার সাহায্যে আমি শত্রুর সম্মুখীন হই, তোমার সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি।[৩৪৪]

শক্তিধর ব্যক্তির অত্যচারে আশংকায় পঠিত দু'আ।

এক. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কারো উপর এমন শাসক নিযুক্ত থাকে যার কঠোরতা বা যুলুমের ভয় থাকে, তখন তার উচিত এরূপ দু'আ করা।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، كُنْ لِي جَارًامِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلَائِقِكَ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْيَطْغٰى، عَزَّجَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাবয়ী, ওয়া রব্বাল আরশিল আযী-ম। কুন লি জা-রন মিন ফুলা-নিবনী ফুলা-নিন, ওয়া আহযা-বিহী মিন খলা-ইক্বিকা, আন এফরুত্বা আলাইয়্যা আহাদুম মিনহুম আউ এত্বগা। আয্যা জা-রুকা, ওয়া জাল্লা ছানা-উকা, ওয়ালা ইলা-হা ইল্লা-আনতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশ মন্ডলীর রব। মহা মহীয়ান আরশের রব। অমুক ইবনে অমূকের অনিষ্ট হতে তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট হতে রক্ষার জন্য তুমি যথেষ্ট যে, তাদের কেউ আমার উপর অন্যায় অত্যাচার করবে। তোমার প্রতিবেশী মহিমান্বিত, তোমার প্রশংসা অতি মহান। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই।[৩৪৫]

দুই. ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি তুমি কোন ভয় উদ্রেককারী শাসকের নিকট উপনীত হও, যার কঠোরতার ভয়ে তুমি ভীত তবে তুমি তিনবার এই দু'আটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهٖ جَمِيْعًا، اَللّٰهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، الْمُمْسِكِ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهٖ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ، وَجُنُوْدِهٖ وَأَتْبَاعِهٖ وَأَشْيَاعِهٖ، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

[৩৪৪] সুনানে আবু দাউদ ২৬৩২, ইফাবা হাঃ ২৬২৪, সুনানে তিরমিযি ৩৫৮৪, ইফাবা হাঃ ৩৫৮৪; হাদিস সহিহ।
[৩৪৫] আল আদাবুল মুফরাদ ২৯৪ অনুচ্ছেদ: হাঃ ৭১২; হাদিস সহিহ।

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লা-হু আ'আয্যু মিন খলক্বিহি জামি-আ। আল্লা-হু আ'আয্যু মিম্মা আখা-ফু ওয়া আহ্ঝারু, আউযুবিল্লা-হিল্লাযি লা ইলা-হা ইল্লা-হুয়াল মুমসিকিস সামা-ওয়া-তিস সাবয়ী আন এক্বা'না আলাল আরদ্বি ইল্লা বি'ইযনিহী। মিন শাররি আবদিকা ফুলা-নিন। ওয়া জুনু-দিহী, ওয়া আত্বা-বিহী, ওয়া আশইয়া-ইহী, মিনাল জিন্নী ওয়াল ইনসি, আল্লা-হুম্মা কুনলি জা-রন মিন শাররিহিম, জাল্লা ছানা-উকা ওয়া আয্যা জা-রুকা, ওয়া তাবা-রকাসমুকা, ওয়ালা ইলা-হা গাইরুকা।

অর্থঃ আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ তার সমস্ত সৃষ্টি থেকে মহা পরাক্রমশালী, আমি যার ভয় করছি তার চেয়ে আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী। আমি ঐ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যিনি ছাড়া কেউ নেই। যার অনুমতি ছাড়া সপ্ত আকাশ যমীনে পড়তে পারে না। (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই) তোমার অমুক বান্দার এবং সৈন্য সামন্ত ও তার অনুসারীদের এবং সমস্ত জিন ও ইনসানের অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও। তোমার গুণগান অতি মহান, তোমার প্রতিবেশী মহিমান্বিত, তোমার নাম অতি মহান। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই।[৩৪৬]

শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে দু'আ।

ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ খন্দকের যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে এই দু'আটি করেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা মুনযিলাল কিতা-ব, সারি-আল হিসা-বি, ইহযিমিল আহযা-বা, আল্লা-হুম্মাহযিমহুম ওয়া যালযিলহুম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, ত্বড়িত হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও প্রতিহত কর, তাদেরকে দমন ও পরাজিত কর, তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও।[৩৪৭]

কঠিন বিপদের সময় যে দু'আ পড়তে হয়।

সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আসহাবুল উখদুদের সেই বালক কঠিন বিপদের সময় এই দু'আটি পাঠ করেছিল।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাক ফিনী-হিম বিমা- সি'তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! এদের মোকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে ইচ্ছামত সেরূপ আচরণ করো, যেরূপ আচরণের তারা হকদার।[৩৪৮]

[৩৪৬] আল আদাবুল মুফরাদ, ২৯৪ অনুচ্ছেদ: ইফাবা হাঃ ৭১৩; হাদিস সহিহ।
[৩৪৭] সহিহ বুখারি ৬৩৯২, ইফাবা হাঃ ৫৮৩৭।

ঈমানের মধ্যে সন্দেহ পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণঃ আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির র'জী-ম।

অর্থঃ অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৪৯]

উক্ত দু'আ পাঠে তার সন্দেহ বিদূরীত হবে।

ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তি বলবে-

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

উচ্চারণঃ আ-মানতু বিল্লা-হি ওয়া রসূ-লিহি।

অর্থঃ আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম।[৩৫০]

আত্মশুদ্ধির দু'আ।

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আটি পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مَنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল আজযি, ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি, ওয়াল বুখলি, ওয়াল হারামি, ওয়া আযা-বিল ক্বাবরি। আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফসি তাক্বওয়া-হা, ওয়া যাক্কা-হা, আনতা খাইরু মান যাক্কা-হা, আনতা ওলিয়্যুহা ওয়া মাওলা-হা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ইলমিন লা এনফা'উ, ওয়া মিন ক্বালবিন লা এখশা'উ, ওয়া মিন নাফসিন লা তাশাবা'উ, ওয়া মিন দা'আওয়াতিন লা ইয়ুসতাজা-বু লাহা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, অতি বার্ধ্যক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তাকওয়া

[৩৪৮] সহিহ মুসলিম ৭৪০১, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ৩০০৫), ইফাবা হাঃ ৭২৩৯, ইসে হাঃ ৭২৯৩।
[৩৪৯] সহিহ মুসলিম ২৪৩, ইফাবা হাঃ ২৪৫, ইসে হাঃ ২৫৩।
[৩৫০] সহিহ মুসলিম ২৪১, ২৪২, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ১৩৪), ইফাবা হাঃ ২৪৩, ২৪৪, ইসে হাঃ ২৫১, ২৫২।

দান কর এবং তা পরিশুদ্ধ করে দাও। কারণ তুমিই উত্তম পরিশুদ্ধকারী। তুমিই নফসের অভিভাবক ও মাওলা। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন ইলম থেকে যা কোন উপকারে আসে না, এমন অন্তর থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না, এমন নফস থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ থেকে যার প্রতি সাড়া দেওয়া হয় না।[৩৫১]

বদ আমলের অনিষ্ট থেকে বাঁচার দু'আ।

আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বদ আমলের অনিষ্ট বাচাঁর জন্য এই দু'আটি পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি মা- আমিলতু ওয়ামিন শাররি মা- লাম আমাল।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যা আমল করেছি তার অনিষ্ট থেকে এবং যা আমল করিনি তার অনিষ্ট থেকে।[৩৫২]

চারটি ক্ষতি থেকে মুক্তির দু'আ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আটি পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল আরবা'য়ী, মিন ইলমিন লা-ইয়ানফা'য়ু, ওয়া মিন ক্বালবিন লা-ইয়াখশাউ, ওয়া মিন নাফসিন লা-তাশবাউ, ওয়া মিন দু'আ-ইন লা-ইউসমাউ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; এমন ইলম থেকে যা কোন উপকার আসে না, এমন কলব থেকে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না, এমন মন থেকে যা তৃপ্ত হয় না, এবং এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না।[৩৫৩]

[৩৫১] সহিহ মুসলিম ৬৭৯৯, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৭২২), ইফাবা হাঃ ৬৬৫৮, ইসে হাঃ ৬৭১১; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৫৪৫৯, ৫৫৪০।
[৩৫২] সহিহ মুসলিম ৬৭৮৮, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৭১৬), ইফাবা হাঃ ৬৬৪৭, ইসে হাঃ ৬৭০০; সুনানে আবু দাউদ ১৫৫২; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৫৫২৭।
[৩৫৩] সুনানে আবু দাউদ ১৫৫০, ইফাবা হাঃ ১৫৪৮; সুনানে তিরমিযি ৩৪৮২, ইফাবা হাঃ ৩৪৮২; সুনানে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৫৪৬৮; হাদিস সহিহ।

ক্ষুদার কষ্ট থেকে মুক্তির দু'আ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আটি পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিনাল জূ-য়ি, ফা'ইন্নাহু বি'ছাদ্ব দ্বাজী-উ, ওয়া আউ'যুবিকা মিনাল খিয়া-নাতি, ফা'ইন্নাহা বি'ছাতিল বিত্বা'নাতু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষুদা থেকে পানাহ চাই, কেননা তা মারাত্মক ক্ষতিকর ধরাশয়কারী এবং আমি তোমার কাছে খেয়ানত থেকে পানাহ চাই, কেননা তা বড় মারাত্মক গোপন রোগ।[৩৫৪]

কয়েকটি কঠিন রোগ থেকে মুক্তির দু'আ।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এই দু'আটি পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُوْنِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনু-নি ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সায়্যিইল আসক্বা-মি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শ্বেতরোগ, উম্মাদনা রোগ, কুষ্টরোগ ও সকল প্রকার রোগ ব্যাধি থেকে।[৩৫৫]

শিরক থেকে বাঁচার দু'আ।

মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি একদা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সাথে নাবী ﷺ এর নিকট গেলাম। তখন তিনি বললেনঃ হে আবু বকর! নিঃসন্দেহে শিরক পিপীলিকা চলার শব্দের চেয়েও সূক্ষ্মভাবে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার স্থাপন করা ছাড়াও কি শিরক আছে? অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্ত্বার শপথ বলছিঃ শিরক পিপীলিকার পদচারণার চেয়েও সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে থাকে। আমি কি তোমাকে এমন

[৩৫৪] সুনানে আবু দাউদ ১৫৪৯, ইফাবা হাঃ ১৫৪৭; সুনানে নাসায়ি ৫৪৭৩, ইফাবা হাঃ ৫৪৬৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৩৫৪; হাদিস সহিহ।

[৩৫৫] সুনানে আবু দাউদ ১৫৫৬, ইফাবা হাঃ ১৫৫৪; সুনায়ে নাসায়ি, ইফাবা হাঃ ৫৪৯৪; হাদিস সহিহ।

কিছু শিক্ষা দিব না, যা বললে তোমার ছোট-বড় সকল প্রকার শিরক দূর হয়ে যাবে। তখন তিনি বললেন, তুমি বল-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু, ওয়াসতাগফিরুকা লিমা লা-আলামু।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৩৫৬]

দুঃশ্চরিত্র থেকে মুক্তির দু'আ।

যিয়াদ ইবনু ইলাকাহ্ (রহঃ) হতে তার চাচার সনদে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক ওয়াল আ'মা-লি ওয়াল আহও-য়া।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল প্রকার মন্দ চরিত্র, মন্দ কাজ এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে।[৩৫৭]

বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি থেকে বাঁচার দু'আ।

সাক্বাল ইবনে হুমাইদ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট একটি দু'আ শিখানোর আবেদন করলে তিনি এই দু'আটি শিক্ষা দিলেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি সাময়ী, ওয়া মিন শাররি বাসারী, ওয়া মিন শাররি লিসা-নি, ওয়া মিন শাররী ক্বালবী, ওয়া মিন শাররি মানিয়্যী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার কানের অনিষ্ট, চোখের অনিষ্ট, জিহ্বার অনিষ্ট, মনের অনিষ্ট এবং বির্যের অনিষ্ট থেকে।[৩৫৮]

[৩৫৬] মুসনাদে আহমাদ ১৯৬০৬, আদাবুল মুফরাদ ৫৫১, সহিহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৯; হাদিস সহিহ।

[৩৫৭] সুনানে তিরমিযি ৩৫৯১, ইফাবা হাঃ ৩৫৯১; হাদিস সহিহ।

জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম হতে বাঁচার দু'আ।

আবু সালেহ (রহঃ) থেকে নাবী ﷺ এর কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান না-রি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম হতে বাঁচতে চাই।[৩৫৯]

রাগের সময় যে দু'আ পড়তে হয়।

সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, রাগের সময় যদি কোন ব্যক্তি এই দু'আটি পড়ে তাহলে তার রাগ চলে যাবে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লা-হি মিনাশ্‌শাইত্বা-নির রজ্বী-ম।

অর্থঃ বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই।[৩৬০]

রাগের সময় করণীয়।

- রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। (সহিহ বুখারি ৬১১৪, ইফাবা হাঃ ৫৫৭১; সহিহ মুসলিম ৬৫৩৭, ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৬০৯; ইফাবা হাঃ ৬৪০৫)
- দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ আসলে বসে পড়া, এতে যদি রাগ না যায় তবে শুয়ে পড়বে। (সুনানে আবু দাউদ, ইফাবা হাঃ ৪৭০৭)
- যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাকে তার নিজের ইচ্ছেমত হুর বেছে নেয়ার অধিকার দিবেন। (সুনানে তিরমিযি ২০২১)

আকস্মিক বিপদ থেকে মুক্তির দু'আ।

প্রথম দু'আঃ আবুল ইয়ুসর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ পড়তেন-

[৩৫৮] সুনানে আবু দাউদ ১৫৫৩, ইফাবা হাঃ ১৫৫১; সুনানে তিরমিযি ৩৪৯২, ইফাবা হাঃ ৩৪৯২; সুনানে নাসায়ি ৫৪৫৯, ইফাবা হাঃ ৫৪৮৫; হাদিস সহিহ।

[৩৫৯] সুনানে আবু দাউদ ৭৯২, ইফাবা হাঃ ৭৯৩; হাদিস সহিহ।

[৩৬০] সহিহ বুখারি ৬১১৫, ইফাবা হাঃ ৫৫৭২; সহিহ মুসলিম ৬৫৪০, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৬১০), ইফাবা হাঃ ৬৪০৮, ইসে হাঃ ৬৪৫৮; সুনানে তিরমিযি ৩৪৫২, ইফাবা হাঃ ৩৪৫২।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُبِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيْ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوْذُبِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوْذُبِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাদমি, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাত তারাদ্দী, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল গারাক্বি ওয়াল হারাক্বি ওয়াল হারামি, ওয়া আ'উযুবিকা আন এতাখাব্বাত্বানীশ শাইত্বা-নু ইনদাল মাওতি, ওয়া আ'উযুবিকা আন আমূ-তা ফী সাবী-লিকা মুদবিরান ওয়া আ'উযুবিকা আন আমূ-তা লাদী-গান।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঘর চাপা পড়া থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি উপর থেকে গড়িয়ে পড়া থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি ডুবে যাওয়া থেকে, পুড়ে যাওয়া এবং চরম বার্ধক্য থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি মৃত্যুর সময় শয়তানের স্পর্শ করা থেকে, আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার রাস্তায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি সর্প দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে।[৩৬১]

দ্বিতীয় দু'আঃ আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্যতম একটি দু'আ এই যে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিকা, ওয়া তা'হাউ উলি আ-ফিয়াতিকা, ওয়া ফু'জা-আতি নিক্ব'মাতিকা, ওয়া জামি-ই ছা'খাতিকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার নিয়ামাত দূর হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার আকস্মিক বিপদাপদ আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে।[৩৬২]

উভয় জগতের কল্যানের দু'আ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আটি পাঠ করতেন।

[৩৬১] সুনানে আবু দাউদ ১৫৫২, ইফাবা হাঃ ১৫৫২; সুনানে নাসায়ি ৫৫৪৬, ইফাবা হাঃ ৫৫৩৩; হাদিস সহিহ।

[৩৬২] সহিহ মুসলিম ৬৮৩৭, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৭৩৯), ইফাবা হাঃ ৬৬৯৩, ইসে হাঃ ৬৭৪৭; সুনানে আবু দাউদ ১৫৪৫, ইফাবা হাঃ ১৫৪৫।

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আসলিহ লী দ্বী-নিয়াল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ লী দুনইয়া-ইয়াল্লাতী ফী-হা মা'আ-শী, ওয়া আসলিহ লী আ-খিরাতিল্লাতি ফী-হা মা'আ-দী, ওয়াজ আলিল হায়া-তা যিয়া-দাতান লী, ফী কুল্লী খাইরিন, ওয়াজ আলিল মাওতা রা-হাতান লী মিন কুল্লি শাররিন

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার দীনকে পরিশুদ্ধ করে দাও, যে দীনই আমার নিরাপত্তা। আমার ইহকালকে পরিশুদ্ধ করে দাও, যেখানে আমার জীবনোপকরণ রয়েছে। আমার পরকালকে পরিশুদ্ধ করে দাও, যেখানে আমার প্রত্যাবর্তন স্থল। আমার আয়ুষ্কালকে বৃদ্ধি করে দাও, প্রত্যেকটি ভালো কর্মের জন্য। এবং আমার মৃত্যুকে বিশ্রামাগার বানিয়ে দাও সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে।[৩৬৩]

অন্তরকে সবসময় আল্লাহর আনুগত্যের উপর স্থির রাখার দু'আ।

প্রথম দু'আঃ আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন: আদম সন্তানের কলবসমূহ পরম দয়াময় আল্লাহ তা'আলার দু'আঙ্গুলের মধ্যে এমনভাবে আছে যেন তা একটি কলব। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই তা উলট পালট করেন। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আটি পাঠ করেন।

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা মুছারিফাল কুলূ-বী ছার্রিফ কুলু-বানা আলা তা-আতিকা।

অর্থঃ হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার অনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও।[৩৬৪]

দ্বিতীয় দু'আঃ শাহ্‌র ইবনু হাওশাব (রাঃ) উম্মু সালামা (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! রসূলুল্লাহ ﷺ যখন আপনার নিকট থাকতেন তখন অধিকাংশ সময় তিনি কি দু'আ করতেন? তিনি বললেন, অধিকাংশ সময় তিনি এ দু'আ করতেন:

[৩৬৩] সহিহ মুসলিম ৬৭৯৬, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৭২০), ইফাবা হাঃ ৬৬৫৫, ইসে হাঃ ৬৭০৮।
[৩৬৪] সহিহ মুসলিম ৬৬৪৩, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৬৫৪), ইফাবা হাঃ ৬৫০৯, ইসে হাঃ ৬৫৬০।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

উচ্চারণঃ ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূ-বি, সাব্বিত ক্বালবী আলা দী-নিকা।

অর্থঃ হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।[৩৬৫]

হিদায়াতের উপর অটল থাকার জন্য দু'আ।

প্রথম দু'আঃ আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ এই বলে দু'আ করতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকাল হুদা ওয়াত্ব তুক্বা, ওয়াল আফা-ফা ওয়াল গিনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাক্বওয়া, পবিত্রতা-নিষ্কলুষতা ও সচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা করছি।[৩৬৬]

দ্বিতীয় দু'আঃ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন: তুমি বলো-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ وَاذْكُرْ بِالْهُدٰى هِدَايَتِكَ الطَّرِيْقَ وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাহদিনী, ওয়া সাদ্দিদনী, ওয়াযকুর বিলহুদা হিদা-এতিকাত্ব ত্বারী-কা, ওয়াস সাদা-দি সাদা-দাস সাহমি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান কর এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো। তোমার সোজা রাস্তায় চলার মত হিদায়াত এবং ধণুকের মাধ্যমে তীর সোজা করার মত সঠিক পথ।[৩৬৭]

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ، عَصَمَ مِنَ الدَّجَّالِ

[৩৬৫] সুনানে তিরমিযি ৩৫২২, ইফাবা হাঃ ৩৫২২; হাদিস সহিহ।
[৩৬৬] সহিহ মুসলিম ৬৭৯৭, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৭২১), ইফাবা হাঃ ৬৬৫৬, ইসে হাঃ ৬৭০৯; সুনানে তিরমিযি ৩৪৮৯, ইফাবা হাঃ ৩৪৮৯।
[৩৬৭] সহিহ মুসলিম ৬৮০৪, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৭২৫), ইফাবা হাঃ ৬৬৬৩, ইসে হাঃ ৬৭১৬।

অর্থঃ আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।[৩৬৮]

عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ. وَقَالَ هَمَّامٌ: مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ

অর্থ: কাতাদা থেকে এই সনদেই বর্ণিত হয়েছে, শু'বা বলেন, সূরা কাহ্ফের শেষ দশ আয়াত। এবং হাম্মাম বলেন, সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত। যেমন হিশাম ও বলেছেন। (যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে)।[৩৬৯]

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার দু'আ।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযা-বিল কাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামা-তি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসী-হিদ দাজ্জা-লি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা থেকে এবং মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৭০]

[৩৬৮] সহিহ মুসলিম ১৭৬৮, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ৮০৯), ইসে হাঃ ১৭৬০; ইফাবা হাঃ ১৭৫৬; চতুর্থ সংস্করণ ২০১০।

[৩৬৯] সহিহ মুসলিম ১৭৬৯, ইসে হাঃ ১৭৬১; ইফাবা হাঃ ১৭৫৭; চতুর্থ সংস্করণ ২০১০।

[৩৭০] সহিহ মুসলিম ১২১১, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ৫৮৮), ইফাবা হাঃ ১২০০, ইসে হাঃ ১২১১।

কুনুতে নাযেলা

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পুরো একমাস যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের সলাতে শেষ রাক'আতে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার পর কুনুত পাঠ করেছেন। এ সময় তিনি বনু সুলাইমের কয়েকটি গোত্র, যেমন, রি'ল, যাকওয়ান ও উসাইয়্যার উপর বদ'দুআ করেছেন এবং তাঁর পিছনের মুক্তাদীরা আমীন আমীন বলেছেন।[৩৭১]

কুনুতের কয়েকটি দু'আ।

উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ কুনুতে এই দু'আ পাঠ করতেন।

أَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ - أَللّٰهُمَّ الْعَنْ أَهْلَ كِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ - أَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ ফির লানা-ওয়া লিল-মু'মীনী-না ওয়াল মু'মিনা-তি, ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমা-তি, ওয়া আল্লিফ বাইনা কুলূ-বিহিম, ওয়া আছলিহ যা-তা বাইনিহিম, ওয়াংছুরহুম আলা-আদুউবিকা ওয়া আদুউবিহিম। আল্লা-হুম্মাল আন, আহলা কিতা-বিল্লাযী-না এছুদ্দু-না আন সাবী-লিকা, ওয়া ইউকাযযিবু-না রুসূলাকা, ওয়া ইউক্বা-তিলূ-না আও-লিয়া-আকা। আল্লা-হুম্মা খা-লিফ বাইনা কালিমাতিহিম ওয়া ঝাল-ঝিল আক্ব-দা-মাহুম, ওয়া আংঝিল বিহিম বা'সাকাল্লাযী লা-তারুদ্দুহু আনিল ক্বওমিল মুজরিমি-ন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও সকল মুমিন ও মুসলিম নর নারীকে। হে আল্লাহ! তুমি তাদের (মুসলিমদের) অন্তরে ভ্রাতৃত্বভাব সৃষ্টি করে দাও এবং তাদের মাঝে মীমাংসা করে দাও। হে আল্লাহ! তোমার শত্রু ও তাদের (মুসলিমদের) শত্রুর বিরুদ্ধে তুমি তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) সাহায্য কর। হে আল্লাহ! ঐসব আহলে কিতাবের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর, যারা তোমার পথে বাধা প্রদান করে, তোমার রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তোমার ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। হে আল্লাহ! তুমি তাদের পরিকল্পনা ভেঙ্গে চৌচির করে দাও, তাদের পা কাঁপিয়ে তুলো এবং তাদের উপর তোমার এমন শাস্তি অবতরণ কর, যা অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর অবতরণ করলে ফিরিয়ে নাও না।[৩৭২]

[৩৭১] সুনানে আবু দাউদ ১৪৪৩, ইফাবা হাঃ ১৪৪৩; হাদিসটি হাসান।

[৩৭২] সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী, ২৮৮৬; হাদিস সহিহ।

أَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা মুংযিলাল-কিতাব, সারী-আ'আল হিসা-ব, আল্লা-হুম্মাহঝিমিল আহঝা-বা। আল্লা-হুম্মাহ ঝিমহুম ওয়া ঝালঝিলহুম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। হে আল্লাহ! তাদের সকল দলকে পরাজিত কর। হে আল্লাহ! তুমি তাদের পরাস্ত কর, তাদের ভীতি প্রদর্শন কর।[৩৭৩]

أَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা মুংঝিলাল কিতা-বি, ওয়া মুজরিয়াস সাহা-বি, ওয়াহা-ঝিমাল আহঝা-বি, আহ্ঝিমহুম ওয়াংছুরনা-আলাইহিম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরাস্তকারী। তুমি তাদের পরাস্ত কর এবং তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর।[৩৭৪]

اَللّٰهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ، اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، اَللّٰهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আংজি আইয়্যা-শাবনা আবী রবী-আতা,আল্লা-হুম্মা আংজিল ওয়ালী-দাবনাল ওয়ালী-দি, আল্লা-হুম্মা আংজি সালামাতাবনা হিশা-মিন। আল্লা-হুম্মা আংজিল মুসতাদ্বআফি-না মিনাল মু'মিনি-না, আল্লা-হুম্মাশদুদ ওয়াত্ব আতাকা, আলা-মুযারা, আল্লা-হুম্মাজ আলহা-আলাইহিম সিনী-না কাসিনি ইউসুফ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আইয়্যাশ ইবনু আবু রবী'আকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! সালামাহ্ ইবনু হিশামকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! তুমি দুর্বল মুমিনদের মুক্ত কর। হে আল্লাহ! মুযার বংশের উপর তোমার শাস্তিকে কঠিন করে দাও। হে আল্লাহ! তাদের উপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও, যেমন ইউসুফ (আঃ) এর যুগে চাপিয়েছিলে।[৩৭৫]

---

[৩৭৩] সহিহ বুখারি ২৯৩৩, ২৯৬৫, ৩০২৫, ৪১১৫, ৬৩৯২, ৭৪৮৯, ইফাবা হাঃ ২৭২৯।
[৩৭৪] সহিহ মুসলিম ৪৪৩৪, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ১৭৪২), ইফাবা হাঃ ৪৩৯২, ইসে হাঃ ৪৩৯২।
[৩৭৫] সহিহ বুখারি ২৯৩২, ৬৩৯৩, ইফাবা হাঃ ২৭২৮, ৫৮৩৮; সহিহ মুসলিম ১৪২৬, ইফাবা হাঃ ১৪১১, ইসে হাঃ ১৪২২।

তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীলের ফযিলাত

* আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশত বার-এই দু'আটি পাঠ করে তার পাপ সমূহ মুছে ফেলা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমান হয়ে থাকে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী।

অর্থঃ আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।[৩৭৬]

* আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দু'আটি দশবার পাঠ করবে সে ব্যক্তি ইসমাঈল (আঃ) এর বংশের চারজন দাসকে মুক্ত করার সমান সাওয়াব পাবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহাদাহু লা শারী-কা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদী-র।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। সকল রাজত্ব তারই এবং তার জন্যই সকল প্রশংসা। আর তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।[৩৭৭]

* আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুটি কালিমা এমন যা যবানে (উচ্চারণ করতে) সহজ, (কিয়ামত দিবসে) ওজনের পাল্লায় ভারী, তা রহমান (পরম করুণাময় আল্লাহর) এর নিকট খুবই প্রিয়, কালিমা দুটি হচ্ছে-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল আযী-ম।

অর্থঃ আমি আল্লাহর প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি মহান আল্লাহর পবিত্র ঘোষণা করছি।[৩৭৮]

---

[৩৭৬] সহিহ বুখারি ৬৪০৫, ইফাবা হাঃ ৫৮৫০; সহিহ মুসলিম ৬৭৩৬, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৬৯২), ইফাবা হাঃ ৬৫৯৯, ইসে হাঃ ৬৬৫১।
[৩৭৭] সহিহ বুখারি ৬৪০৩, ইফাবা হাঃ ৫৮৪৮; সহিহ মুসলিম ৬৭৩৭, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৬৯৩), ইফাবা হাঃ ৬৬০০, ইসে হাঃ ৬৬৫২।

* আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: এ কালিমাগুলো আমার যবানে উচ্চারিত হওয়া, সূর্য যে সমস্ত জিনিসের উপর উদিত হয়, সে সমূদয় জিনিসের থেকে অধিকতর প্রিয়। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা এ কালিমাগুলো আমার মুখে উচ্চারিত হওয়া অধিকতর প্রিয়।

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লা-হি, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি, ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট।[৩৭৯]

* সা'আদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি এক দিনে এক হাজার পুণ্য অর্জন করতে পারে না? তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এক ব্যক্তি কি করে (এক দিনে) এক হাজার পুণ্য অর্জন করতে পারে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যে ব্যক্তি একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে তার জন্য এক হাজার পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার থেকে এক হাজার পাপ মুছে ফেলা হবে।[৩৮০]

* আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি একশত বার এই দু'আটি পাঠ করে তবে তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। এবং তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হবে।

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লা-হিল আযী-মী ওয়াবিহামদিহী।

অর্থঃ মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসাও জ্ঞাপণ করছি।[৩৮১]

---

[৩৭৮] সহিহ বুখারি ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩, ইফাবা হাঃ ৫৮৫১; সহিহ মুসলিম ৬৭৩৯, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৬৯৪), ইফাবা হাঃ ৬৬০১, ইসে হাঃ ৬৫৫৪।
[৩৭৯] সহিহ মুসলিম ৬৭৪০, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৬৯৫), ইফাবা হাঃ ৬৬০২, ইসে হাঃ ৬৫৫৫।
[৩৮০] সহিহ মুসলিম ৬৭৪৫, (ফুয়াদ আ.বাকী হাঃ ২৬৯৮), ইফাবা ৬৭০৭, ইসে হাঃ ৬৬৬০।
[৩৮১] সুনানে তিরমিযি ৩৪৬৬, ইফাবা হাঃ ৩৪৬৬; হাদিস সহিহ।

* আবু মুসা আল আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেল: হে আবু মুসা, অথবা হে আব্দুল্লাহ! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধন ভাণ্ডারের একটি বাক্য বলে দেব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলে দিন। তিনি বললেন, তা হচ্ছে-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থঃ আল্লাহর শক্তি ছাড়া কোন শক্তি সামর্থ নেই। (অর্থাৎ অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করারও কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত)।[৩৮২]

* মুস'আব ইবনু সাদ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক গ্রাম্য লোক রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে নিবেদন করল আমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি নিয়মিত পাঠ করব, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: বলো-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারী-কা লাহু, আল্লা-হু আকবারু কাবী-রা, ওয়াল হামদুলিল্লা-হি কাসী-রা, সুবহানাল্লা-হি রাব্বিল আ-লামি-না, লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল আযি-যীল হাকী-ম।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নাই, আল্লাহ মহান অতীব মহীয়ান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অসংখ্য প্রশংসা। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। কোন শক্তি সামর্থ নেই, একমাত্র প্রতাবশালী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। **গ্রাম্য লোকটি বলল এতগুলো আমার রবের জন্য, তবে আমার জন্য (প্রার্থনা জ্ঞাপনের জন্য) কি?** তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি বলো-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্বনী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে হিদায়াত দান কর এবং আমাকে জীবিকা দান কর।[৩৮৩]

---

[৩৮২] সহিহ বুখারি ৬৪০৯, ইফাবা হাঃ ৫৮৫৪; সহিহ মুসলিম ৬৭৬১, ইফাবা হাঃ ৬৬২২, ইসে. হাঃ ৬৬৭৬।
[৩৮৩] সহিহ মুসলিম ৬৭৪১, (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৬৯৬), ইফাবা হাঃ ৬৬০৩, ইসে হাঃ ৬৬৫৬।

* আবু মালিক আল আশজাঈ (রহঃ) এর পিতার সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লোক ইসলাম গ্রহণ করলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রথমে সলাত শিক্ষা দিতেন। অতঃপর এসব কথা দিয়ে দু'আ করার আদেশ দিতেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহদিনী ওয়া-ফিনী ওয়ারযুক্বনী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে হিদায়াত দান কর, আমাকে রোগমুক্ত করে দাও এবং আমাকে জীবিকা দান কর।[৩৮৪]

* জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, সর্বোত্তম যিকির হলো- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আর সর্বশ্রেষ্ট দু'আ হলো- "আলহামদু লিল্লাহ"।[৩৮৫]

ডান হাতে তাসবীহ্ গণনা করা।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে ডান হাত দিয়ে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।[৩৮৬]

[৩৮৪] সহিহ মুসলিম ৬৭৪৩, ইফাবা হাঃ ৬৬০৫, ইসে হাঃ ৬৬৫৮।
[৩৮৫] সুনানে তিরমিযি ৩৩৮৩, ইফাবা হাঃ ৩৩৮৩; ইবনে মাজাহ ৩৮০০; মুসতাদরাকে হাকিম ১৮৩৪; হাদিস সহিহ।
[৩৮৬] সহিহ আল জামে হাঃ ৪৮৬৫, সুনানে তিরমিযি ৩৪৮৬, ইফাবা হাঃ ৩৪৮৬; হাদিস সহিহ।

৮ম অধ্যায়

কুরআন মাজীদে বর্ণিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দু'আ সমূহ

গুরুত্বপুর্ণ নেক আমল করার দু'আ।

ইবরাহীম (আঃ) কাবা নির্মান অবস্থায় এই দু'আ করেছেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১২৭)

মাসজিদ বা কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার সময় দু'আ।

ইবরাহীম (আঃ) কাবা নির্মানের সময় এই দু'আ করেছেন।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে তোমার অনুগত কওম সৃষ্টি করে দাও। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দাও এবং আমাদের তাওবাহ্ কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তাওবাহ্ কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১২৮)

উভয় জাহানে কল্যাণ লাভের দু'আ।

বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ এর মাঝখানে এই দু'আটি পড়তে হয়।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান কর। এবং আমাদেরকে (জাহান্নামের) আযাবের আগুন থেকে রক্ষা কর।

(সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২০১)

বিপদাপদ ও কঠিন মুহূর্তে অটল থাকার দু'আ।

প্রথম দু'আঃ জালুত বাহিনীর বিরুদ্ধে তালুত এই দু'আ করেছিলেন।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য্য ঢেলে দাও, আমাদের পা স্থির রাখ এবং আমাদেরকে কাফির জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য কর। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৫০)

দ্বিতীয় দু'আঃ আল্লাহর কাছে ধৈর্য্য কামনা করা।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর। (সূরা আরাফ ৭ ঃ ১২৬)

কঠিন পরীক্ষা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিও না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছ। হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এমন কিছুর ভার বহন করাইও না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের উপর মেহেরবানী কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের উপর দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব, তুমি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

(সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৮৬)

আসহাবে কাহ্ফ কঠিন বিপদের সময় যে দু'আ পাঠ করেছিল।

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

অর্থঃ হে আমাদের রব! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর অনুগ্রহ কর এবং আমাদের কাজকর্ম (আঞ্জাম দেয়ার জন্য) তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখাও।

(সূরা কাহ্ফ ১৮ ঃ ১০)

সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অটল থাকার দু'আ।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ - رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র করোনা এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমাত দান কর। নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি সমগ্র মানবজাতিকে তোমার সামনে একত্রিত করবে এমন একদিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৮ - ৯)

গুণাহ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দু'আ।

প্রথম দু'আঃ

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থঃ হে আমাদের রব! অবশ্যই আমরা তোমার উপর ঈমান এনেছি। অতএব, আমাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৬)

দ্বিতীয় দু'আঃ

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি যা নাযিল করেছ তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত কর। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৫৩)

তৃতীয় দু'আঃ

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(সূরা মুমিনুন ২৩ ঃ ১০৯)

চতুর্থ দু'আঃ

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থঃ হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই তা চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আর যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না করো এবং আমার প্রতি দয়া না করো, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। (সূরা হূদ ১১ ঃ ৪৭)

পঞ্চম দু'আঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্গন ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের পা সমূহকে অবিচল রাখ, আর কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৪৭)

ষষ্ঠ দু'আঃ

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ

الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমান করবে। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের রব! অবশ্যই আমরা শুনেছিলাম একজন অহ্বানকারীকে যে ঈমানের দিকে আহবান করে বলে যে, তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে দাও, আর আমাদেরকে নেককারদের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আমাদের রব! আর তুমি আমাদেরকে তা প্রদান কর যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদেরকে দিয়েছ, তোমার রসূলগণের মাধ্যমে। আর কিয়ামত দিবসে আমাদেরকে লাঞ্চিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৯২-১৯৩)

সপ্তম দু'আঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। আর যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। (সূরা আল আরাফ ৭ ঃ ২৩)

যালিম অত্যচারিদের সঙ্গী না হওয়ার দু'আ।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করো না।
(সূরা আল আরাফ ৭ ঃ ৪৭)

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী হকের দুশমনদের বিরুদ্ধে দু'আ।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কওমের (গোত্রের) মধ্যে যথার্থ ফয়সালা করে দাও। আর আপনি শ্রেষ্ট্য ফয়সালাকারী। (সূরা আল আরাফ ৭ ঃ ৮৯)

নেক আমলের তাওফীক লাভের দু'আ।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে সলাত কায়িমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও, হে আমাদের রব! (আমার) দু'আ কবুল কর। হে আমাদের রব! হিসাবের দিন (কিয়ামত দিবস), তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও সকল মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিয়ো। (সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ৪০-৪১)

সুলাইমান (আঃ) এর দু'আ।

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

অর্থঃ হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য আমাকে তোমার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দান কর। আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। তোমার অনুগ্রহে তুমি আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও। (সূরা নামল ২৭ ঃ ১৯)

জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ।

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয়ই এর আযাব হল অবিচ্ছিন্ন। (সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ৬৫)

নেক সন্তানদের ব্যাপারে যাকারিয়া (আঃ) এর দু'আ।

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

অর্থঃ হে আমার রব! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৩৮)

মুমিনদের জন্য মালায়িকাদের (ফেরেশতা) দু'আ।

প্রথম দু'আঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি রহমাত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছ। অতএব, যারা তাওবাহ্ করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে, তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। আর জাহান্নামের আযাব থেকে তুমি তাদেরকে রক্ষা কর। (সূরা গাফির ৪০ ঃ ৭)

দ্বিতীয় দু'আঃ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ। তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নি সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর তুমি তাদের অপরাধের (কারণে) আযাব হতে তাদের রক্ষা কর এবং সেদিন তুমি যাকে অপরাধের আযাব থেকে রক্ষা করবে, অবশ্যই তুমি তার প্রতি দয়া করবে। আর এটাই হলো মহাসাফল্য। (সূরা গাফির ৪০ ঃ ৮ - ৯)

মৃত মুমিনদের জন্য দু'আ।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি দয়াবান, পরম দয়ালু। (সূরা হাশর ৫৯ ঃ ১০)

ইবরাহীম (আঃ) এর দু'আ।

প্রথম দু'আঃ কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে বেচেঁ থাকার দু'আ।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র বানাইও না। হে আমাদের রব! তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (মুমতাহিনা ৬০ ঃ ৫)

দ্বিতীয় দু'আঃ আল্লাহর কাছে সুনাম-সুখ্যাতি ও জান্নাত প্রার্থনা করা।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ - وَاجْعَلْ لِيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِيْنَ - وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করে দাও। আর পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখ, আর তুমি আমাকে সুখময় জান্নাতের ওয়ারিসদের অন্তর্ভূক্ত কর।

(শুরা শু'আরা ২৬ ঃ ৮৩ - ৮৫)

ইউসূফ (আঃ) এর দু'আ।

কিয়ামতের ময়দানে নাবী এবং মুমিনরা যে দু'আ করবে।

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

(সূরা তাহরীম ৬৬ ঃ ৮)

মুসা (আঃ) এর দু'আ।

প্রথম দু'আঃ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাঁর রহমাত কামনা করা।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِأَخِيْ وَأَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও এবং তোমার রহমতের মাঝে আমাদের প্রবেশ করাও। আর তুমিইতো রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ্য।

(সূরা আল আরাফ ৭ ঃ ১৫১)

দ্বিতীয় দু'আঃ জ্ঞান বৃদ্ধি ও হকের প্রবক্তা হওয়ার জন্য দু'আ।

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي - وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي - يَفْقَهُوا قَوْلِي

অর্থঃ হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও, আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।
(সূরা ত্বা-হা ২০ ঃ ২৫-২৮)

তৃতীয় দু'আঃ সকল ক্ষেত্রেই মানুষ তার রবের মুখাপেক্ষী।

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

অর্থঃ হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করবেন, আমি অবশ্যই তার মুখাপেক্ষী। (সূরা কাসাস ২৮ ঃ ২৪)

আল্লাহর নিজে শিখানো দু'আ।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ হে আমাদের রব! তুমি ক্ষমা করে দাও, দয়া কর। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ট দয়ালু।
(সুরা মুমিনুন ২৩ ঃ ১১৮)

নূহ (আঃ) এর দু'আ।

প্রথম দু'আঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীকে ক্ষমা করে দাও। আর তুমি যালিমদের জন্য ধ্বংসকে আরো বাড়িয়ে দাও। (সূরা নূহ ৭১ ঃ ২৮)

দ্বিতীয় দু'আঃ এটি কাফির-মুশরিক ও গোমরাহ-বিদ'আতী লোকদের বিরুদ্ধে করার জন্য দু'আ।

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

অর্থঃ নূহ বলল, হে আমার রব! যমীনের উপর কোন কাফিরকে অবশিষ্ট রেখো না। তুমি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখো তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং দূরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না। (সূরা নূহ ৭১ ঃ ২৬-২৭)

লূত (আঃ) এর দু'আ।

দুষ্ট লোকদের অন্যায় আমল থেকে বাচাঁর জন্য দু'আ।

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ

অর্থঃ হে আমার রব! তারা যা করেছে, তা থেকে আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর। (সূরা শু'আরা ২৬ ঃ ১৬৯)

ইলম বৃদ্ধির দু'আ।

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থঃ হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ত্বাহা ২০ ঃ ১১৪)

কঠিন মুহূর্তে দু'আ।

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় এই দু'আ পড়েছিলেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি পূতপবিত্র। নিশ্চয়ই আমি ছিলাম যালিমদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৮৭)

আইয়ূব (আঃ) এর দু'আ।

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ আর আইয়ুব (আঃ) যখন তার রবকে ডেকে বলল, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ট দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৮৩)

ফির'আউন এর স্ত্রীর দু'আ।

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ হে আমার রব! তোমার কাছে আমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তুমি আমাকে ফির'আউন ও তার কর্ম হতে নাজাত দান কর। আর আমাকে নাজাত দান কর যালিম সম্প্রদায় হতে। (সূরা তাহরীম ৬৬ ঃ ১১)

ক্ষমতা ও মান মর্যাদা লাভের দু'আ।

اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থঃ হে আল্লাহ! রাজত্বের মালিক, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর, আর যার থেকে চাও রাজত্ব কেড়ে নাও। তুমি যাকে চাও সম্মান দান কর, আর যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। তোমার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও। আর মৃত থেকে জীবিতকে বের কর এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের কর। আর যাকে চাও বিনা হিসাবে রিযিক দান কর। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ২৬-২৭)

জাহাজ থেকে অবতরনের দু'আ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নূহ (আঃ) কে এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

رَبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে বরকতময় অবতরণস্থলে অবতরণ করাও। আর তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (সূরা মুমিনুন ২৩ ঃ ২৯)

শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি লাভের দু'আ।

মুমিনদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন।

رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ – وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِ

অর্থঃ হে আমার রব! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার রব! আমার কাছে তাদের (শয়তানের) উপস্থিতি হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (সূরা মুমিনুন ২৩ ঃ ৯৭-৯৮)

যেসব স্থানে রসূলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে দু'আ করেছেন

- **বৃষ্টি প্রার্থনা এবং বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ।**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِيْ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللّٰهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِيْ فِي الشَّمْسِ

অর্থঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জুম'আর দিন মিম্বরের সোজাসুজি দরজা দিয়ে (মাসজিদে) প্রবেশ করল। আল্লাহর রসূল ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে আল্লাহর রসূল ﷺ এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টির অভাবে) গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোর চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তখন তার উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশে মেঘমালা,

মেঘের চিহ্ন বা কিছুই দেখতে পাইনি। অথচ সাল'আ (মাদীনার একটি পাহাড়) পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘর-বাড়ি ছিল না। আনাস (রাঃ) বলেন, হঠাৎ সাল'আ পর্বতের পিছন হতে ঢালের মত মেঘ বেরিয়ে এল এবং তা মধ্য আকাশে পৌঁছে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। অতঃপর বর্ষণ শুরু হল। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। অতঃপর এক ব্যক্তি পরবর্তী জুম'আর দিন সে দরজা দিয়ে (মাসজিদে) প্রবেশ করল। আল্লাহর রসূল ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ করুন। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তার উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে, আমাদের উপর নয়; টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনভূমিতে বর্ষন করুন। আনাস (রাঃ) বলেন, এতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা (মাসজিদ হতে বেরিয়ে) রোদে চলতে লাগলাম।[৩৮৭]

■ **চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়।**

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِيْ بِأَسْهُمِيْ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ مَا يَحْدُثُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُوْا وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ حَتّٰى جَلَّ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

অর্থঃ আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় তীর নিক্ষেপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি সূর্যগ্রহণ লেগেছে। আমি তীরগুলো নিক্ষেপ করলাম এবং বললাম, আজ সূর্যগ্রহণে রসূলুল্লাহ ﷺ এর অবস্থান লক্ষ্য করব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পৌঁছলাম। তিনি তখন দু'হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করছিলেন এবং তিনি আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছিলেন। অবশেষে সূর্য প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দু'টি সূরা পাঠ করলেন এবং দু রাক'আত সলাত আদায় করলেন।[৩৮৮]

[৩৮৭] সহিহ বুখারি ১০১৩, ইফাবা হাঃ ৯৫৮।
[৩৮৮] সহিহ মুসলিম ২০০৩, ইফাবা হাঃ ১৯৮৭, ইসে হাঃ ১৯৯৪।

■ **কবর যিয়ারতের সময়।**

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّيْ وَعَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلٰى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلٰى إِثْرِهِ حَتّٰى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

অর্থঃ আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের আমার পক্ষ থেকে ও রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনা করে শুনাব? আমরা বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বলেন, যখন ঐ রাত আসত যে রাতে নাবী ﷺ আমার কাছে থাকতেন। তিনি এসে তাঁর চাদর রেখে দিতেন, জুতা খুলে পায়ের কাছে রাখতেন। পরে নিজ তহবন্দের (লুঙ্গি) একদিক বিছানায় বিছিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। অতঃপর মাত্র কিছু সময় "যতক্ষণে তিনি ধারণা করতেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি" বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। অতঃপর উঠে ধীরে ধীরে নিজ চাদর নিতেন এবং জুতা পরিধান করতেন। পরে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তেন। অতঃপর কিছু সময় নিজেকে আত্মগোপন করে রাখতেন। একদিন আমি আমার জামা মাথার উপর স্থাপন করে তা দিয়ে মাথাটা ঢেকে লুঙ্গি পরিধান করে, অতঃপর তাঁর পেছনে পেছনে রওয়ানা হলাম। যেতে যেতে তিনি বাক্বীতে (কবরস্থানে) পৌঁছলেন। তথায় তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনি তিনবার হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন।[৩৮৯]

■ **কারো জন্য ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে হাত তুলে দু'আ করা।**

عَنْ أَبِي مُوسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلٰى جَيْشٍ إِلٰى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو

[৩৮৯] সহিহ মুসলিম ২১৪৬, ইফাবা হাঃ ২১২৫, ইসে হাঃ ২১২৮।

مُوسَى وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَقْرِئِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكُثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ وَقَالَ قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا

অর্থঃ আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইন যুদ্ধ অতিক্রান্ত হওয়ার পর নাবী ﷺ আবু আমির (রাঃ) কে একটি সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে আওতাস গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠালেন। যুদ্ধে তিনি দুরাইদ ইবনু সিম্মার সঙ্গে মোকাবেলা করলে দুরাইদ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সঙ্গীদেরকেও পরাস্ত করেন। আবু মুসা (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ আবু আমির (রাঃ) এর সঙ্গে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে আবু আমির (রাঃ) এর হাটুতে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। জুশাম গোত্রের এক লোক তীরটি নিক্ষেপ করে তার হাটুর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, চাচাজান! কে আপনার উপর তীর ছুঁড়েছে? তখন তিনি আবু মূসা (রাঃ) কে ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ যে, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরেছে। আমাকে হত্যা করেছে। আমি লোকটিকে লক্ষ্য করে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম আর সে আমাকে দেখামাত্র ভাগতে শুরু করল। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পিছু নিলাম-

তোমার লজ্জা করে না, তুমি দাঁড়াও। লোকটি থেমে গেল। এবার আমরা দুজনে তরবারি দিয়ে পরস্পর আক্রমণ করলাম এবং আমি তাকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি আবু আমির (রাঃ) কে বললাম, আল্লাহ আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, এখন এ তীরটি বের করে দাও। আমি তীরটি বের করে দিলাম। তখন ক্ষতস্থান থেকে কিছু পানি বের হল। তিনি আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি নাবী ﷺ কে আমার সালাম জানাবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বলবে। আবু আমির (রাঃ) তার স্থলে আমাকে অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচেছিলেন, তারপর ইন্তেকাল করলেন। (যুদ্ধ শেষে) আমি ফিরে এসে নাবী ﷺ এর গৃহে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন দঁড়ির তৈরী একটি খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন। খাটিয়ার উপর (যৎসামান্য) একটি বিছানা ছিল। কাজেই তার পৃষ্ঠ এবং দুই পার্শ্বে পাকানো দঁড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাকে আমাদের এবং আবু আমিরের সংবাদ জানালাম। তাকে এ কথাও বললাম যে, (মৃত্যুর পূর্বে আবু আমির বলে গিয়েছিলেন) নাবী ﷺ কে আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বলবে। এ কথা শুনে নাবী ﷺ পানি আনতে বললেন এবং ওযূ করলেন। তারপর তার দু'হাত উপরে তুলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা আবু আমিরকে ক্ষমা করো। (হস্তদ্বয় উত্তোলনের কারণে) আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামাতের দিন তুমি তাকে তোমার অনেক মাখলুকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান কর। আমি বললাম, আমার জন্যেও দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েসের গুণাহ ক্ষমা করে দাও এবং ক্বিয়ামাত দিবসে তুমি তাকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী আবু বুরদা (রাঃ) বলেন, দুটি দু'আর একটি ছিল আবু আমির (রাঃ) এর জন্য আর অপরটি ছিল আবু মূসা (আশআরী) (রাঃ) এর জন্য।[৩৯০]

- **হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময়।**

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ

[৩৯০] সহিহ বুখারি ৪৩২৩, ৬৩৮৩, ইফাবা হাঃ ৩৯৮৪; ৫৮২৮, সহিহ মুসলিম (ফুয়াদ আ. বাকী হাঃ ২৪৯৮), ইফাবা হাঃ ৬১৮১, ইসে হাঃ ৬২২৫।

يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذٰلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلًا فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) নিকটবর্তী জামারায় সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে এসে ক্বিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। অতঃপর মধ্যবর্তী জামরায় অনুরূপভাবে কঙ্কর মারতেন। এরপর বা দিক হয়ে সমতল ভূমিতে এসে ক্বিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। অতঃপর বাতনে ওয়াদী হতে জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর মারতেন এবং এর কাছে তিনি দেরী করতেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে আমি অনুরূপ করতে দেখেছি।[৩৯১]

- **যুদ্ধক্ষেত্রে।**

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اَللّٰهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اَللّٰهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اَللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتّٰى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُوْبَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ

অর্থঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, তাদের সংখ্যা এক হাজার। আর তার সাথীদের সংখ্যা মাত্র তিনশ তের জন। তখন তিনি

[৩৯১] সহিহ বুখারি ১৭৫২, ইফাবা হাঃ ১৬৩৮।

ক্বিবলামুখী হয়ে দুহাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগলেন। এ সময়ে তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছ। হে আল্লাহ! তুমি যদি এই জামা'আতকে আজ ধ্বংস করে দাও, তাহলে এই জমিনে তোমাকে ডাকার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এভাবে তিনি উভয় হাত তুলে ক্বিবলামুখী হয়ে প্রার্থনা করতে থাকলেন। এ সময় তার কাধ হতে চাদরখানা পড়ে গেল। আবু বকর (রাঃ) তখন চাদরখানা কাঁধে তুলে দিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ কে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আপনার রব প্রার্থনা কবুলে যথেষ্ট, নিশ্চয়ই তিনি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবেন।[৩৯২]

- **কোন গোত্রের জন্য দু'আ করা।**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আবু তুফাইল ইবনু আমের আদ দাওসী রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! দাউস গোত্র অবাধ্য ও অবশীভূত হয়ে গেছে, আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করুন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিবলামুখী হলেন এবং দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান কর এবং তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আস। অথচ মানুষেরা মনে করেছিল যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছেন।[৩৯৩]

- **রসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহ দেখে হাত তুলে দু'আ করেছিলেন।**

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّٰهَ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوْهُ

[৩৯২] সহিহ মুসলিম ৪৪৮০, ইফাবা হাঃ ৪৪৩৬, ইসে হাঃ ৪৪৩৮।
[৩৯৩] সহিহ বুখারি ২৯৩৭, ৪৩৯২, ইফাবা হাঃ ২৭৩৩, ৪০৪৭; সহিহ মুসলিম ৬৩৪৪, ইফাবা হাঃ ৬২২১।

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (মদিনা থেকে) আগমন করে মক্কায় প্রবেশ করলেন এরপর হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হয়ে তাতে চুমু খেলেন এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। অতঃপর ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন এবং সেখান থেকে বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলেই তিনি দু'হাত উত্তোলন করে যতক্ষণ ইচ্ছে মহান আল্লাহর যিক্‌র এবং দু'আ করলেন।[৩৯৪]

আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নাম ও তার ফযিলাত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সুন্দর নাম সমূহ (নিবেদিত)। অতএব তোমরা সেসব ভাল নামেই তাকে ডাক এবং সেসব লোকের কথা ছেড়ে দাও যারা তার নামের বিকৃতি ঘটায়। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৮০)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِئَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নাম আছে অর্থাৎ এক কম একশত। যে লোক এই নামসমূহ মুখস্ত করবে বা পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৯৫]

[৩৯৪] সুনানে আবু দাউদ ১৮৭২, ইফাবা হাঃ ১৮৭০; হাদিস সহিহ।
[৩৯৫] সুনানে তিরমিযি ৩৫০৬, ইফাবা হাঃ ৩৫০৬।

এক নজরে আল্লাহর ৯৯ টি নাম

الأعلى	العليّ	الباطن	الظاهر	الآخر	الأول	الله
العليم	البصير	السميع	الكبير	المجيد	العظيم	المتعال
القويُّ	المقتدر	القادر	القدير	العزيز	الحميد	الخبير
الغفار	الغفور	العفوُّ	الحليم	الحكيم	الغني	المتين
المجيب	القريب	اللطيف	الحفيظ	الشهيد	الرقيب	التوّاب
القهار	القاهر	الصمد	السيد	الشكور	الشاكر	الودود
البَرُّ	السلام	القدوس	الحكم	الهادي	الحسيب	الجبار
الفتّاح	الرءوف	الأكرم	الكريم	الرحيم	الرحمن	الوهّاب
المليك	الملك	الربّ	القَيُّوم	الحي	الرَّزَّاق	الرَّازق
المصوِّر	البارئ	الخلاّق	الخالق	المتكبِّر	الأحد	الواحد
الواسع	الكافي	الوكيل	المقيت	المحيط	المهيمن	المؤمن
القابض	الإله	الستير	الحيي	الرفيق	الجميل	الحق
الوليّ	المنان	المبين	المؤخِّر	المقدِّم	المعطي	الباسط
مالك الملك		الشافي		النصير		المولى
جامع الناس		نور السموات والأرض			ذو الجلال والإكرام	
بديع السموات والأرض						

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

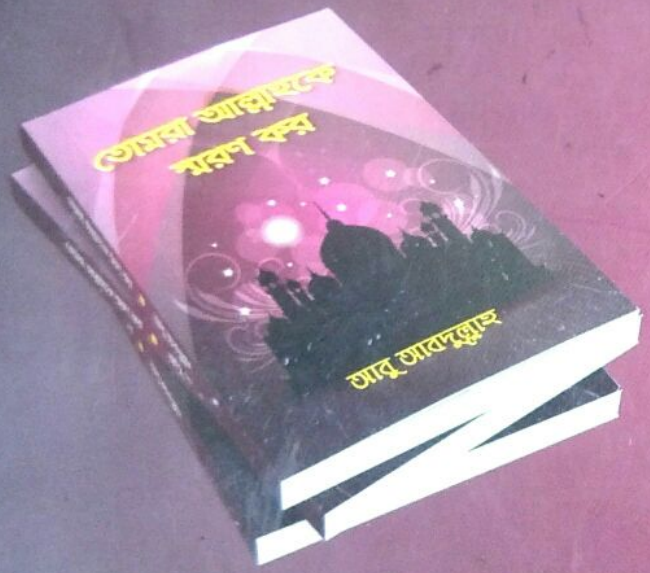

প্রকাশনায়
আত তাহমীদ প্রকাশনী

তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর ■ আবু আবদুল্লাহ

তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর

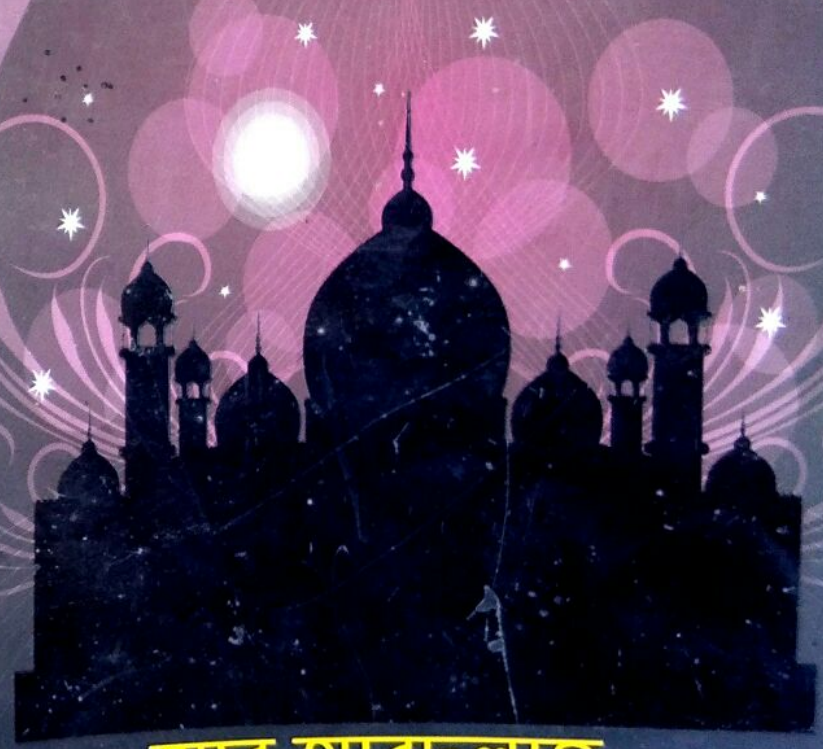

আবু আবদুল্লাহ